ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

গৌরবের ৬৮ তম বছর

অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

JAGARAN ■ 10 May 2022 ■ আগরতলা ১০ মে, ২০২২ ইং ■ ২৬ বৈশাখ ১৪২৯ বঙ্গাব্দ, মঙ্গলবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

সোমবার রবীন্দ্র শতবার্ষিকী ভবনে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জন্মজয়ন্তী অনুষ্ঠানে শিশুদের সাথে মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব।

প্রধানমন্ত্রীর ইস্তফা, নিহত সাংসদ ক্ষোভের আগুনে জ্বলছে শ্রীলংকা

কলম্বো, ৯ মে (হি.স.)।। আর্থিক ও রাজনৈতিক সঙ্কটে রীতিমতো জর্জরিত শ্রীলঙ্কা। ক্ষোভে ফুঁসছেন দেশের জনগণ। কলম্বোতে জারি হয়েছে অনির্দিষ্টকালের জন্য কারফিউ। এমতাবস্থায় ইস্তফা দিলেন শ্রীলঙ্কার প্রেসিডেন্ট মাহিন্দা রাজাপক্ষে। শ্রীলঙ্কার প্রেসিডেন্ট গোতাবায়া রাজাপক্ষের পদত্যাগের দাবিতে বিক্ষোভকারীদের সঙ্গে সরকারি সমর্থকদের সংঘর্ষের পর সোমবার রণক্ষেত্রের চেহারা নেয় শ্রীলঙ্কার রাজধানী কলম্বো। কলম্বোর গাল্লে ফেস এলাকায় সংঘর্ষের পর পরিস্থিতি অত্যন্ত খারাপ হয়ে যাওয়ায় সোমবার থেকে শ্রীলঙ্কার রাজধানীতে অনির্দিষ্টকালের জন্য কারফিউ জারি করেছে পুলিশ।

পদত্যাগ করলেন শ্রীলংকার প্রধানমন্ত্রী মাহিন্দা রাজাপক্ষে

সরকারি সমর্থকদের সঙ্গে বিক্ষোভকারীদের খণ্ডযুদ্ধে গুরুতর আহত হয়েছেন কমপক্ষে ২০ জন। রক্তাক্ত হয়েছে শ্রীলঙ্কার রাজধানী। শ্রীলঙ্কায় অস্থির পরিস্থিতির জন্য দীর্ঘদিন ধরেই আন্দোলন করছেন সেখানকার নাগরিকরা। সোমবার শ্রীলঙ্কার প্রেসিডেন্ট গোতাবায়া রাজাপক্ষের পদত্যাগের দাবিতে আন্দোলন করেন সাধারণ নাগরিকরা। তখনই পুলিশ ও সরকারি সমর্থকদের সঙ্গে খণ্ডযুদ্ধ বাধে তাঁদের। এই দ্বীপরাষ্ট্রে অনির্দিষ্টকালের জন্য কারফিউ জারি করেছে প্রশাসন। এরপর সোমবারই ইস্তফা দিয়েছেন শ্রীলঙ্কার প্রেসিডেন্ট মাহিন্দা রাজাপক্ষে। এপ্রিল থেকে শ্রীলঙ্কায় অর্থনৈতিক সঙ্কট শুরু হয়েছিল। বিভিন্ন দেশের কাছে ঋণে জর্জরিত শ্রীলঙ্কা নিজেকে 'অর্থনৈতিক ভাবে দেউলিয়া' ঘোষণা করে। তারপর থেকেই প্রধানমন্ত্রী রাজাপক্ষের ইস্তফার দাবি জোরদার হয়েছিল ভারতের দক্ষিণের এই দ্বীপ রাষ্ট্রে। দেশের অর্থনৈতিক বিশেষজ্ঞরা জানিয়েছিলেন, ১৯৪৮ সালে শ্রীলঙ্কার স্বাধীনতার পর থেকে দেশটি কখনও এমন চরম অর্থনৈতিক সংকটের মধ্যে পড়েনি।

শ্রীলঙ্কার প্রেসিডেন্ট গোতাবায়া রাজাপাকসের পদত্যাগের দাবিতে বিক্ষোভকারীদের সঙ্গে সরকারি সমর্থকদের সংঘর্ষের পর রণক্ষেত্রের চেহারা নিয়েছে শ্রীলঙ্কার রাজধানী ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

যথাযোগ্য মর্যাদায় রাজ্যেও রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ১৬১তম জন্মজয়ন্তী পালিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৯ মে।। প্রভাতী কবি প্রণাম অনুষ্ঠানের মধ্যদিয়ে আজ সকালে রবীন্দ্রকাননে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ১৬১তম জন্মজয়ন্তী উদযাপনের সূচনা হয়। রবীন্দ্রকাননে প্রভাতী অনুষ্ঠানে তথ্য ও সংস্কৃতি মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী রবীন্দ্র মূর্তিতে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ করে শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করেন। তারপর রবীন্দ্র মূর্তিতে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ করে শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করেন ত্রিপুরা চা উন্নয়ন নিগম লিমিটেডের চেয়ারম্যান সন্তোষ সাহা, আগরতলা পুর নিগমের ডেপুটি মেয়র মণিকা দাস দত্ত, রাজ্যভিত্তিক সাংস্কৃতিক উপদেষ্টা কমিটির ভাইস-চেয়ারম্যান সুভাষ দেব, সদস্য সুব্রত চক্রবর্তী, তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের বিশেষ সচিব ডা. প্রশান্ত কুমার গোয়েল, অধিকর্তা রতন বিশ্বাস সহ শিল্পী, সাহিত্যিক প্রমুখ।

প্রভাতী অনুষ্ঠানে তথ্য ও সংস্কৃতি মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী সাংবাদিকদের জানান, কোভিড মহামারীর পর আজ ত্রিপুরা সহ সমগ্র ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

বনকর্মীদের উপর হামলার ঘটনায় পুলিশের জালে তিন

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ৯ মে।। তেলিয়ামুড়া মহকুমার মুঙ্গিয়াকামী থানার ৩৬ মাইল কাঠ পাচারকরীদের বিরুদ্ধে অভিযান চালাতে গিয়ে শনিবার রাতে আক্রান্ত হয়েছিলেন ৩ বনকর্মী। এ ব্যাপারে বনদপ্তর এর তরফ থেকে অভিযুক্তদের নাম উল্লেখ করে থানায় সুনির্দিষ্ট মামলা দায়ের করা হয়েছিল। মামলা গ্রহণ করে পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করে।

অভিযুক্তদের গ্রেপ্তারের জন্য পুলিশ প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করে। ইতিমধ্যেই পুলিশ তিনজন অভিযুক্তকে জালে তুলতে সক্ষম হয়েছে। যে তিন জনকে আটক করা হয়েছে তারা হল অলেন দেববর্মা, গৌতম দেববর্মা এবং সঞ্জীব দেববর্মা। তাদেরকে তেলিয়ামুড়া থানার হেফাজতে রাখা হয়েছে।

পুলিশ তাদেরকে জিজ্ঞাসাবাদ অব্যাহত রেখেছে। তাদের বিরুদ্ধে নির্দিষ্ট ধারায় মামলা গ্রহণ করে কঠোর আইনি ব্যবস্থা গ্রহণ করবে বলে জানিয়েছে। উল্লেখ্য সংরক্ষিত বনাঞ্চল ধ্বংস করে বনদস্যুরা গাছ কেটে গাছের লগ এবং কাঠ পাচার অব্যাহত রেখেছে। বনদপ্তর এর অফিসার ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

পুরুষ নির্যাতনের চিত্র প্রকাশ্যে, স্ত্রীর এলোপাথাড়ি হামলায় রক্তাক্ত স্বামী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৯ মে।। সামাজিক অবক্ষয়ের ব্যতিক্রমী চিত্র উঠে এসেছে। বিশালগড়-এ পুরুষ নির্যাতনের খবরে জনমনে তীব্র চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। স্ত্রীর ধারালো অস্ত্রের আঘাতে গুরুতর আহত হয়েছেন স্বামী। আহত স্বামীর নাম মোহাম্মদ রুবেল কবির। বর্তমানে তিনি বিশালগড় মহাকুমা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন।

রুবেলের কথায়, বাপের বাড়িতে যাওয়ার জন্য টাকা চেয়েছিলেন স্ত্রী তাসমিনা বেগম। টাকা নেই জানাতেই স্ত্রী রেগে অগ্নিশর্মা হয়ে যান। হটাৎ তাসমিনা ধারালো অস্ত্র দিয়ে এলোপাথাড়ি আক্রমণ চালান। ঘরেই মেঝেতে রক্তাক্ত অবস্থায় মাটিতে লুটিয়ে পড়েন তিনি। পরিবারের অন্যান্য সদস্যরা তাকে উদ্ধার করে আহত অবস্থায় বিশালগড় মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে এসেছে।

রুবেলের দাবি, বিয়ের পর থেকেই স্ত্রীর মানসিক এবং শারীরিক নির্যাতনের শিকার হচ্ছেন। বেশ কয়েকবার তাঁকে হত্যা করার চেষ্টা করেছেন, স্ত্রীর বিরুদ্ধে এমনই গুরুতর অভিযোগ এনেছেন তিনি। পুরুষ নির্যাতনের খবরে বিশালগড়-এ তীব্র চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। ওই ঘটনায় এখনো থানায় মামলা রুজু হয়নি। স্ত্রীর জুলুমের বিষয়ে রুবেলের পাড়া প্রতিবেশীও একই কথা জানিয়েছেন।

একই পরিবারের তিন সদস্যকে খুনের মামলায় মহিলা সহ মোট সাতজন ধৃত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৯ মে।। জমি বিবাদকে কেন্দ্র করে রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষে একই পরিবারের তিনজনের মৃত্যুর ঘটনায় আরও চার সহ মোট সাতজনকে পুলিশ গ্রেফতার করেছে। কমলপুর মহকুমার ডাববাড়ি যুবেন্দ্রপাড়ায় সংঘটিত এই ঘটনায় এখন পর্যন্ত সাতজনকে পুলিশ জালে তুলতে সক্ষম হয়েছে।

প্রসঙ্গত, কমলপুর মহকুমাৰ ডাববাড়ি যুবেন্দ্রপাড়ায় দীর্ঘদিন ধরে দুই পরিবারের মধ্যে জমি নিয়ে বিবাদ চলছিল। গত বৃহস্পতিবার জমি বিবাদকে কেন্দ্র করেই রজনী দাস, সন্তোষ দাস, প্রীতুষ দাস ও বিলাসী দাসের উপর হামলা চালান বিকাশ দাস এবং ধীরেন্দ্র দাস। ওই হামলায় একই পরিবারের তিনজনের মৃত্যু হয়েছে।

ওইদিন হামলার পর আগরতলায় জিবি হাসপাতালে যাওয়ার পথে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েন রজনী দাস। প্রীতুষ দাস এবং বিলাসী দাসের হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মৃত্যু হয়েছে। ওই ঘটনাকে কেন্দ্র করে ডাববাড়ি এলাকায় তীব্র উত্তেজনা ছড়িয়েছিল। কেন্দ্রীয় মন্ত্রী প্রতিমা ভৌমিক তাঁদের শেষকৃত্যে গিয়েছিলেন। বাবা, মা ও ছেলের একত্রেই শেষকৃত্য সম্পন্ন হয়। ওই ঘটনায় পুলিশ ভারতীয় দণ্ডবিধির ৪৪৭, ৩২৬, ৩০৭, ৩০২ এবং ৩৪ ধারায় মামলা নিয়েছে। মূল অভিযুক্ত বিকাশ ও ধীরেন্দ্র দাসকে আজ পুলিশ গ্রেফতার করেছে।

পুলিশ জানিয়েছে, ডাববাড়ি এলাকায় তিনজনকে খুনের ঘটনায় গত ৭ মে তিনজনকে গ্রেফতার করা হয়েছিল। ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

দুই সন্তানের জননীর রহস্য মৃত্যু চানমারিতে

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৯ মে।। দুই সন্তানের জননীর রহস্যজনক মৃত্যু হয়েছে। সোমবার আগরতলা চানমারি চন্দনটিলা এলাকায় ওই ঘটনায় তীব্র চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে।

জানা গেছে, চন্দনটিলা এলাকার স্থায়ী বাসিন্দা অজয় দেবনাথ। তাঁর স্ত্রী শম্পা দেবনাথের ঝুলন্ত মৃতদেহ উদ্ধার হয়েছে আজ। অজয়ের দাবি, ঘটনার সময় তিনি বাড়িতে ছিলেন না। বাড়ির অন্যান্য ভাড়াটিয়ারা দেখতে পান তাঁর স্ত্রী নিজে ঘরে ফাঁসিতে ঝুলে আছে। তখনই ভাড়াটিয়ারা চিৎকার-চেঁচামেচি জুড়ে দেন। খবর পেয়ে তিনি বাড়ি ছুটে এসেছেন। তবে কি কারণে ওই গৃহবধূ আত্মহত্যা করেছেন, সে বিষয়ে স্পষ্টভাবে কিছু জানা যায়নি।

প্রসঙ্গত, ২০১৫ সালে অজয় এবং শম্পার বিয়ে হয়েছিল। তাদের দুই সন্তানও রয়েছে। অজয়ের দাবি, তাঁর স্ত্রীর মানসিক কিছু সমস্যা রয়েছে। সেই কারণেই হয়তো এ ধরনের ঘটনা সংঘটিত করেছেন তিনি।

ফাঁসিতে ঝুলন্ত মৃতদেহ দেখে ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

আগুনে পুড়ে ছাই ছয়টি বসতঘর সহায়তার আশ্বাস বিধায়ক ও মেয়রের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৯ মে।। ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডে পুড়ে ছাই হল ৬টি বসতঘর। পশ্চিম ত্রিপুরা জেলায় সদর মহকুমায় রামনগর গাঙ্গাইল রোড কল্যাণ ক্লাব সংলগ্ন এলাকায় রবিবার রাতে ওই অগ্নিকান্ডে এলাকাজুড়ে তীব্র আতঙ্ক ছড়িয়েছে। আজ সকালে স্থানীয় বিধায়ক এবং পুর নিগমের মেয়র ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছেন। ক্ষতিগ্রস্তদের সহায়তার আশ্বাস দিয়েছেন। স্বামী-স্ত্রীর ঝগড়ার পরিণতি স্বরূপ ৬টি ঘর পুড়ে ছাই হয়ে গেছে, এমনটাই অভিযোগ উঠেছে।

রামনগর গাঙ্গাইল এলাকার বাসিন্দা অনুপম ভট্টাচার্যের বাড়িতে এই অগ্নিকাণ্ড সংঘটিত হয়েছে। অনুপম ভট্টাচার্যসহ তাঁর বাড়িতে থাকা ভাড়াটিয়ার ঘরও পুড়ে ছাই হয়ে গেছে। ৬টি ঘরের সমস্ত জিনিসপত্র পুড়ে ছাই হয়ে গেছে। ঘটনাস্থলে দমকলের ৬ টি ইঞ্জিন এলেও কোনো কিছু বাঁচানো সম্ভব হয়নি বলে জানা গেছে।

স্থানীয় সূত্রে খবর, ভাড়াটিয়া দম্পতির ঝগড়াঝাঁটিকে কেন্দ্র করেই এই আগুনের সূত্রপাত। স্বামীর সাথে ঝগড়া করে তাঁর স্ত্রী ঘরে ঢুকে দরজায় খিল দেন এবং স্টোভ জ্বালান। সেই স্টোভ ফেটেই আগুন চারিদিকে ছড়িয়ে পড়েছে। মুহূর্তেই আগুন পাশের ঘড়েও ছড়িয়ে পড়েছে। ফলে সবকিছু পুড়ে ছাই হয়ে গেছে। এদিকে ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

চলতি বছরের আগস্টেই সমাপ্ত হবে ব্রু শরণার্থীদের পুনর্বাসন কেন্দ্র

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৯ মে।। ব্রু শরণার্থীদের পুনর্বাসন প্রক্রিয়া আগামী আগস্টের মধ্যে সম্পন্ন হবে। পুনর্বাসন স্থলের নিকটেই অঙ্গনওয়ারি কেন্দ্র স্থাপনেও ত্রিপুরার মন্ত্রিসভা অনুমোদন দিয়েছে।

সম্প্রতি কেন্দ্রীয় রাষ্ট্র মন্ত্রী প্রতিমা ভৌমিক ব্রু শরণার্থীদের পুনর্বাসন নিয়ে পর্যালোচনা বৈঠক করেছেন। ওই বৈঠকে মুখ্য সচিব, সংশ্লিষ্ট এলাকার বিধায়কগণ, জেলা পরিষদের সদস্যগণ, জেলাশাসক, ব্রু শরণার্থী নেতা এবং প্রশাসনের পদস্থ অধিকারিকরা উপস্থিত ছিলেন।

প্রশাসনের জনৈক আধিকারিক জানিয়েছেন, ব্রু শরণার্থীদের পরিবারের কর্তাদের প্রথমে পুনর্বাসন কেন্দ্রে নির্মিয়মান বাড়িঘর দেখানো হয়েছে। পানীয় জল এবং বিদ্যুতের ব্যবস্থা কিভাবে হচ্ছে তা দেখানো হয়েছে।

তাঁর কথায়, ত্রিপুরা সরকার পুনর্বাসন কেন্দ্রের নিকটে একলব্য স্কুল, অঙ্গনওয়ারি কেন্দ্র, প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্র মার্কেট শেড এবং রেশন শপের ব্যবস্থা করার পরিকল্পনা নিয়েছে।

চুক্তি অনুযায়ী, প্রত্যেক ব্রু পরিবার ঘর নির্মাণে ১২০০ স্কয়ার ফিটের জমি, ৪ লাখ টাকা ফিক্সড ডিপজিট, প্রতি মাসে ৫০০০ টাকা আর্থিক সহায়তা সাথে বিনামূল্যে রেশন সামগ্রী দুই বছরের জন্য দেওয়া হবে। এছাড়া, ঘর নির্মাণে প্রত্যেক পরিবারকে দেড় লাখ টাকা দেওয়া হবে।

মিজোরামের মামিত, কোলাসিব এবং লুংলেই জেলা থেকে জাতি দাঙ্গার শিকার ৩৭ হাজার ব্রু ১৯৯৭ সালে ত্রিপুরায় আশ্রয় নিয়েছিলেন। তাঁদের কাঞ্চনপুর মহকুমায় নাইসিংপাড়া, আশাপাড়া, হেজাছড়া, কাশকাউ, খাকসাংপাড়া ও হামসাপাড়া এবং পানিসাগর মহকুমায় শরণার্থী শিবিরে আশ্রয় দেওয়া হয়েছিল।এখন তাঁরা স্থায়ী ঠিকানা পেতে চলেছেন। পুনর্বাসন কেন্দ্র স্থাপনের কাজ আগস্টেই সমাপ্ত হলে প্রায় দুই দশকেরও বেশি সময় পর তাঁরা স্থায়ী ঠিকানা পাবে।

বাড়ি থেকে ডেকে নিয়ে যুবককে হত্যা মামলায় গ্রেপ্তার ছয়

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ৯ মে।। তেলিয়ামুড়া থানা এলাকার ডিএম কলোনিতে এক ব্যক্তিকে বাড়ি থেকে ডেকে এনে পিটিয়ে হত্যার ঘটনায় জড়িত ৬ জনকে এখনো পর্যন্ত গ্রেফতার করতে সক্ষম হয়েছে পুলিশ।

অপর এক অভিযুক্ত মামলা থেকে রেহাই পাওয়ার জন্য নদীতে ঝাপ দিয়ে আত্মহত্যার চেষ্টা করেছিল। তাতে সে গুরুতর ভাবে আহত হয়। বর্তমানে সে জিবি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। ঘটনায় জড়িত অপর ছয়জনকে আটক করে পুলিশ জিজ্ঞাসাবাদ অব্যাহত রেখেছে।

তাদেরকে খোয়াই জেলা ও দায়রা জজ আদালতে সোপর্দ করা হয়েছে। আদালত তাদের পুলিশ রিমান্ড মঞ্জুর করেছে। পুলিশ রিমান্ডে এনে পুলিশ তাদেরকে জিজ্ঞাসাবাদ করে এই হত্যাকাণ্ডের আসল রহস্য উদঘাটনের জন্য তৎপরতা চালাবে বলে এক ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

ধর্মনগর আইএসবিটি থেকে উদ্ধার দেড় লক্ষ টাকার গাঁজা

নিজস্ব প্রতিনিধি, চুরাইবাড়ি, ৯ মে।। উত্তর ত্রিপুরা জেলার সদর ধর্মনগর আইএসবিটির ভেতরের পরিত্যক্ত যায়গা থেকে উদ্ধার দেড় লক্ষ টাকার শুকনো গাঁজা।দুটি স্কুল ব্যাগে মোট ৯ প্যাকেট গাঁজা মজুদ ছিল। গোপন সংবাদের ভিত্তিতেই এই সাফল্য ধর্মনগর থানার পুলিশের। তবে এ কান্ডে ধরপাকড়ের কোন খবর নেই।

জানা গেছে, সোমবার সন্ধ্যায় ধর্মনগর থানায় খবর আসে যে, ধর্মনগর রাজবাড়ী সিত আইএসবিটির ভেতরের একটি পরিত্যক্ত জায়গায় দুটি স্কুল ব্যাগ দীর্ঘক্ষণ যাবৎ ফেলে রাখা অবস্থায় রয়েছে।খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে গিয়ে দুটি ব্যাগ উদ্ধার করে পুলিশ। তারপর ব্যাগ দুটিতে তল্লাশি চালিয়ে নয় প্যাকেটে মোট সতেরো কেজি ষাট গ্রাম শুকনো গাঁজা উদ্ধার হয়। ধর্মনগর থানার ওসি শিবু চন্দ্র দে জানান, উদ্ধারকৃত গাঁজার বাজার মূল্য আনুমানিক দেড় লক্ষ টাকা।

তবে এ কান্ডে কাউকে আটক না হলেও পুলিশ এনডিপিএস ধারায় মামলা রুজু করে তদন্ত শুরু করে দিয়েছে। এদিকে সূত্রের খবর,এবার গাঁজা পাচারে নিত্য নতুন পন্থা অবলম্বন করছে পাচারকারীরা।তবে ধর্মনগর শহরের কিছু নব্য গাঁজা পাচারকারী গজিয়েছে। সূত্রের খবর,নব্য পাচারকারীরা এবার যাত্রীবাহী বাসে করে স্বল্প পরিমানে রাজ্য থেকে বিভিন্ন ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

মিজোরামের পুলিশকর্মীর মৃতদেহ উদ্ধার দামছড়ায়

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৯ মে।। মিজোরাম পুলিশে কর্মরত জওয়ানের মৃতদেহ ত্রিপুরায় উদ্ধার হয়েছে। তাতে, দুই রাজ্যের পুলিশই ওই জওয়ানের মৃত্যু নিয়ে ধোঁয়াশার মধ্যে রয়েছে। মিজোরাম পুলিশে কর্মরত ইন্ডিয়ান রিজার্ভ পুলিশ ৪ নম্বর ব্যাটেলিয়ানের কনস্টেবল এইচ ভানলাল পারা(৪৩)-র মৃতদেহ রবিবার বিকেলে উত্তর ত্রিপুরা জেলায় পানিসাগর মহকুমার অন্তর্গত দামছড়া ব্লকের খেদাছড়া থানাধীন বাহাদুর পাড়া এলাকায় লঙ্গাই নদীর পারে উদ্ধার হয়েছে। আজ ময়না তদন্তের পর মৃতদেহ পরিবারের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে।

পুলিশ জানিয়েছে, মিজোরামের রাজধানী আইজলের রামলুই ভেঙ্গতাস এলাকার বাসিন্দা ছিলেন। তিনি মামিথ জেলায় চাভেল বিওপি-তে কর্মরত ছিলেন। শনিবার বাড়ি যাওয়ার উদ্দেশ্যে ছুটি নিয়ে বিওপি থেকে বের হয়েছিলেন। তারপর তার হদিস পাওয়া যায়নি। পুলিশের বক্তব্য, রবিবার বিকেলে খেদাছড়ার পাহাড়ে ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

গন্ডাছড়া থেকে নিখোঁজ নাবালিকা উদ্ধার ধর্মনগর স্টেশনে, স্বস্তিতে পরিবার

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৯ মে।। ধলাই জেলার গন্ডাছড়া থেকে নিখোঁজ নাবালিকাকে উদ্ধার করতে সক্ষম হয়েছে পুলিশ। জানা যায় গন্ডাছড়া আর দেবনাথ পাড়ার এক নাবালিকা বাড়ি থেকে নিখোঁজ হয়ে যায়। এ ব্যাপারে নিখোঁজ নাবালিকার পরিবারের তরফ থেকে গন্ডাছড়া থানায় সুনির্দিষ্ট অভিযোগ দায়ের করা হয়।

চাঞ্চল্যকর অভিযোগ পাওয়ার পর গন্ডাছড়া থানার পুলিশ নড়েচড়ে বসে। রাজ্যের প্রতিটি থানায় এ বিষয়ে জানিয়ে সর্তকতা জারি করা হয়। এদিকে পুলিশ ধর্মনগর রেল স্টেশন থেকে ওই নিখোঁজ নাবালিকাকে আটক করতে সক্ষম হয়েছে।

জানা যায় নাবালিকাটি বাড়ি থেকে পালিয়ে গিয়েছিল। পরিবারের তরফ থেকে সুনির্দিষ্ট অভিযোগ জানানোর পর পুলিশ সাথে সাথে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করায় তাকে আটক করা সম্ভব হয়েছে বলে জানা গেছে। রেলে করে ওই নাবালিকা ধর্মনগর রেল স্টেশন পর্যন্ত পৌঁছেছে বলেও জানা গেছে। ধর্মনগর রেল স্টেশন থেকে আটক করা ওই নাবালিকা কন্যাকে গন্ডাছড়া ফিরিয়ে এনে তার পরিবারের লোকজনদের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে। তাতে স্বস্তি ফিরেছে সংশ্লিষ্ট পরিবার-পরিজন ও এলাকাবাসীর মধ্যে। গন্ডাছড়া থানার পুলিশের ভূমিকায় সন্তোষ প্রকাশ করেছেন এলাকাবাসী। পুলিশ সঙ্গে সঙ্গে এ ব্যাপারে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ না করলে হয়তো ওই নাবালিকাকে উদ্ধার করা সম্ভব হতো না বলেও অনেকে অভিমত ব্যক্ত করেছেন।

জাগরণ আগরতলা ▫ বর্ষ-৬৮ ▫ সংখ্যা ২১১ ▫ ১০ মে ২০২২ ইং ▫২৬ বৈশাখ ▫মঙ্গলবার ▫১৪২৯ বঙ্গাব্দ

রবীন্দ্র জয়ন্তীতে প্রত্যাশা মানবিক মূল্যবোধের উন্মেষ ঘটুক

আজ কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জন্ম জয়ন্তী। এই তিথিতে বিশ্ব কবির প্রতি রইল শ্রদ্ধার্ঘ্য।তাহাকে বলা হয় বিশ্বকবি, যিনি বাংলা ভাষাকে নিয়া গিয়াছেন অনেক উঁচুমাত্রায়।এই উপমহাদেশ থেকে শুরু করিয়া আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে বাংলা সাহিত্য আজ এক সমৃদ্ধ এবং সগৌরবে দণ্ডায়মান সাহিত্য। বাংলা সাহিত্য আজকে যে দাপটের সঙ্গে নিজেকে উপস্থাপন করিবার প্রয়াস পাইতেছে, তাহার মূলে রহিয়াছে কিছু সাহিত্যিকের নিরলস সৃষ্টিকর্মের দৌলত।আর বাংলা সাহিত্যের উৎকর্ষ বৃদ্ধিতে যাহারা অবদান রাখিয়াছেন, তন্মধ্যে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর অন্যতম। তিনি একাধারে কবি, ঔপন্যাসিক, ছোটগল্পকার, নাট্যকার, প্রাবন্ধিক, চিত্রশিল্পী এবং সঙ্গীতজ্ঞও বটে। সাহিত্যের প্রায় সব শাখায় তাহার অবিচল পদচারণা তাহাকে আনিয়া দিয়াছে আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি।জমিদার বংশে জন্ম নিয়াও তিনি জমিদারদের বিরুদ্ধে কলম ধরার মতো সাহস দেখাইয়াছিলেন। যেটা বিশ্বের যে কোনো সাহিত্য ইতিহাসে বিরল ঘটনা। জমিদার বা মহাজনদের সুদ প্রথার বিরুদ্ধে তিনি লিখিয়াছেন, 'যাহা ছিল মোর বিঘে তিন ভাই, তাহার সবি গেছে ঋণে।'জমিদার পরিবারের সদস্য হিসেবে তাহার চলাফেরায় ছিল কড়াকড়ি ও নানা বিধিনিষেধ। তাই তিনি ইচ্ছে করিলেই যেখানে-সেখানে যাইতে পারিতেন না। তবে একটা সুন্দর সুযোগ আসে বাংলাদেশ ভ্রমণের, যেটা তাহার সৃষ্টিতে মারাত্মক প্রভাব বিস্তার করিয়াছে।তাহার সাহিত্য জীবনের এক সোনালি সময় কাটিয়াছে সিরাজগঞ্জের শাজাদপুর ও শিলাইদহে। বাংলাদেশে অবস্থান করিবার কারণে জীবনের গতি-প্রকৃতি ও বাস্তব জীবনকে যেভাবে উপলব্ধি করিয়াছেন সাধারণ মানুষের সঙ্গে মিশিয়া, তাহাই তাহার লেখনীর মাধ্যমে ফুটিয়া উঠিয়াছে সাহিত্যের বিভিন্ন শাখায়।তিনি তাহার 'ছিন্নপত্রে' লিখিয়াছেন- তিনি তাহার আত্মীয়দের সঙ্গে বাংলাদেশে যদি না আসিতে পারিতেন, তবে হয়তো তাহার 'গীতাঞ্জলি'র মতো মহা মূল্যবান কাব্য রচনা করিবার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হইতেন। যা পরবর্তীকালে তাহাকে সাহিত্যের জন্য সবচেয়ে বড় স্বীকৃতিস্বরূপ 'নোবেল পুরস্কার' অর্জনের গৌরব আনিয়া দেয়।তিনি ১৩টি উপন্যাস রচনা করিয়াছেন। তন্মধ্যে চোখের বালি, গোরা, ঘরে বাইরে, চতুরঙ্গ, শেষের কবিতা এবং চার অধ্যায় বেশ প্রসিদ্ধ। উপন্যাসে জাতীয়তাবাদের উত্থান, ধর্ম-দর্শন ইত্যাদি উপজীব্য ছিল।প্রসিদ্ধ চলচ্চিত্রকার সত্যজিৎ রায় রবীন্দ্রনাথের 'ঘরে বাইরে' উপন্যাসটিকে চলচ্চিত্রায়ণের মাধ্যমে বাংলা উপন্যাসকে আন্তর্জাতিক অঙ্গনে তুলিয়া ধরার প্রয়াস কাজে লাগাইয়াছেন। এ ছাড়াও 'চোখের বালি' এবং 'চতুরঙ্গ'- তার বিখ্যাত উপন্যাস অবলম্বনে তৈরিকৃত চলচ্চিত্রের মাধ্যমে চলচ্চিত্রপ্রেমীদের হৃদয়ে এক বড় স্থান দখল করিয়া আছেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।কবিতায় রবীন্দ্রনাথ তাহার একটা নিজস্ব ধারা তৈরি করিয়াছিলেন। প্রথমদিকে তিনি সাধু ভাষায় কবিতা রচনা করিয়াছেন। তবে পরবর্তীকালে কবিতার ভাষা হিসেবে চলিত বাংলার প্রয়োগ লক্ষ্য করা যায়।কবিতায় তিনি এক পর্যায়ে আধুনিকতাকে স্বাগত জানাইয়াছিলেন; কিন্তু এক সময় আবার পূর্বের অবস্থায় ফিরিয়া যান। কারণ তিনি উপলব্ধি করিয়াছেন, যে কবিতায় ছন্দ ও লয় থাকিবে না সেটা কবিতা হিসেবে পাঠক নন্দিত নাও হইতে পারে।আর রবীন্দ্রনাথের সবচেয়ে বেশি পরিচিত কাব্যগ্রন্থ গীতাঞ্জলি। যাহা তাহাকে প্রথম বাঙালি হিসেবে নোবেল পুরস্কার আনিয়া দেয়। গীতাঞ্জলি, সোনার তরী, কল্পনা, বলাকা, চিত্রা, চৈতালি, মহুয়া, সেঁজুতি, পুনশ্চ, পূরবী, ভগ্ন হৃদয় ইত্যাদি তার প্রসিদ্ধ কাব্যগ্রন্থ। তার কাব্যে যেমন রোমান্টিকতা ছিল, তেমনি ছিল জীবনবোধ ও বাস্তবতার স্বাক্ষর।বিন্দুর মাঝে সিন্দু খুঁজিয়া বেড়ানোতে তিনি ছিলেন সিদ্ধহস্ত। যাহা কিছু তার কবি মনকে আলোড়িত করিয়াছে, তাই তিনি তার ছোট গল্প রচনার মাধ্যমে পাঠকের সামনে তুলিয়া ধরিবার প্রচেষ্টাকে কাজে লাগাইয়াছেন অত্যন্ত সফলভাবে।চুরাশিটি ছোট গল্প নিয়া 'গল্পগুচ্ছ' নামক গল্প সংকলনের মাধ্যমে তিনি নিজেকে পাঠক মনে দোলা দিতে সচেষ্ট হয়েছেন আপন মনে। ভারতীয় উপমহাদেশের দরিদ্র জনগণের জীবনের প্রতি গভীর অন্তর্দৃষ্টি ও ধর্মীয় গোঁড়ামিকে ভেঙে সামাজিক কাঠামোকে ঢালিয়া সাজানোর প্রতি তার ছিল নিরলস প্রচেষ্টা।

তাইতো তার গল্পগুলো বাংলাদেশে যেমন জনপ্রিয়, তেমনি সমান জনপ্রিয় ভারতেও। তার প্রায় সব গল্প অবলম্বনে নির্মিত হয়েছে নাটক ও চলচ্চিত্র। ছোট গল্পে তিনি কখনও কখনও আঘাত করেছেন হিন্দু বিবাহ নিয়ে বিভিন্ন রকমের কুসংস্কার ও প্রথার বিরুদ্ধে এবং ভারতের মধ্যবিত্ত শ্রেণীর ভণ্ডামিকেও তুলে ধরেছেন নিখুঁতভাবে। তার ছোট গল্পের অনেক সংলাপ এখনও বাংলা ভাষায় প্রবাদপ্রতিম। যেমন- কাদম্বিনী মরিয়া প্রমাণ করিল, সে মরে নাই। সাধারণ শ্রেণীর লোকদের ধনী শ্রেণীর লোকেরা শোষণ করার জন্য কীভাবে বিভিন্ন কৌশলের আশ্রয় নিয়ে থাকে, ধর্মীয় গোঁড়ামি বা হিন্দু-মুসলমান বিরোধের মূল কারণগুলো অনুসন্ধান করেছেন রবীন্দ্রনাথ তার ছোট গল্পের মাধ্যমে। যা বাংলা সাহিত্যের এক মূল্যবান সম্পদ।

নাটক, নৃত্যনাট্য ও গীতিনাট্য লেখায় ছিল তার সমান পারদর্শিতা। চণ্ডালিকা, তাসের দেশ, চিত্রাঙ্গদা, প্রায়শ্চিত্ত, নটীর পূজা, মায়ার খেলা ইত্যাদি তার উল্লেখযোগ্য নাটক।প্রবন্ধ রচনায় তাহার অবদান বাংলা সাহিত্যের এক বড় স্থান দখল করিয়া আছে। নবযুগ, নারী, হিন্দু-মুসলমান, চরকা, শূদ্রধর্ম, বৃহত্তর ভারত, সভ্যতার সংকট, কনগ্রেস, কর্তার ইচ্ছায় কর্ম ইত্যাদি তাহার প্রসিদ্ধ প্রবন্ধ। তন্মধ্যে 'কর্তার ইচ্ছায় কর্ম' বর্তমানে প্রসিদ্ধ বাংলা প্রবাদও বটে।তিনি একজন নামজাদা সঙ্গীতজ্ঞ। তাহার রচিত হাজার হাজার গান এখনও বাংলা সাহিত্যে অমূল্য সম্পদ। যেটা রবীন্দ্রসঙ্গীত নামে বেশ জনপ্রিয়। পৃথিবীতে একটি বিরল ঘটনা, আর সেটা হইল রবীন্দ্রনাথের রচিত গান বাংলাদেশ ও ভারতের জাতীয় সঙ্গীত হিসেবে প্রতিষ্ঠিত।বাংলা সাহিত্যে প্রথম নবেল বিজয়ী কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বহু সৃষ্টির অবসান ঘটিয়ে আজকের দিনে- ২২ শ্রাবণ ১৩৪৮ বঙ্গাব্দ (৭ আগস্ট, ১৯৪১ সাল) কলকাতায় শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

পরিশেষে, বাংলা সাহিত্য ও রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর অবিচ্ছেদ্য অংশ। রবীন্দ্রনাথকে বাদ দিয়ে কখনও বাংলা সাহিত্য কল্পনাও করা যায় না। রবীন্দ্রচর্চার প্রতি আরও বেশি বেশি মনোনিবেশের মাধ্যমে বাংলা সাহিত্যকে আরও সমৃদ্ধিশালী করিতে ভূমিকা রাখিবে। সাংস্কৃতিক আন্দোলন ও শুদ্ধ সাহিত্যচর্চার মাধ্যমেই কেবল অসাম্প্রদায়িক সমাজ বিনির্মাণ সম্ভব। সমাজ কিংবা রাষ্ট্রীয় জীবনে ভরে উঠুক সাহিত্যের শুদ্ধতায়। জাতীয় জীবনে বয়ে আসুক সমৃদ্ধিশালী সমাজ কাঠামো। মানবিক মূল্যবোধের উন্মেষ ঘটুক, সেটাই প্রত্যাশা।

ওড়িশার দিকে বাঁক নিচ্ছে অশনি, মঙ্গলবার অতি ভারী বৃষ্টির আশঙ্কা

কলকাতা, ৯ মে (হি.স.) : ওড়িশার দিকে বাঁক নিচ্ছে অশনি। মৌসম ভবনের সন্ধে ৬টার বুলেটিন অনুযায়ী জানা গিয়েছে, বর্তমানে অন্ধ্রপ্রদেশের বিশাখাপত্তনম উপকূলের ৪১০ কিমি দক্ষিণ-পূর্বে এবং ওড়িশা থেকে ৫৯০ কিমি দক্ষিণে রয়েছে ঘূর্ণিঝড় 'অশনি'। তবে আগামীকাল মঙ্গলবার দিক পরিবর্তন করে অন্ধ্র থেকে ওড়িশার দিকে বাঁক নিতে পারে অশনি। এর ফলে মঙ্গলবার বাংলার বেশ কিছু জেলায় প্রবল বৃষ্টিপাতের আশঙ্কা রয়েছে। বৃষ্টির তীব্রতা আরও বাড়বে মূলত উপকূলের জেলাগুলিতেই। হাওয়া অফিস জানিয়েছে, অশনির প্রভাবে গাঙ্গেয় পশ্চিমবঙ্গের হাওড়া, পূর্ব মেদিনীপুর, দুই ২৪ পরগনা এবং নদিয়া জেলাতে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ অতিভারী বৃষ্টিপাত হতে পারে। পাশাপাশি ঘূর্ণিঝড়ের প্রভাবে দক্ষিণবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় সোমবার রাত থেকেই ভারী বৃষ্টিপাতের পূর্বাভাস রয়েছে। সোমবার রাত থেকে ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস রয়েছে কলকাতা, হাওড়া, পূর্ব মেদিনীপুর, উত্তর এবং দক্ষিণ ২৪ পরগনা ও নদিয়া জেলায়।

দীনবন্ধু সি এফ এণ্ডরুজ ও সমকালীন ভারতে অস্পৃশ্যতা

ড. বিমলকুমার শীট

যেকয়েকজন বিদেশি ভারতকে সত্যিকারে ভালোবেসে ছিলেন তাদের মধ্যে অন্যতম হলেন সি এফ এণ্ডরুজ। ১৯০৪ সালে তিনি ইংল্যান্ড থেকে ভারতে আসেন এবং আমৃত্যু ভারতবাসীর সেবায় নিজের জীবন উৎসর্গ করেন। বিশেষ করে সমাজসেবা, ভারতের মুক্তি আন্দোলন, শ্রমিক আন্দোলন ও অস্পৃশ্যতা বর্জন প্রভৃতির ক্ষেত্রে। ভারতের দুই মহান সন্তান রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও গান্ধীজির দ্বারা তিনি অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথ ছিলেন তার গুরুদেব, আর গান্ধীজি হলেন "মোহন" আর তিনি হলেন গান্ধীজির প্রাণের চার্লি। তাদের প্রভাবে এণ্ডরুজ সকল ধর্ম সম্প্রদায়ের বহু লোকের বন্ধুত্ব লাভ ও বন্ধুত্ব স্থাপন করতে পেরেছিলেন।

ভারতবাসীর অকৃত্রিম বন্ধু এবং খ্রীস্টের পরম নিষ্ঠাবান সেবক এণ্ডরুজ ভারতবর্ষকে বলতেন তার দ্বিতীয় জন্মভূমি। দীনবন্ধু এণ্ডরুজ তার আত্মজীবনীতে লিখেছিলেন "সেইদিন রাত্রে শয্যা গ্রহণের আগে একটি বিষয়ে আমি স্থির নিশ্চয় করলাম। কবি যদি অনুমতি দেন তাহলে তার শান্তিনিকেতনের এই বিচিত্র মহাদেশ নিবিড় ভাবে আমার কাছে ধরা দেবেত্তত তখন আমি মিশনের কর্তব্য থেকে মুক্তি হইনি। কিন্ত মনে আশা রইল দক্ষিণ আফ্রিকায় সংকটময় দিনগুলির বেদনা এই আশার আনন্দে লাঘব হল'। ভারতবর্ষের সঙ্গে একটা অন্তরের যোগ তিনি অনুভব করেছিলেন। অস্পৃশ্যতার যোগ এদেশের নারীর সঙ্গে। এণ্ডরুজ এদেশে এসে বুঝতে পেরেছিলেন অস্পৃশ্যতা সমাজ থেকে দূর করতে না পারলে জাতীয় স্বাধীনতা ভারতীয়দের কাছে অধবা থেকে যাবে। তিনি জাতিভেদ প্রথা এবং ধর্মের গোঁড়ামির বরুদ্ধে কঠোর সংগ্রাম জারি রেখেছিলেন। ইংরেজরা জাতি হিসাবে নিজেদের শ্রেষ্ট মনে করত আর ভারতীয়দের হীনজ্ঞান করত। এণ্ডরুজ একজন ইংরেজ হয়েও ছিলেন ব্যতিক্রমী। ভারতীয়দের প্রতি ইংরেজদের বৈষম্যমূলক আচরণের জন্য এণ্ডরুজ বেশি দুঃখ বোধ করতেন। এই ভেদবুদ্ধি দূর করার জন্য তিনি নানা ধরনের আন্দোলন করেছিলেন। গান্ধীজি দেশকে পুনরুজ্জীবিত করার উদ্দেশ্যে অস্পৃশ্যতা দূর করা, সত্রীলোকেদের উপযুক্ত সম্মান দান, মদ্যপান থেকে বিরত থাকা, হিন্দু-মুসলমানদের মধ্যে ঐক্য এবং স্বাধীনতার জন্য সচেষ্ট হওয়ার কর্মসুচি গ্রহণ করলে এণ্ডরুজ মনেপ্রাণে এতে আত্মোৎসর্গ করেন।

এণ্ডরুজ বলেছিলেন, "যেহেতু আমি একজন খ্রিস্টান সেই জন্যই আমি উপলব্ধি করেছি যে ধর্মনীতির প্রয়োজনেই ভারতের পূর্ণ এবং সর্বাঙ্গীন স্বাধীনতা প্রয়োজন। কিন্তু সে স্বাধীনতা কখনই আসবে না যদি না লক্ষ লক্ষ নিপীড়িত অস্পৃশ্যদের মুক্তিলাভ হয়। ভারতবর্ষ কোনওদিনই আপনাদের সেই সাধের ভারতবর্ষ বা আমার সেই স্বপ্নের ভারতবর্ষ হবে না যদি ভারতের নিপীড়িত বঞ্চিত জাতি স্বরাজ না পায়। রবীন্দ্রনাথের ঘনিষ্ঠ সঙ্গলাভের অনুপ্রেরণাতেই এণ্ডরুজ শান্তিনিকেতনে অধ্যাপক রূপে কাজে যোগদান করেন। এই সময়ে তিনি কার্যত শান্তিনিকেতনে কবির , প্রতিনিধি শান্তিনিকেতনের ছাত্রদের সর্বদা বলিষ্ঠ ও উন্নত মনোভাব গড়ে তুলতে এণ্ডরুজ অনুপ্রেরণা দান করতেন। ছাত্রদের মধ্যে কোন কোন বিষয়ে জাতিভেদ নীতি ও শ্রাদেশিকতার ভাব প্রকাশ পেত। বিশেষত পাকশালাতে এবং আহারের বিষয়ে বেশি দেখা যেত। এই ভেদনীতি দূর করার জন্য এণ্ডরুজ সব সময় তৎপর থাকতেন। প্রথম দিকে এই কাজে তাকে যথেষ্ট বাধার সম্মুখীন হতে হয়েছিল। এ সময় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সঙ্গে এণ্ডরুজের নিয়মিত পত্রালাভ হত শান্তিনিকেতনের প্রতিদিনের কার্যকলাপ সম্বন্ধে। এণ্ডরুজ কবিকে মহাউৎসাহে লিখেছেন যে ডিসেম্বর, এর ঠিক চারমাস পূর্বে আগস্ট মাসের গোড়ায় এণ্ডরুজ কবিকে আশ্রমের রন্ধনশালী ও ভোজনাগার সম্বন্ধে যে পত্র দেন তা তেকে জানতে পারা যায় যে গুজরাটি ছাত্রদের জন্য পৃথক ভোজনাগারে ছাত্ররা তাদের "জাত? রক্ষা করে পৃথক পৃথক দলে বসছে, সে ঘরে এণ্ডরুজের প্রবেশাধিকার নেই এবং তারা এণ্ডরুজের সঙ্গে খেতে বসতে রাজি নয়। তবে তিনি আশাবাদী এবং আশা করেন এসব বাধা দূর হবে। তিনি লিখেছেন, "আমাদের মহা মুশকিলে পড়তে হয়েছিল। কিছু কিছু অভিভাবক এসে এখানকার ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করেছিলেন। তাদের ছেলেমেয়েদের জাতিভেদ মেনে পৃথক পৃথক পংক্তিতে বসার নির্দেশে দিয়েছিলেন। পাচকদের নির্দেশ উপদেশ দিতেন।" এইসব অভিভাবকরা তাদের সংকীর্ণ মনোভাব দূর করতে না পেরে নিজ নিজ ছেলেমেয়েদের শান্তিনিকেতনের আশ্রম থেকে সরিয়ে নিয়েছিলেন। তার ফলে দীনবন্ধু এণ্ডরুজের পক্ষে পরবতীকালে ছাত্রদের মন থেকে ভেদনীতি দূর করার কাজ সহজ হয়েছিল। ক্রমে ক্রমে তার সহৃদয় ও আন্তরিক চেষ্টায় ছাত্রদেরম মনের ভেদবুদ্ধি দূর হয়েছিল। রোমাঁ রোলাঁ এণ্ডরুজ সম্পর্কে লিখেছেন, এণ্ডরুজ আমাদের সঙ্গে দিনটা কাটালেন। তিনি এসেছেন জেনেভার এক ধর্মীয় কংগ্রেস থেকে এবং ফিরেছেন

এণ্ডরুজ ছিলেন প্রকৃত দুর্গতের উদ্ধারকর্তা ও দুঃখীর সহায়। খুলনা জেলায় দুর্ভিক্ষে, বিহারে চম্পারনে নীলকর পীড়িত প্রজাদের ও উত্তরবঙ্গের বন্যায় জনসাধারণের কাছে তিনি দাঁড়িয়ে ছিলেন। ওড়িশায় খরা ও ১৯২৫ সালের পুরী জেলায় প্রবল বন্যা হলে দীনবন্ধু এণ্ডরুজ সেখানে ছুটে গেছেন দুর্গত মানুষের সেবায়। গোপবন্ধু দাসের সঙ্গে তিনি পরীর বন্যা দুর্গত অঞ্চলে গিয়ে দেখেন তাদের ঘরে কিছুই নেই। তা দেখে এণ্ডরুজের চোখে জল চলে এলে।

ইংল্যান্ডে। তত্ত সমস্ত পীড়িতদের পক্ষ সমর্থন ও প্রেমের জয় দেশ দেশান্তরে তিনি এক অনন্ত অভিযাত্রী। তিনি তিরিশ লক্ষ অস্পৃশ্যের এক গোষ্ঠীর কথা বললেন, গোষ্ঠীটির নাম "থিয়া" নারায়ণস্বামী নামে এক বিখ্যাত গুরুকে ঘিরে তারা সঙ্ঘবদ্ধ হয়েছে। এই নারায়ণস্বামী রবীন্দ্রনাথের চেয়ে বয়সে বড় (এবং সম্প্রতি রবীন্দ্রনাথ তাকে দেখতে গিয়েছিলেন), তিনি বছর কুড়ি ধরে এক উচ্চমার্গের পবিত্র ধর্ম প্রচার করছেন।" পরিয়াদের পক্ষে নিষিদ্ধ পথে ও মন্দিরে প্রবেশের অধিকার লাভের জন্যে অহিংসা আন্দোলনে ত্রিবাঙ্কুরের থিয়াদের সঙ্গে এণ্ডরুজ এক বছরেরও বেশি অংশ নিয়েছিলেন। থিয়ারা চারমাস ধরে সমস্ত সময় এবং কখনো কখনো বানে ভাসা নদীর জানি, আপনি ভারতীয়দের জন্য প্রাণ দিতে পারেন? তারপরে এণ্ডরুজ আরও কঠোর সাধনা শুরু করেছিলেন ভারতীয়দের মন থেকে বর্ণবিদ্বেষ দূর করার জন্য। গান্ধীজিকে ডারবানে গীর্জায় এণ্ডরুজের বক্তৃতা শুনতে দেওয়া হয়নি কারণ তিনি কৃষ্ণকায় এশিয়াবাসী। এই ঘটনায় এণ্ডরুজ যরপরনাই দুঃখিত ও মর্মাহত হয়েছিলেন। এণ্ডরুজের ভারতশ্রীতি সুখের ছিল না। গিয়ে এণ্ডরুজকে অনেক অপমান ও লাঞ্ছনা ভোগ করতে হয়েছিল। একবার নাইরোবি থেকে উগান্ডা যাচ্চিলেন এণ্ডরুজ। ট্রেনের শ্বেতাঙ্গ। বিদ্রুপ করতে করতে তারা এণ্ডরুজের দাড়ি ধরে টেনে ছিলেন এবং নানা কটুক্তি করেছিল। ট্রেন থেকে টেনে তাকে পাড়ে, কোমর জলে হাতজোড় করে, আবেদন জানিয়ে, ছয় ঘন্টা পালা করে চৌমাথাগুলোয় হাড় গুঁড়িয়ে গেছে এবং অবশেষে তারা জয়লাভ করেছে। দক্ষিণ আফ্রিকাতেও এণ্ডরুজ বর্ণবৈষম্যের বিরুদ্ধে সরব হয়েছেন। তিনি লক্ষ্য করেছিলেন সেখানে ভারতীয়দের মধ্যেও বর্ণবিদ্বেষের বিষময় প্রভাব বর্তমান। ঘৃণার চোখে দেখত, ভারতীয়রাও ততোধিত কৃষ্ণবর্ষ অধিবাসীদের। একদিন একটি সভায় ভারতয়দের মুক্তি সংগ্রামের বিষয় বক্তৃতা দিয়ে এণ্ডরুজ বাড়ি ফিরছিলেন। তখন রোমাঁ রোলী এণ্ডরুজ সম্পর্কে লিকেচেন, "এণ্ডরুজ আমাদের সঙ্গে দিনটা কাটালেন। একদল জুলু তাকে অনেকটা পথ অনুসরণ করে এসে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, "আমরা জানি আপনি ভারতীয়দের জন্য প্রাণ দিতে পারেন? তারপরে এণ্ডরুজ আরও কঠোর সাধনা শুরু করেছিলেন ভারতীয়দের মন থেকে বর্ণবিদ্বেষ দূর করার জন্য। গান্ধীজিকে ডারবানে গীর্জায় এণ্ডরুজ বক্তৃতা শুনতে দেয়া হয়নি কারণ তিনি কৃষ্ণকায় এশিয়াবাসী এই ঘটনায় এণ্ডরুজ যরপরনাই দুঃখিত ও মর্মাহত হয়েছিলেন।

এণ্ডরুজের ভারতপ্রীতি সুখের ছিলনা। আফ্রিকাবাসী ভারতীয়দের সাহায্য করতেগিয়ে এণ্ডরুজকে অনেক অপমান ও লাঞ্ছনা ভোগ করতেহয়েছিল। একবার নাইরোবি থেকে উগান্তা মাচ্ছিলেন এণ্ডরুজ। ট্রেনের কামরায় তাঁর সহযাত্রী ছিলেন কয়েকজন শ্বেতাঙ্গ বিদ্রুপ করতে করতে তারা এণ্ডরুজের দাড়ি ধরে টেনে ছিলেন এবং নানা কটুক্তি করেছিল ট্রেন থেকে টেনে তাঁকে বাইরে বার করে দেবার চেষ্টা পর্যন্ত করেছিলেন। অন্য একদিন উগান্ডা থেকে ফেরার সময় জাহাজে এণ্ডরুজের সঙ্গে এক শিখ পরিবারের আলাপ হয়েছিল। তিনি শিখ দম্পতির সঙ্গে কথা বলেছিলেন আর শিশুটিকে সস্নেহে আদর করেছিলেন। জাহাজের শ্বেতাঙ্গ যাত্রীরা অনেকক্ষণ ধরে তার সেই "বিসদৃশ" আচরণ লক্ষ্য করছিল। তাদের একজন আর ধৈর্য রাখতে না পেরে ছুটে এসে অত্যন্ত ক্রোধের সঙ্গে এণ্ডরুজকে বলেছিলেন, জান, তোমার কোলে এই কালো বাচ্চাটিকে দেখে তোমাকে খুন করার কথা আমার মনে হয়েছিল। আমার ইচ্ছা হচ্ছে তোমার গলার চাদর ধরে টেনে তোমাকে সমুদ্রের জলে ডুবিয়ে দিই। ইংরেজ হলেও তিনি ভারতীয় রীরিতে গান্ধীজি ও রবীন্দ্রনাথকে পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করতেন। তাই এটা একটা কেলেঙ্কারি ব্যাপার হল। দক্ষিণ আফ্রিকার খবরের কাগজে শিরোনাম হল, "এক কৃষ্ণাঙ্গের পা মুছিয়ে দেবার জন্যে ভারতবর্ষ থেকে এক শ্বেতাঙ্গের আগমন।" এরপর এণ্ডরুজের মুখের ওপর সমস্ত দরজা বন্ধ হয়ে গেল। ফিজিতে নিপীড়িত ভারতীয়দের পক্ষে এণ্ডরুজ আন্দোলন ত্ত করেছিলেন। অনুকূলে জনমত সংগঠিত করেছিলেন। ১৯১৭ সালে ফিজিবাসী ভারতীয়রা এণ্ডরুজকে 'দীনবন্ধু' আখ্যা দিয়ে তাদের ছার দুর নারদ সির। এণ্ডরুজ ছিলেন প্রকৃত দুর্গতের উদ্ধারকর্তা ও দুঃখীর সহায়। খুলনা জেলায় দুর্ভিক্ষে, ও উত্তরবঙ্গের বন্যায় জনসাধারণের কাছে তিনি দাঁড়িয়ে ছিলেন। ওড়িশায় খরা ও ১৯২৫ সালের পুরী জেলায় প্রবল বন্যা হলে দীনবন্ধু এণ্ডরুজ সেখানে ছুটে গেছে দুর্গত মানুষের সেবায়। গোপবন্ধু দাসের সঙ্গে তিনি পুরীর বন্যা দুর্গত অঞ্চলে গিয়ে দেখেন তাদের ঘরে কিছুই নেই। তা দেখে এণ্ডরুজের চোখে জল চলে এল। সেখান থেকে তিনি আরও কয়েকটি গ্রামে যান কিন্তু সেখান থেকে পুরী ফিরে আসতে না পেরে পুর গ্রামে এক গোয়াল ঘরে রাত কাটান। ৮ অক্টোবর তিনি সত্যবাদী স্কুলে থাকাকালীন গান্ধীজিকে এক হৃদয় বিদারক চিঠি লেখেন। পুরীর বন্যা পরিস্থিতি সম্পর্কে শেষ পর্যন্ত সামান্য পরিমাণ তগাবী ঋণ ভিন্ন গভর্ণমেন্টের তরফ হইতে সাহায্য দেওয়া হয় নাই। লোকে অননকষ্টে পড়িয়া খাটিয়া খাইতে কোন কোন জায়গায় কয়েক মাসের জন্য গভর্ণমেন্ট টেস্ট ওয়ার্ক খোলেন, কিন্তু যাওয়ার সম্ভাবনা ছিল না। কতগুলি গ্রাম জনশূন্য হইয়াছে। পত্রিকাটি সে কারণে জানায়।

নীলগিরির দেশীয় রাজ্যের প্রজারা অবৈধ "আবওয়াব" আদায়ের বিরুদ্ধে আন্দোলন করলে এণ্ডরুজ তাদের পাশে দাঁড়িয়ে ছিলেন। প্রজাদের স্বার্থ গভর্নর ও ওভাইসরয়ের সঙ্গে দেখা করেছিলেন। ১৯৩২ সালে ওড়িশার হরিজন দিবস পালন করা হয়। ওই বৎসর ৪ সেপ্টেম্বর এণ্ডরুজের সভাপতিত্বে কটাকে এক মিটিং হয়। ওই মিটিংয়ে হরিজনদের জন্য পৃথক নির্বাচন ব্যবস্থা দাবি করা হয়। মৃত্যু শয্যায় শুয়েও তিনি গান্ধীজিকে আবেগ ভরে বলেছিলেন, "মোহন ভারতের স্বাধীনতা ওই আসছে। তুমি দেখ মোহন, ভারতবর্ষে স্বাধীনতা আসবেই।

(সৌজন্যে-দৈ :স্টেটসম্যান)

কেউ কথা, রাখেনি, জলবায়ু সম্মেলন মঞ্চে এবার সরব কিশোর, যুবকেরা

জলবায়ু পরিবর্তনে সংকেত দেখছে এইগ্রহের সভ্যতা। মানুষ হাড়ে হাড়ে টের পাচ্ছে প্রকৃতিকে অগ্রাহ্য করে উন্নয়ন নামের বেহিসাবি কার্যকলাপের কি বিষম পরিণতি হতে পারে। সেই কবে গত শতাব্দীর আটের দশকে রাচেল কারসনের 'সাইল্যান্ট স্প্রিং) নীরব বসন্ত) ধাক্কা দিয়ে বিশ্ববাসীকে জাগিয়ে বলেছিল আর ঘুমিয়ে নয়, এবার জানো প্রকৃতিকে রক্ষা করো। কর্ণপাত করিনি আমরা। বন কেটে রাস্তা, নগর , কলকারকানা বানিয়েছি, কলকারখানার বিষাক্ত ধোঁয়া উড়িয়ে পৃথিবীর আকাশ, বাতাসকে করেছি উষ্ণ, দূষিত। ১৯৯২-তে রিওডি জেনেরোতে পৃথিবীর পরিবেশ বাঁচাতে বসল বসুন্ধরা শীর্ষ বৈঠক, তৈরি হল 'এজেন্ডা-২১'। রাষ্ট্রনায়করা 'এজেন্ডা ২১' মেনে চলার প্রতিশ্রুতি দিলেও পৃথিবীর পরিবেশ সেই তিমিরেই থেকে গেছে। রোধ করা যায়নি পৃথিবীর তাপমাত্রা বৃদ্ধির প্রবণতা। খরা, বনা, সাইক্লোনের মতো প্রাকৃতিক দুর্যোগ আছড়ে পড়ছে পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে। বিজ্ঞানীরা বলছেন, এসব বিশ্ব উষ্ণায়নের জেরে জলবায়ুর পরিবর্তনের ফল। তাঁরা হুঁশিয়ারি দিয়েছেন, এই রকম চললে মানব সভ্যতা বাঁচাতে মানুষকে ভিন্ন গ্রহে যেতে হবে। রাষ্ট্রসংঘ এই আসন্ন ভয়াবহ বিপদ থেকে রক্ষা পেতে বিভিন্ন দেশের নেতাদের শুধুমাত্র জলবায়ু পরিবর্তন সংক্রান্ত আলাপ-আলোচনার জন্য তৈরি করলেন একটি মঞ্চ। মান হল কনফারেন্স অফ দি পার্টিস বা সিওপি। ১৯৯৫ সাল থেকে প্রতি বছর বসে এই মঞ্চ। এই বছর এই সম্মেলনে বা সিওপি-২৬ গ্লাসগোয় ৩১ অক্টোবর ১২ নভেম্বর পর্যন্ত চলেছে। এতে যোগ দিয়েছেন ১২০টিরও বেশি দেশের রাষ্ট্রপ্রধান, শিক্ষাবিদ, পরিবেশ আন্দোলনকারী। যোগ দিয়েছেন ব্রিটিস যুবরাজ চার্লস ৯৫ বছর বয়সী সাংবাদিক স্যার ডেভিড অ্যাটেনবোরা, সুইডিশ পরিবেশ আন্দোলনকারী গ্রেটা থুনবারগ প্রমুখরা। তবে আশ্চর্যজনকভাবে যোগ দেয়িনি রাশিয়া ও চিন। এই সম্মেলনের ঠিক আগেই তা রোমে বসে জি-২০ সম্মেলন। এখানে অংশ নেয় ব্রাজিল, চিন, ভারত, আমেরিকার মতো বিষাক্ত গ্রিন গ্যাস নির্গমণের ৮০ শতাংশ দায়ী দেশগুলি। ভাসা ভাসা কিছু আলোচনা, কার্বন নিঃসরণের জন্য বেশি দায়ী দেশগুলি জলবায়ু সমস্যা সমাধানে সব দায়িত্ব ছোটবড় সব দেশের মধ্যে সমান ভাগ করার কথা বলে এবং বাকি আলোচনা সিওপি হবে বলে শেষ হয়। এই প্রেক্ষাপটে সিওপি-২৬ খুব তাৎপর্যপূর্ণ। এই সম্মেলনের প্রথমের দিকে ভারতের প্রধানমন্ত্রী জলবায়ু পরিবর্তন রোধে পাঁচটি সূত্র দেন, যা আইএমএফ সহ বহু দেশের রাষ্ট্রপ্রধানের নজর কেড়েছে। তবে সম্মেলনের আলোচনায় গতিপ্রকৃতি দেশে খুব একটা আশ্বস্ত হতে পারছেন না পরিবেস আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত মানুষ। আসলে পূর্ববর্তী সিওপি সম্মেলনগুলিতে রাষ্ট্র প্রধানরা গালভরা প্রতিশ্রুতি দিয়েও কিছুই করেননি। এমনকি (সিওপি-চব)-তে প্যারিস জলবায়ু চুক্তিকে সই করে রাষ্ট্রপ্রধানরা প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন আসন্ন বিপর্যয় রুখতে তাঁরা গড় তাপমাত্রা বৃদ্ধি ১.৫ ডিগ্রি সেলসিয়াসের মধ্যে বেঁধে রাখার চেষ্টা করবেন। কিন্তু কেউ কথা রাখেনি। এই বছর আগস্টের আইপিসিসি রিপোর্ট বলছে পৃথিবীর গড় তাপমাত্রা বেড়েই চলেছে। এতে লাগাম পরানো যাচ্ছে না। তাই আর দেরি নয়। সরব হয়েছেন থুনবারগরা। এই সম্মেলনের ফলাফল গত সম্মেলনগুলির মতো নিস্ফলা হবে তা বুঝতে পেরেছেন। রাষ্ট্র নায়কদের আরও সজাগ করতে, বিশ্ববাসীর নজর কাড়তে প্রতিদিনই সম্মেলন মঞ্চের বাইরে শত শত কিশোর-যুবা পোস্টার হাতে হাজির হচ্ছে। প্রতিবাদ জানাচ্ছেন, তাঁদের জাবি জানাচ্ছেন। এই সবটাতেই নেতৃত্ব দিচ্ছেন থুনবারগ, সাথী হয়েছে ফ্রাইডে ফর ফিউটার'-এ স্কুল স্টাইক আন্দোলনের স্কুলের ছাত্রছাত্রী। তবে এর আগে আর একটি বৈপ্লবিক কাণ্ড ঘটিয়েছে আমাদের তামিলনাড়ুর ১৫ বছরের স্কুল ছাত্রী বিনিশা উমাশঙ্কর। এই ছাত্রীটি বায়ু দূষণ রুখতে একটি মোটর চালিত ইস্ত্রি গাড়ি উদ্ভাবন করেছে। যা ব্রিটিশ রাজকুমুর ইউলিয়ামের ঘোষিত অর্থশিট পুরস্কার পেয়েছে। এবার গ্লাসগোয় জলবায়ু সম্মেলনে আমন্ত্রিত সে। বড় বড় রাষ্ট্রনেতাদের সামনে দৃপ্ত কণ্ঠে কিশোরী বলেছে পৃথিবীকে বাঁচাতে কিছু করতে হবে। আপনারা না এগোলে আমরাই লড়ব। সঙ্গে যোগ করে সে আপনাদের জন্য আমরা অপেক্ষা করতে পারব না। আপনারা যদি অতীতে আটকে থাকেন, আমরা ভবিষ্যৎ তৈরি করব। বিনিশা বলেছে, সব থেকে কঠিন চ্যালেঞ্জের মুখে পৃথিবী। আমরাই কিন্তু সর্বশ্রেষ্ঠ সুযোগ। মানব সভ্যতার উদ্ভাবনী ক্ষমতাকে নেতৃত্ব দেব আমরা। সিওপি-২৬ জলবায়ু পরিবর্থন সংক্রান্ত আলোচনায় একটি নির্যাস বেরিয়ে আসবে। সেই নির্বাসে পৃথিবীর জলবায়ুরপ পরিবর্তন রোধ করতে পারবে কিনা বা কতটা ফলপ্রসূ হবে, তা ভবিষ্যৎ বলবে। তবে এই সম্মেলনে তরুণ যুবারা যে ভাবে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করে, প্রতিবাদে সরব হয়ে বিশ্ববাসীর নজর কেড়েছে তাতে আগামী পৃথিবী আশার আলো দেখতেই পারে।

বড় বড় রাষ্ট্রনেতাদের সামনে দৃপ্ত কিশোরী বলেছে পৃথিবীকে বাঁচাতে কিছু করতে হবে। আপনারা না এগোলে আমরাই লড়ব। সঙ্গে যোগ করে সে আপনাদের জন্য আমরা অপেক্ষা করতে পারবে না। আপনারা যদি অতীতে আটতে থাকেন, আমরা ভবিষ্যৎ তৈরি করব। বিনিশা বলেছে, সব থেকে কঠিন চ্যালেঞ্জের মুখে পৃথিবী। আমরাই কিন্তু সর্বশ্রেষ্ঠ সুযোগ। মানব সভ্যতার উদ্ভাবনী ক্ষমতাকে নেতৃত্ব দেব আমরা।

অনুভব বেরা

(সৌজন্যে-দৈ :স্টেটসম্যান)

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

ভারত-নেপাল সীমান্ত থেকে গ্রেফতার কেএলও ‘জঙ্গি’

শিলিগুড়ি, ৯ মে (হি.স.) : স্পেশাল টাস্ক ফোর্সের (এসটিএফ) অভিযানে ভারত-নেপাল সীমান্তের দেবীগঞ্জের ভদ্রপুর থেকে কেএলও জঙ্গি সন্দেহে গ্রেফতার করা হল এক ব্যক্তিকে। ধৃতের নাম ধানকুমার বর্মন। বাড়ি কোচবিহারের বক্সিরহাটে। এসটিএফ সূত্রে জানা গিয়েছে, ধৃত জঙ্গি সংগঠনের অত্যন্ত সক্রিয় সদস্য। কেএলও প্রধান জীবন সিংহের নির্দেশে নেপালে গা ঢাকা দিতে যাচ্ছিলেন তিনি। ধৃতকে আজ সোমবার শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতে হয়।

চলতি বছর ফেব্রুয়ারি মাসে গোপন সূত্রে খবর পেয়ে শিলিগুড়িতে অভিযান চালায় রাজ্য পুলিশের এসটিএফ। সেই অভিযানে ধরা পড়ে অবিনাশ রায় নামে একজন। ধৃত ব্যক্তি জঙ্গিদের স্লিপার সেল হিসাবে কাজ করত। শিলিগুড়িতেও জঙ্গি সংগঠনের কাজে এসেছিল সে। এসটিএফ অবিনাশকে জেরা করে ধনকুমার বর্মনের নাম জানতে পারে। তার পর তাঁর খোঁজে তল্লাশি শুরু হয়।ধানকুমার বর্মন কলেজে পড়ার সময় আচমকা পড়াশোনা ছেড়ে দেয়। তার পরই জঙ্গিদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ গড়ে ওঠে তার। এসটিএফের আধিকারিকেরা জানতে পেরেছেন, ধৃত ধনকুমার নাগাল্যান্ডে গোপনে ট্রেনিং নিয়েছে। ট্রেনিং নেওয়ার পর কয়েক মাস আগেই উত্তরবঙ্গে ফেরে। তার পর থেকেই তার গতিবিধির উপর নজর রাখা শুরু করে পুলিশ।

কৃষকদের হুমকি না দিলে লখিমপুরের ঘটনা এড়ানো যেত, মত এলাহাবাদ হাইকোর্টের

এলাহাবাদ, ৯ মে (হি.স.) : উত্তরপ্রদেশে লখিমপুরে কৃষক হত্যার দায় পরোক্ষে কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর উপরই চাপাল এলাহাবাদ হাইকোর্ট। সোমবার চার অভিযুক্তের জামিন বাতিল করে আদালত জানিয়েছে, কেন্দ্রীয় মন্ত্রী কৃষকদের হুমকি না দিলে সেদিন হয়তো লখিমপুরে ওই ঘটনা ঘটত না। লখিমপুরে কৃষক হত্যার আগের দিন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী অজয় মিশ্র টেনি চাষিদের নাকি হুমকি দিয়েছিলেন। তাঁর সেই মন্তব্যের প্রতিবাদে লখিমপুরে জড়ো হয়েছিলেন কৃষকরা।

এদিন বিচারপতি দীনেশ কুমার সিং বলেন, উচ্চপদে বসা রাজনীতিকদের প্রকাশ্যে মন্তব্য করার সময় আরও যত্নশীল হওয়া দরকার। তাঁদের ভাষা হওয়া উচিত সংযত ও রুচিশীল। উচ্চপদে বসে দায়িত্বজ্ঞানহীন মন্তব্য করা তাঁদের পদমর্যাদা ও সম্মানের পক্ষে ভালো নয়।

পাশাপাশি ১৪৪ ধারা জারি সত্ত্বেও লখিমপুরে রাজনৈতিক নেতাদের জমায়েতের বিষয়টিকে ভালোভাবে দেখেনি আদালত। বিস্ময় প্রকাশ করে আদালত জানিয়েছে, ওখানে যে ১৪৪ ধারা জারি রয়েছে, সেটা কি উপমুখ্যমন্ত্রীর জানা ছিল না? এটা তো অভাবনীয়। তবে এলাহাবাদ হাইকোর্ট সিটের তদন্তে সন্তোষ প্রকাশ করে জানিয়েছে, সিটের তদন্ত অবাধ, নিরপেক্ষ ও বিজ্ঞানভিত্তিক। অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে পর্যাপ্ত তথ্যপ্রমাণ চার্জশিটে পেশ করতে পেরেছেন তদন্তকারীরা।

বাংলার সাহিত্য-সংস্কৃতি-সভ্যতা বিশ্বের দরবারে কড়া নাড়বেই : মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়

কলকাতা, ৯ মে (হি. স.) : ফের প্রকাশ্য অনুষ্ঠানে বাংলার সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের অনন্যতার কথা বললেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সোমবার মুখ্যমন্ত্রী তাঁর নাতিদীর্ঘ বক্তব্যে বলেন, বাংলার সাহিত্য- সংস্কৃতি- সভ্যতা বিশ্বের দরবারে কড়া নাড়বেই।

এদিন তাঁর বক্তব্যে উঠে আসে বাংলার দুর্গাপুজোকে ইউনেস্কোর হেরিটেজ মর্যাদা দেওয়ার কথাও। তরুণ প্রজন্মের প্রতি মুখ্যমন্ত্রীর বার্তা, বিভিন্ন দেশের একাধিক ভাষা শিখুক সবাই কিন্তু কেউ যেন না ভুলে যায় বাংলার শেকড়। দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হতে বলেন, মিলনের রাজ্যে বিভেদকামী শক্তি রুখে দেওয়ার জন্য সকলকে এগিয়ে আসতে বলে। বিশ্বকবি রচিত দেশের জাতীয় সংগীত থেকে বাক্য উদ্ধৃত করে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী একতার সঙ্গে থাকতে আবেদন জানান। বলেন, বিভেদকে প্রশ্রয় না দেওয়ার কথা। তাঁর বক্তব্যে উঠে আসে, মিলনের বার্তা দিয়ে রবি ঠাকুরের রাখি বন্ধন উৎসব প্রচলনের কথা।

এদিন মুখ্যমন্ত্রী বলেন, প্রাণ-গান-সংস্কৃতি-সভ্যতার টানে অতিমারির ভয়াবহ ২ বছর কাটিয়ে সকলে মিলিত হয়ে আবার এই ভাবে আয়োজন করা সম্ভব হয়েছে। এই টানেই পরবর্তী সময়েও সকলে আবার একত্রিত হবে। এদিন অনুষ্ঠান মঞ্চ থেকে চাকরি দেওয়া হয় খেলোয়াড় মনোতোষ চাকলাদার এবং দিলীপ ওঁরাওকে। মুখ্যমন্ত্রী কোটায় চাকরি পেয়েছেন ২ কৃতী খেলোয়াড়।

এদিনের অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন মন্ত্রী ও কলকাতা পুরনিগমের মেয়র ফিরহাদ হাকিম, তথ্য ও সংস্কৃতি মন্ত্রী ইন্দ্রনীল সেন, শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু, সাহিত্যিক শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়, কবি সুবোধ সরকার, কবি শ্রীজাত প্রমুখ। বাংলা আকাদেমির পক্ষ থেকে বাংলা সাহিত্যে অবদানের জন্য এদিন মুখ্যমন্ত্রীর উদ্দেশ্যে পুরস্কার ঘোষণা করা হয়। তাঁর ‘কবিতা বিতান’ কাব্যগ্রন্থের জন্য অন্যতম শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিক হিসেবে তাঁকে পুরস্কৃত করা হয়। তাঁর হয়ে পুরস্কার গ্রহণ করেন শিক্ষামন্ত্রী।

১১ মে থেকে ১ জুন, তিন দফায় গুণোৎসব, উপকৃত হবে ৪২,৫০,২২৪ জন শিক্ষার্থী : মন্ত্রী ডা. পেগু

গুয়াহাটি, ৯ মে (হি.স.) : আগামী ১১ মে, ২৩ মে এবং ১ জুন অনুষ্ঠিত হবে গুণোৎসব-২০২২। তিনদফার গুণোৎসবে অসমের ৪৬ হাজার শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের ৪২,৫০, ২২৪ জন শিক্ষার্থী উপকৃত হবে। বলেছেন রাজ্যের শিক্ষামন্ত্রী ডা. রণোজ পেগু। আজ সোমবার সর্বশিক্ষার মিশন অধিকর্তার কার্যালয়ে সাংবাদিক সম্মেলনের আয়োজন করে আসন্ন গুণোৎসব ২০২২ সম্পর্কে নানা তথ্য দিয়েছেন শিক্ষামন্ত্রী। তিনি জানান, আগামী ১১ মে গুণোৎসব-২০২২-এর শুভারম্ভ করবেন মুখ্যমন্ত্রী ড় হিমন্তবিশ্ব শর্মা। ১১ মে দফার গুণোৎসব হবে বিশ্বনাথ, বঙাইগাঁও, চড়াইদেও, দরং, ধেমাজি, ডিব্রুগড়, গোয়ালপাড়া, করিমগঞ্জ, কারবি আংলং, নগাঁও এবং নলবাড়ি জেলায়। ২৩ মে দ্বিতীয় দফায় বরপেটা, গোলাঘাট, হাইলাকান্দি, হোজাই, কামরূপ, কোকরাঝাড়, মাজুলি, মরিগাঁও, শিবসাগর, তিনসুকিয়া, ওদালগুড়ি, দক্ষিণ শালমারা-মানকাচর জেলায় এবং ১ জুন তৃতীয় দফার গুণোৎসব ২০২২ সম্পন্ন হবে বাকসা, কাছাড়, চিরাং, ধুবড়ি, ডিমা হাসাও, যোরহাট, কামরূপ মহানগর, লখিমপুর, শোণিতপুর, পশ্চিম কারবি আংলং জেলায়। শিক্ষামন্ত্রী আরও জানান, বিগত শিক্ষাবর্ষের ওপর অনুষ্ঠেয় গুণোৎসব ২০২২-এ ১৮,৭৫২ জন এক্সটার্নাল অবজার্ভার অংশগ্রহণ করবেন। ৪৬ হাজার শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের ৪২,৫০,২২৪ জন প্রথম থেকে নবম শ্রেণির শিক্ষার্থীকে অন্তর্ভুক্ত করা হবে গুণোৎসব ২০২২-এ। তিনি বলেন, রাজ্যের শিক্ষাক্ষেত্রের মান উন্নত করে দেশের প্রথমসারির রাজ্যে উপস্থাপন করার উদ্দেশ্যে অসম সরকার কর্তৃক গৃহীত গুণোৎসব-২০২২ শীর্ষক সংকল্প বিশেষ অবদান রাখবে।

এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে, রাজ্যে শিক্ষার গুণগত মান উন্নত করতে গত ২০১৭ সাল থেকে অসমে পর্যায়ক্রমে পালিত হচ্ছে গুণোৎসব। স্কুলে ছাত্রছাত্রীরা যে সব জ্ঞান অর্জন করেছে, তার সঠিক মূল্যায়ন করতে গুণোৎসব নামের পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিল রাজ্যের তদনীন্তন সর্বানন্দ সনোয়াল নেতৃত্বাধীন বিজেপি সরকার। ওই ধারা বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব শর্মাও বজায় রাখতে প্রচেষ্টা চালিয়েছেন।

হাফলঙে বেড়েছে চোরের উপদ্রপ, শহরের দোকানপাটে হানা দিয়ে নিয়ে যাচ্ছে বিভিন্ন সামগ্রী

হাফলং (অসম), ৯ মে (হি.স.) : ডিমা হাসাও জেলা সদর শহর হাফলঙে বেশ কিছুদিন ধরে চোরের উপদ্রপ বেড়েছে। শহরের বিভিন্ন দোকানে চোরের দল হানা দিয়ে নিয়ে যাচ্ছে বিভিন্ন সামগ্রী। রবিবার রাতেও হাফলং ট্যাক্সি স্ট্যান্ডের পাশে দাস এন্টারপ্রাইজে চোরের দল হানা দিয়ে বেশ কিছু মোবাইল ফোনের হ্যান্ডসেট ও নগদ টাকা নিয়ে গেছে।

দাস এন্টারপ্রাইজের স্বত্বাধিকারী স্বপন দাস জানান, আজ সোমবার সকালে দোকানে এসে দেখেন তাঁর দোকানের তালা ভাঙা। সঙ্গে সঙ্গে তিনি হাফলং সদর থানার পুলিশকে খবর দেন। খবর পেয়ে পুলিশ দোকানে এসে দেখেন, দোকানের সামনে লোহার রড ভেঙে প্রথম দরজার চারটি তালা ভাঙা হয়েছে। এর পর চোরেরা ভেতরে লোহার দরজার তালা ভেঙে ঢুকে মোট পাঁচটি অ্যান্ড্রয়েড মোবাইল সেট সহ নগদ টাকা নিয়ে গেছে। স্বপনবাবু জানিয়েছেন, তাঁর দোকান থেকে পাঁচটি মোবাইল সেট চুরি করে নিয়ে যাওয়ার পাশাপাশি দোকানে মজুত নগদ দেড় হাজার টাকা হাতিয়ে নিয়েছে চোরের দলটি। তিনি জানান, যে পাঁচটি মোবাইল হ্যান্ডসেট চোরের দল হাতিয়ে নিয়েছে সেই মোবাইল হ্যান্ডসেটগুলির মূল্য প্রায় ৫০ হাজার টাকা। এই চুরির ঘটনা নিয়ে দাস এন্টারপ্রাইজের স্বত্বাধিকারী স্বপন দাস হাফলং থানায় এক এজাহার দাখিল করেছেন। উল্লেখ্য, বেশ কিছুদিন থেকে হাফলং শহরে চুরির ঘটনা বেড়ে গেছে। চোরের দল টার্গেট করছে শহরে অবস্থিত বাজারের দোকান। গত কয়েকদিনে এভাবে হাফলং শহরে চোরের দল হানা দিয়ে বেশ কয়েকটি দোকান থেকে নগদ টাকা, বিভিন্ন সামগ্রী চুরি করেছে। হাফলং শহরে বেশ ড্রাগস সহ বিভিন্ন অসামাজিক কার্যকলাপ বেড়েছে। ড্রাগসে আসক্ত হয়ে যুবসমাজ বিভিন্ন অসামাজিক কাজ সহ চুরির মতো ঘটনায় জড়িয়ে পড়ার অভিযোগ উঠছে। রাতে শহরে পুলিশের কোনও টহলদারি নেই বলে শহরের আমজনতা অভিযোগ তুলতে শুরু করেছেন। পুলিশের ঢিলেঢালা ব্যবস্থার সুযোগ নিয়েই হাফলং শহরে বিভিন্ন অসামাজিক কার্যকলাপ বৃদ্ধি হচ্ছে বলে অভিযোগ উঠেছে। কিছুদিন আগে হাফলং শহরের এভাবে রাতের বেলা একটি গাড়ি ও মটর সাইকেল জ্বালিয়ে দিয়েছিল দুষ্কৃতকারীরা। এখন পর্যন্ত ওই ঘটনার সঙ্গে জড়িত কাউকে হাফলং পুলিশ গ্রেফতার করতে পারেনি বলেও অভিযোগ করেছে ওয়াকিবহাল মহল।

বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন কিশোরকে বিমানে উঠতে বাধা, ক্ষমা চাইলেন ইন্ডিগোর সিইও

নয়াদিল্লি, ৯ মে (হি. স.) : ইন্ডিগো এয়ারলাইন সোমবার বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন এক কিশোরের পরিবারের কাছে একটি ক্ষমাপ্রার্থনা এবং ’আন্তরিক অনুশোচনা’ প্রকাশ করেছে। রবিবার ওই কিশোরকে রাঁচি বিমানবন্দরে তার বাবা-মায়ের সঙ্গে বিমানে উঠতে বাধা দেওয়া হয়েছিল। বিমান সংস্থাটি জানিয়েছে, তারা পরিস্থিতি পর্যালোচনা করেছে এবং ’কঠিন পরিস্থিতিতে সর্বোত্তম সম্ভাব্য সিদ্ধান্ত নিয়েছে।’ বিমান সংস্থা কিশোরকে একটি বৈদ্যুতিক হুইলচেয়ারও অফার করেছে। ইন্ডিগোর সার্বক্ষণিক ডিরেক্টর এবং চিফ এক্সিকিউটিভ অফিসার রনজয় দত্তের তরফে এই বিবৃতি জারি করা হয়েছে। রবিবার রাঁচি বিমানবন্দরে হায়দরাবাদগামী ইন্ডিগো বিমানে উঠতে বাধা দেওয়ার অভিযোগ ওঠে বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন এক শিশুকে। তার পরিবারের সদস্যরাই সোশ্যাল মিডিয়ায় তিক্ত অভিজ্ঞতার কথা শেয়ার করেছেন। তাতে নেটিজেনদের প্রতিক্রিয়া দেখে বিষয়টি নজরে আসে মন্ত্রী সিন্ধিয়ার। এরপর তিনি তীব্র প্রতিক্রিয়া জানান, “কোনও মানুষের সঙ্গেই এমন আচরণ করা যায় না। কেন্দ্র এ বিষয়ে ‘জিরো টলারেন্স’ নীতি নিয়েছে। আমি নিজে এ নিয়ে তদন্তের কাজ খতিয়ে দেখব। দোষ প্রমাণিত হলেই কড়া ব্যবস্থা নেওয়া হবে।” চাপে পড়ে অবশ্য উড়ান সংস্থা সোমবার সকালে ওই শিশু ও তার পরিবারের সদস্যদের হায়দরাবাদ যাওয়ার ব্যবস্থা করে দিয়েছে। এমনকী সহৃদয় হয়ে তাকে একটি ইলেকট্রিকের হুইলচেয়ারও দেওয়ার প্রস্তাব দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু তার পরিবার তা প্রত্যাখ্যান করেছে।

ইউক্রেনীয়দের হাতে আক্রান্ত পোল্যান্ডে নিযুক্ত রুশ রাষ্ট্রদূত

ওয়ারশ, ৯ মে (হি. স.) : বিজয় দিবস উপলক্ষে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে নিহত সেনাদের প্রতি শ্রদ্ধা জানানোর সময়ে ইউক্রেনীয়দের হাতে আক্রান্ত হলেন পোল্যান্ডে নিযুক্ত রুশ রাষ্ট্রদূত সের্গেই আন্দ্রিয়েভ। অল্পের জন্য প্রাণে রক্ষা পেয়েছেন তিনি। নিজেদের দেশের রাষ্ট্রদূতের উপরে আক্রমণের তীব্র নিন্দা জানিয়েছে রুশ বিদেশ মন্ত্রক।

সোমবার দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে নিহত সেনাদের প্রতি শ্রদ্ধাজ্ঞাপনের জন্য সামরিক কবরস্থানে গিয়েছিলেন রুশ রাষ্ট্রদূত সের্গেই আন্দ্রিয়েভ। তখনই ইউক্রেনের পতাকা হাতে একদল বিক্ষোভকারী রুশ রাষ্ট্রদূতের উপরে আক্রমণ চালায়। তাঁকে লক্ষ্য করে লাল রংয়ের বিষাক্ত রাসায়নিক ছুঁড়ে মারা হয়। তাঁকে শারীরিকভাবেও আঘাত করা হয়। কোনও ক্রমে নিরাপত্তারক্ষীরা আক্রমণকারীদের হাত থেকে রাষ্ট্রদূতকে বাঁচিয়ে নেন। রাশিয়ার বিদেশ মন্ত্রকের মুখপাত্র মারিয়া জাখারোভা রাষ্ট্রদূতের উপরে আক্রমণের নিন্দা জানিয়ে হামলাকে ‘নব্য-নাৎসিবাদের সমর্থকদের’ কাজ বলে আখ্যা দিয়েছেন।

পোল্যান্ড সরকারের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে, ‘এমন ঘটনা ঘটতে পারে আশঙ্কা করে এ বছর বিজয় দিবসের অনুষ্ঠান বাতিলের জন্য রুশ দূতাবাসকে পরামর্শ দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু তাতে কর্ণপাত করেননি রুশ রাষ্ট্রদূত। ফলে আক্রান্ত হওয়ার দায় তাঁকেই নিতে হবে।’ প্রসঙ্গত, রুশ-ইউক্রেন যুদ্ধে সরাসরি জেলেনস্কির দেশের পাশেই দাঁড়িয়েছে পোল্যান্ড সরকার। অস্ত্র ও অর্থ দিয়ে সাহায্যও করে চলেছে। এমনকী রাশিয়ার উপরে একাধিক নিষেধাজ্ঞা জারির পথে হেঁটেছে।

ইউক্রেনের ৩০ লাখ শরণার্থীকে আশ্রয় দিয়েছে এবং আরও ২০ লাখ শরণার্থীকে আশ্রয় দেওয়ার কথা ঘোষণা করেছেন পোল্যান্ডের প্রেসিডেন্ট। কিন্তু সোমবার রুশ রাষ্ট্রদূতের উপরে হামলার ঘটনায় দু’দেশের মধ্যে কূটনৈতিক সম্পর্কের আরও অবনতি ঘটবে বলেই মনে করেন রাজনৈতিক পর্যবেক্ষরা। হিন্দুস্থান সমাচার / সোনালি

মঙ্গলবার বিজেপি সরকারের দ্বিতীয় কার্যকালের এক বছর পূর্তি উপলক্ষ্যে বিশাল সমাবেশ, করিমগঞ্জ পাঁচ শতাধিক কার্যকর্তার দিশপুর যাত্রা

করিমগঞ্জ (অসম), ৯ মে (হি.স.) : বিজেপি সরকারের দ্বিতীয় কার্যকালের এক বছর পূর্তি উপলক্ষ্যে আয়োজিত অনুষ্ঠানে যোগ দিতে করিমগঞ্জ জেলা থেকে প্রায় পাঁচ শতাধিক কার্যকর্তা দিশপুরের উদ্দ্যেশ্যে রওয়ানা হয়েছেন। জেলা বিজেপি সভাপতি সুব্রত ভট্টাচার্যের নেতৃত্বে দলের বিভিন্ন স্তরের কার্যকর্তাগণ আগামীকাল মঙ্গলবারের দলীয় অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করবেন।

জেলা বিজেপির মিডিয়া সেলের আহ্বায়ক নিশিকান্ত ভট্টাচার্য জানিয়েছেন, রাজ্যেভ বিজেপি পরিচালিত মিত্রজোট সরকারের এক বছর পূর্তি উপলক্ষ্যে অনুষ্ঠান হবে মঙ্গলবার গুয়াহাটির খানাপাড়ায় পশু চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ের ময়দানে। এতে উপস্থিত থাকবেন দেশের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর উপস্থিতিতে হিমন্তবিশ্ব-সরকারের এক বছর পূর্তি উপলক্ষ্যে আয়োজিত এই অনুষ্ঠানে যোগ দিতেই করিমগঞ্জ জেলা থেকে পাঁচ শতাধিক কার্যকর্তা দিশপুরের উদ্দ্যেশ্যে রওয়ানা হয়েছেন। মঙ্গলবার সকাল বেলা তাঁরা দিশপুর পৌঁছবেন।

খানাপাড়া ময়দানে বিশাল অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ, মুখ্যমন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব শর্মা সহ তাঁর মন্ত্রী পরিষদের সদস্যবৃন্দ, লোকসভা ও রাজ্যসভার সদস্যগণ, দলীয় ও শরিক দলের বিধায়কবৃন্দ এবং বিজেপির প্রদেশ সব নেতা। এছাড়া থাকবেন করিমগঞ্জ সহ গোটা রাজ্যের জেলা বিজেপির সভাপতি, বিভিন্ন স্তরের কার্যকর্তা, বুথ কমিটির পদাধিকারী, মণ্ডল বিজেপির কার্যকর্তারা। এদিকে আজ পাঁচ শতাধিক নেতা-কার্যকর্তা করিমগঞ্জ থেকে গুয়াহাটির উদ্দেশ্যে বাস, ট্রেন এবং ব্যক্তিগত বাহনে রওয়ানা দিয়েছেন।

গত ২৪ ঘণ্টায় বিশ্বে করোনায় আক্রান্ত আরও ৩ লাখ, মৃতের সংখ্যা পার ৬ হাজার

ওয়াশিংটন, ৯ মে (হি. স.) : বিশ্বে করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে গত ২৪ ঘণ্টায় মৃত্যু হয়েছে ৬,০৩৮ জনের। এনিয়ে বিশ্বজুড়ে মৃতের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৬২ লাখ ৭৬ হাজার ৩৫৪ জনে। করোনায় নতুন করে আক্রান্ত হয়েছেন ৩ লাখ ২ হাজার ৫৪৬ জন। এনিয়ে ভাইরাসে আক্রান্ত মোট রোগীর সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৫১ কোটি ৭২ লাখ ৬ হাজার ৮৩৫ জন। সোমবার সকালে করোনাভাইরাসে আক্রান্ত, মৃত্যু ও সুস্থতার হিসাব রাখা ওয়েবসাইট ওয়ার্ল্ডোমিটারস থেকে এ তথ্য পাওয়া যায়।

সর্বশেষ তথ্য অনুযায়ী, গত ২৪ ঘণ্টায় বিশ্বে করোনায় সবচেয়ে বেশি সংক্রমণের ঘটনা ঘটেছে দক্ষিণ কোরিয়ায়। এই সময়ের মধ্যে দেশটিতে নতুন করে রোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন ৪০ হাজার ৬৪ জন। এছাড়া যুক্তরাষ্ট্রে গত ২৪ ঘণ্টায় নতুন করে করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন ১৪ হাজার ৮ জন এবং মারা গেছেন ২১ জন। এদিকে করোনায় আক্রান্তের তালিকায় দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে ভারত। তবে ভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে মৃতের সংখ্যার তালিকায় দেশটির অবস্থান তৃতীয়। গত ২৪ ঘণ্টায় দেশটিতে নতুন করে করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন ২ হাজার ৭১৪ জন। এছাড়া করোনায় আক্রান্ত হয়ে গত ২৪ ঘণ্টায় ইরানে ১২ জন, দক্ষিণ আফ্রিকায় ৭ জন, নিউজিল্যান্ডে ২ জন, চিলিতে ৮ জন, পেরুতে ১৩ জন, স্লোভাকিয়ায় ১০ জন এবং ইন্দোনেশিয়ায় ১০ জন মারা গেছেন।

চিনার কর্পস কমান্ডার হিসেবে দায়িত্ব নিলেন লেফটেন্যান্ট জেনারেল অমরদীপ সিং আউজলা

নয়াদিল্লি, ৯ মে (হি.স.) : শ্রীনগর-ভিত্তিক চিনার কর্পসের নতুন কমান্ডার হিসাবে সোমবার দায়িত্ব গ্রহণ করলেন লেফটেন্যান্ট জেনারেল অমরদীপ সিং আউজলা। চিনার কর্পস হল সমগ্র কাশ্মীর উপত্যকায় সন্ত্রাসবিরোধী অভিযানের দেখাশোনা করে।

রাজপুতানা রাইফেলস রেজিমেন্টে কমিশনপ্রাপ্ত আউজলা ১৯৮৭ সালের ডিসেম্বরে বাহিনীতে যোগ দেন। আউজলা কাশ্মীর উপত্যকায় তিনটি মেয়াদে অপারেশনাল দায়িত্ব পালন করেছেন, যার মধ্যে রয়েছে কাশ্মীরে কোম্পানি কমান্ডার, মর্যাদাপূর্ণ ২৬৮ পদাতিক ব্রিগেড এবং উত্তর কাশ্মীরের নিয়ন্ত্রণ রেখা বরাবর ২৮ পদাতিক ডিভিশন। তিনি উধমপুর-ভিত্তিক উত্তর কমান্ড সদর দফতরে সন্ত্রাসবিরোধী অভিযানের দেখাশোনাকারী মেজর জেনারেল হিসেবেও কাজ করেছেন। আউজলা কমান্ডো উইং, ইনফ্যান্টি স্কুল বেলগাঁওয়ের একজন প্রশিক্ষকও ছিলেন।

রাশিয়া থেকে তেল আমদানি নিষিদ্ধ করার সিদ্ধান্ত জাপানের

টোকিও, ৯ মে (হি.স.) : রাশিয়ার তেল আমদানি নিষিদ্ধ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে জাপান। জাপানের প্রধানমন্ত্রী ফুমিও কিশিদা এক ভাষণে একথা জানান।কিশিদা জানান, ইউক্রেনে রাশিয়ার আগ্রাসন মোকাবেলায় টোকিও জি সেভেন জোটের সদস্য হিসেবে রাশিয়ান অপরিশোধিত তেল আমদানি বন্ধ করবে। রবিবার জি সেভেন নেতাদের সঙ্গে অনলাইন বৈঠকের পর তিনি এই ঘোষণা দেন। জাপান সরকারের প্রকাশিত একটি বিবৃতিতে প্রধানমন্ত্রী কিশিদা আরও বলেন, “জ্বালানি আমদানির উপর ব্যাপকভাবে নির্ভরশীল একটি দেশের জন্য এটি খুব কঠিন সিদ্ধান্ত। তবে বর্তমান সময়ে জি সেভেন জোটের ঐক্যবদ্ধ থাকাটা সবচেয়ে জরুরি।” জাপানের অপরিশোধিত তেল ও তরলীকৃত প্রাকৃতিক গ্যাস এর পঞ্চম বৃহত্তম সরবরাহকারী দেশ রাশিয়া। তবে ইউক্রেনে রাশিয়ার আক্রমণ ও এর পরিণতি থেকে বাঁচতে রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনের উপর চাপ সৃষ্টি করতে চাইছে পশ্চিমা জোট। তাই জি সেভেনভুক্ত দেশগুলো রাশিয়ার তেল আমদানি নিষিদ্ধ বা পর্যায়ক্রমে বন্ধ করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হয়েছে। রাশিয়ার উপর পশ্চিমা নিষেধাজ্ঞার সর্বশেষ প্রচেষ্টা এটি।

নিজের চিন্তা ও কর্মে লক্ষ-লক্ষ মানুষকে অনুপ্রাণিত করে চলেছেন রবি ঠাকুর : প্রধানমন্ত্রী

নয়াদিল্লি, ৯ মে (হি.স.): জন্মজয়ন্তীতে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ থাকুককে শ্রদ্ধা জানালেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। সোমবার সকালে টুইট-বার্তায় প্রধানমন্ত্রী জানিয়েছেন, নিজের চিন্তা ও কর্মে লক্ষ-লক্ষ মানুষকে অনুপ্রাণিত করে চলেছেন রবি ঠাকুর। একইসঙ্গে প্রধানমন্ত্রী জানিয়েছেন, রবি ঠাকুরের স্বপ্নপূরণে আমরা প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। সোমবার রবীন্দ্রনাথের ১৬২ তম জন্মদিবস।

এদিন সকালে টুইট করে প্রধানমন্ত্রী জানিয়েছেন, ’জন্মজয়ন্তীতে কবিগুরু রবি ঠাকুরকে প্রণাম। নিজের চিন্তা ও কর্মে লক্ষ-লক্ষ মানুষকে অনুপ্রাণিত করে চলেছেন তিনি। নিজেদের দেশ, সংস্কৃতি ও নীতি নিয়ে গর্বিত হতে শিখিয়েছেন তিনি। রবি ঠাকুর শিক্ষা ও সামাজিক ক্ষমতায়নের ওপর জোর দিয়েছেন। আমরা তাঁর স্বপ্নপূরণে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।’

কবিগুরুকে শ্রদ্ধা অমিত শাহর

নয়াদিল্লি, ৯ মে (হি. স.) : রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে তাঁর জন্মদিনে শ্রদ্ধা জানালেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। রবীন্দ্রনাথের ছবির সঙ্গে নিজের ছবি যুক্ত করে অমিতবাবু লিখেছেন, “কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ভারতীয় সংস্কৃতির এক উজ্জ্বল নক্ষত্র, যিনি তাঁর বিচারধারা দিয়ে সমগ্র বিশ্বকে ভারতীয় দর্শনের সঙ্গে পরিচয় করিয়েছেন।তাঁর সৃষ্টি বিরাট রচনা সম্ভার, সকল দেশবাসীর কাছে অমূল্য সম্পদ। এই প্রজ্ঞা দৃষ্টিসম্পন্ন মহামানবের জন্মজয়ন্তীতে সশ্রদ্ধ প্রণাম।“

পঞ্জাব সীমান্ত থেকে ফের মাদক পাচার রুখে দিল বিএসএফ, গুলি করে নামাল ড্রোন

অমৃতসর, ৯ মে (হি.স.): পঞ্জাব সীমান্ত থেকে মাদক পাচারের চেষ্টা ফের ব্যর্থ করে দিয়েছে সীমান্ত রক্ষী বাহিনী (বিএসএফ)। ৯টি প্যাকেটে প্রায় ১১ কেজি হেরোইন নিয়ে একটি ড্রোন পাকিস্তানের দিক থেকে ভারতে প্রবেশ করার সময় বিএসএফ সেই ড্রোনটি গুলি করে নামায়। সীমান্ত রক্ষী বাহিনীর পঞ্জাব ফ্রন্টিয়ার জানিয়েছে, সোমবার পঞ্জাবের অমৃতসর সেক্টরে পাকিস্তানি ড্রোনের আরও একটি মাদক পাচারের চেষ্টা ব্যর্থ করে দিয়েছে বিএসএফ। পাকিস্তানের দিক থেকে উড়ে আসা একটি ড্রোনকে গুলি করে নামান বিএসএফ জওয়ানরা। ওই ড্রোনে ৯টি প্যাকেটে মাদক ছিল। একটি ব্যাগের মধ্যে করে ৯টি প্যাকেট নিয়ে ভারতের দিকে উড়ে আসছিল ওই ড্রোনটি। ১০.৬৭০ কেজি হেরোইন উদ্ধার হয়েছে। ড্রোনটি খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

মাদক ব্যবসায়ীদের বিরুদ্ধে পুলিশকে বড় ধরনের অভিযান চালানোর নির্দেশ পঞ্জাব মুখ্যমন্ত্রীর

চণ্ডীগড়, ৯ মে (হি.স.) : মাদক ব্যবসার প্রতি জিরো টলারেন্স দেখিয়ে সোমবার পুলিশ বাহিনীকে মাদক ব্যবসায়ীদের বিরুদ্ধে একটি বড় ধরনের অভিযান চালানোর নির্দেশ এবং মাদকবিরোধী অভিযানে হস্তক্ষেপকারী কোনো রাজনৈতিক কর্মীর বিরুদ্ধে কড়া পদক্ষেপ নেওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন পঞ্জাবের মুখ্যমন্ত্রী ভগবন্ত মান।

এদিন মুখ্যমন্ত্রী তাঁর সরকারি বাসভবনে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে সমস্ত জেলার ঊর্ধতন পুলিশ আধিকারিকদের সঙ্গে স্পেশাল টাস্ক ফোর্সের (এসটিএফ) একটি উচ্চ-পর্যায়ের বৈঠকের সভাপতিত্ব করেন। মান দ্ব্যর্থহীনভাবে বলেন, মাদক মাফিয়ার সঙ্গে যোগসাজশ পাওয়া গেলে রাজনৈতিক ব্যক্তি বা কর্মকর্তাদের কোনো মূল্যে ছাড় দেওয়া হবে না। তিনি অবশ্য পুলিশ অফিসারদের পঞ্জাবকে মাদক মুক্ত রাজ্যে পরিণত করতে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি নিবদ্ধ করে কোনো রাজনৈতিক চাপ ছাড়াই স্বাধীনভাবে কাজ করতে বলেছেন।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ’আমার মনে হয়, কিছু পুলিশ অফিসার হয়তো আগে কিছু বাধ্যবাধকতার অধীনে কাজ করতেন, কিন্তু সব অফিসার একরকম নয়। তবে, কিছু মাদক ব্যবসায়ী অতীতে রাজনৈতিক পৃষ্ঠপোষকতা পেয়ে থাকতে পারে কিন্তু এখন তা হবে না। রাষ্ট্র থেকে মাদকের কলঙ্ক মুছে ফেলার জন্য আপনাদের সকলকে নির্ভয়ে কাজ করতে হবে।’

হরেকরকম হরেকরকম হরেকরকম

এই ৫ জনপ্রিয় ও সুস্বাদু খাবারের নামকরণ হয়েছে বিখ্যাত ব্যক্তিদের নামে !

কোনও খাবার সম্পর্কে প্রশ্ন করা হলে, কোনও কথাগুলি আগে মাথায় আসে? স্বাদ?রেসিপি?পরিবেশের ধরন?খাবার নিয়ে আলোচনা করা সময় প্রথমে কীভাবেন , তার মধ্যে খাবারের নামকরণ নিয়ে কোনও উতাহ তেমন দেখা যায় না। নাচোস খাওয়ার সময় কখনও ভেবেছেন, নাচোসের নাম কেন , কোথা থেকে হল? অথবা স্যান্ডউইচ কীভাবে এমন নাম পেল? প্রসঙ্গত, স্যান্ডউইচ, নাচোস, ম্যাগির মতো খাবারগুলি প্রকৃতপক্ষে বিখ্যাত ব্যক্তিদের নামে রাখা হয়েছে। নাচোস থেকে মারঘেরিতা পিতজা, এমন পাঁচ খাবারের নামকরণ কীভাবে হল, তা জেনে নিন

ম্যাগি--- বিশ্বাস করবেন কিনা জানা নেই, তবে আপনার পছন্দের ২ মিনিটের স্ন্যাক্স ম্যাগির নামকরণ হয়েছে এক বিখ্যাত ও জনপ্রিয় ব্যাক্তির নামে। অনেকেই বলে থাকেন, ম্যাগির আবিষ্কারকর্তা জুলিয়াস মাইকেল জোনাস ম্যাগির নামেই এই জনপ্রিয় স্ন্যাক্সের নাম হয়েছে। প্রসঙ্গত, বহু বছর আগে, তিনি স্যুপ ও সস একসঙ্গে প্যাকেজড প্রোডাক্ট হিসেবে বিক্রি করতেন।

স্যান্ডউইচ--- জন মন্টাগু নামে এক ব্যক্তির তৈরি করা এর পর থেকে নাম এসেছে স্যান্ডউইচের। জানা যায়, স্যান্ডউইচের নামকরণের পিছনে রয়েছে জন মন্টাগুর খাওয়ার ধরণ। কারণ তিনি দুটি পাউরুটির মধ্যে মাংসের টুকরো রেখে খেতে ভালবাসতেন। তার কারণ, তাস খেলার সময় মাংস মুখে তোলার সময় হাতে যাতে কোনও এঁটো না লাগে, তারজন্য পাউরুটির ভিতর মাংসের পুর দিয়ে দিতেন।

সিজার স্যালাদ- অনেকেরই এই স্যালাদ খুবই পছন্দের। তবে এই স্যালাদের এমন নামকরণের পিছনে রয়েছে একটি কারণ। মেক্সিকোর হোটেল সিজারে প্রথম এই সুস্বাদ ও স্বাস্থ্যকর স্যালাদ পরিবেশন করা হয়। তবে অনেকেই বলেন, সিজার কার্ডিনি ও কাছের বন্ধুদের মধ্যে এই উত্‍কৃষ্ট স্যালাদটি পরিবেশন করেছিলেন।

মারঘেরিয়া পিতজা--- এই পিতজার নামকরণ নিয়ে বহু তর্ক-বিতর্ক রয়েছে। অনেকেরই ধারণা, ইতালির রাণী মারঘারিতার নামেই এই সুস্বাদু ও জনপ্রিয় পিতজার নামকরণ হয়েছে। জানা যায়, নাপলেস তিন ধরনের পিতজা পরিবেশন করেছিলেন ইতালির রাণী। সেই তিন পিতজার ম্য একটিতে টমেটো, মোজারিলা চিজ দিয়ে অসাধারণ পিতজা বানিয়ে নজর কেড়েছিলেন।

নাচোস--- শেফ ইগলাতিসো আনায়ার ডাকনাম ছিল নাচোস। তাঁর এই ডাকনামের অনুকরণেই এই অসাধারণ স্বাদের খাবারের নাম হয় নাচোস। জানা যায়, এই শেফ আমেরিকার জওয়ানদের স্ত্রীদের জন্য ফ্রায়েড টরটিলা চিপসে সঙ্গে চিজ, জালাপেনস মিশিয়ে পরিবেশন করেছিলেন। তাই এই স্পেশাল ডিশের নাম হয়েছে তাঁর ডাকনাম দিয়ে।

টিকা নিলে মাথা ঘুরতে পারে ? কী ভাবে সামলাবেন

করোনার সঙ্গে লড়ার জন্য টিকাকরণ অত্যন্ত জরুরি। তবে যে কোনও প্রতিষেধকের মতোই কোভিডের প্রতিষেধক নেওয়ার পরও কিছু পার্শপ্রতিক্রিয়া হতে পারে। যেমন জ্বর, টিকা নেওয়ার জায়গায় ব্যথা, গায়ে ব্যথা, ক্লান্তি ইত্যাদি। এগুলোর কথা এখন অনেকেরই জানা। তবে বেশ কিছু অদ্ভুত নতুন পার্শপ্রতিক্রিয়ার কথাও ইদানীং শোনা যাচ্ছে। কেউ কেউ জানিয়েছেন তাঁদের টিকা নেওয়ার পর মাথা ঘুরছে, চোখ অন্ধকার হয়ে আসছে, এমনকি জ্ঞান হারানোর মতো পরিস্থিতিও তৈরি হচ্ছে।

শুধু ভারতে নয়, দুনিয়া জুড়ে এই ধরনের পার্শপ্রতিক্রিয়ার কথা শোনা গিয়েছে। জ্ঞান হারানোর অভিযোগ যথেষ্ট দুশ্চিন্তার। তবে সরাসরি প্রতিষেধকের সঙ্গে এর কোনও সম্পর্ক আছে কিনা, তা নিয়ে এখনও গবেষণা চলছে। অনেক চিকিতসকের মতে টিকাকরণ নিয়ে কিছু মানুষের মনে যথেষ্ট ভয় এবং উদ্বেগ তৈরি হয়। তাতেই তাঁদের হাত ঘেমে যাওয়া, মাথা ঘোরার মতো উপসর্গ দেখা দিতে পারে। অনেক ক্ষেত্রে সেটা খুব মারাত্মক হয়ে গেলে রক্তচাপ হঠাত কমে গিয়ে তিনি জ্ঞানও হারাতে পারেন।

সাধারণত কোভিড-টিকার উপসর্গগুলি টিকা নেওয়ার কয়েক ঘণ্টা পর থেকে শুরু হয়। এবং তার রেশ ২-৩ দিন পর্যন্ত থাকতে পারে। তবে যাঁরা জ্ঞান হারানোর ঘটনার উল্লেখ করেছেন, দেখা গিয়েছে, টিকা নেওয়ার আধ ঘণ্টার মধ্যেই তা ঘটেছে। সেই কারণেই চিকিতসকেরা মনে করছেন, সরাসরি টিকার সঙ্গে এর কোনও সম্পর্ক না-ও থাকতে পারে। আমেরিকার সিডিসি''র এক সমীক্ষায় জানা গিয়েছে, যাঁরা কোভিড-টিকা নেওয়ার পর জ্ঞান হারিয়েছেন, তাঁদের অতীতে অন্য টিকা নেওয়ার পরও এমন প্রবণতা দেখা গিয়েছে। যাঁদের টিকাকরণ নিয়ে মনে আশঙ্কা থাকে বা যাঁদের অ্যাংজাইটি রয়েছে, তাঁদের এই ধরনের সমস্যা হওয়ার সম্ভাবনা বেশি।

মাথা ঘোরা বা জ্ঞান হারানোর মতো উপসর্গ নিয়ে খুব বেশি দুশ্চিন্তা করতে মানা করছেন চিকিতসকেরা। বেশির ভাগ ক্ষেত্রে জ্ঞান এমনিই ফিরে আসে। এবং অন্য কোনও শারীরিক সমস্যাও দেখা যায় না। তবে একবার নিজের চিকিতসকের পরামর্শ নিয়ে সেটা যাচাই করে নেওয়াই ভাল। টিকা নিতে যাওয়ার সময় সঙ্গে জলের বোতল রাখুন। টিকা নেওয়া হয়ে গেলে আধ ঘণ্টা বসে বিশ্রাম নিয়ে নিন। খুব তাড়াহুড়ো করবেন না।

দ্রুত ফুরিয়ে যাচ্ছে রান্নার গ্যাস ? মেনে চলুন নিয়মগুলো

করোনা পরিস্থিতিতে অনেকেরই রোজগার বন্ধ। জমানো টাকা দিয়েই চলছে সংসারের যাবতীয় খরচ। রোজকার জিনিসপত্রের দাম কমার কোনো নাম গন্ধ নেই, ক্রমেই বাড়ছে পেট্রো পণ্যের দাম, যার ফলে নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসের দাম ঊর্ধমুখী। এই পরিস্থিতি ক্রমশ বেড়েই চলেছে রান্নার গ্যাসের দাম। একে নেই আয়, তার মধ্যে যদি খরচ বেড়ে যায় তবে তো বিস্তর সমস্যা। আর বেশীরভাগ মানুষই যেহুতু এখন গৃহবন্দী, তাই ঘন ঘন চায়ের কাপে চুমুক অথবা নিজের রসনা তৃপ্তির বিলাসিতার বসে বিভিন্ন রান্নাবান্না, এতে আর গ্যাসের দোষ কোথায়? সে তো খরচ হবেই। এমন কোনো উপায় আছে কি যাতে গ্যাস বাঁচানো যায়? এই প্রশ্ন যখনই আপনার মাথায় ঘুরছে তখনই সমস্যার সমাধান নিয়ে এলো কলকাতা ২৪অ৭। গ্যাস বাঁচানোর বেশ কিছু টিপস দেখে নিন।

১. রান্না করার সময় রান্নার সরঞ্জাম সব হাতের সামনে নিয়ে রান্না করতে বসুন। এর ফলে রান্না করার সময় কোনো সরঞ্জামের জন্য আপনাকে এদিক ওদিক ঘোরাঘুরি করতে হবে না। এতে আপনার সময়ও বাঁচবে আর বাঁচবে গ্যাসও।

২. সাধারনত বেশিরভাগ বাড়িতেই রোজকার রান্না বান্না কড়াইতে হয়। কড়াইতে রান্না সেদ্ধ হতে সময় লাগে, তাই গ্যাস খরচ ও বেশি হয়। যে রান্না গুলো কড়াইতে না করে প্রেসার কুকারে করা সম্ভব সেই রান্না গুলো প্রেসার কুকারে করে নেওয়াই ভালো। এতে সময় ও গ্যাস দুই সাশ্রয় হবে। আর একান্তই যদি কড়াইতে রান্না করতে হয়, তবে কড়াইতে ঢাকা দিয়ে রান্না করুন।

৩. মাংস রান্না করার সময় অবশ্যই প্রেসার কুকার ব্যবহার করুন। কারণ মাংস সেদ্ধ হতে সময় লাগে, গ্যাস খরচ বেশী হয়। তাই প্রেসার কুকারে মাংস সেদ্ধ করে নিয়ে রান্না করুন।

৪. এখন সব উপকরণ আমরা ফ্রিজে রাখি। এবং রান্না করার সময় সেই গুলো সরাসরি কাজে লাগাই। ঠান্ডা হয়ে থাকার ফলে এই গুলো রান্না হতে সময় বেশি লাগে। গ্যাস খরচ বেশি হয়। তাই রান্না করার কমপক্ষে ২ থেকে ৩ ঘণ্টা আগে রান্নার জন্য যাবতীয় জিনিস ফ্রিজ থেকে বের করে রেখে দিন।

৫. ঘন ঘন চা খাওয়ার অভ্যেস আছে যাদের তার একটি ইলেকট্রিক কেটল কিনে নিতে পারেন। বৈদ্যুতিক এই কেটলিতে নিমেষে চা তৈরি হয়ে যাবে। আলাদা করে গ্যাস চা করার প্রয়োজন হবে না। এতে আপনার গ্যাসের সাশ্রয় হবে।

এছাড়া গ্যাস বাঁচানোর জন্য নিয়মিত গ্যাসের ওভেন পরিষ্কার রাখুন। গ্যাসে থেকে হলুদ শিখা বেরোলে বুঝতে হবে এবার গ্যাস পরিষ্কার করা প্রয়োজন। গ্যাস লিক হচ্ছে কিনা সেই দিকেও নজর দিন। নিয়মিত গ্যাস সার্ভিসিং করান। এতে গ্যাস বাঁচবে।

লাল-নীল-গেরুয়া...! ''রঙ'' ছাড়া সংবাদ খুঁজে পাওয়া কঠিন। কোন খবরটা ''খাচ্ছে''? সেটাই কি শেষ কথা? নাকি আসল সত্যিটার নাম ''সংবাদ''! ''ব্রেকিং'' আর প্রাইম টাইমের পিছনে দৌড়তে গিয়ে দেওয়ালে পিঠ ঠেকেছে সত্যিকারের সাংবাদিকতার। অর্থ আর চোখ রাঙানিতে হাত বাঁধা সাংবাদিকদের। কিন্তু, গণতন্ত্রের চতুর্থ স্তম্ভে ''রঙ'' লাগানোয় বিশ্বাসী নই আমরা। আর মৃত্যুশয্যা থেকে ফিরিয়ে আনতে পারেন আপনারাই। সোশ্যালের ওয়াল জুড়ে বিনামূল্যে পাওয়া খবরে ''ফেক'' তকমা জুড়ে যাচ্ছে না তো? আসলে পৃথিবীতে কোনও কিছুই ''ফ্রি'' নয়। তাই, আপনার দেওয়া একটি টাকাও অক্সিজেন জোগাতে পারে। স্বতন্ত্র সাংবাদিকতার স্বার্থে আপনার স্বল্প অনুদানও মূল্যবান। পাশে থাকুন।

গরমে অতিরিক্ত ঘাম হচ্ছে? কী করে বাঁচবেন লজ্জাজনক পরিস্থিতি থেকে?

আপনি কি বড্ড বেশি ঘামেন? কখনও বেজায় গরম, কখনও বৃষ্টি। ভ্যাপসা আবহাওয়ায় ঘাম হচ্ছে আরও বেশি? নিজেরই বিরক্ত লেগে যাচ্ছে? চিন্তা করবেন না। ঘাম নিয়ন্ত্রণ করারও উপায় রয়েছে। তবে মনে রাখবেন, ঘাম হওয়া ভাল। বিশেষ করে তাপমাত্রা বাড়লে। তবে খুব বেশি ঘামলে সেটা অস্বস্তিকর হতেই পারে। কী করে নিয়ন্ত্রণ করবেন, জেনে নিন।

ডিওড্র্যান্ট

আপনার পছন্দের সুগন্ধি কয়েক দিনের জন্য তুলে রাখুন। ব্যবহার করুন ডিওড্র্যান্ট। অনেকের শরীরে কিছু কিছু ডিওড্র্যান্ট সহ্য হয় না। ত্বক জ্বালা করে। তাই পরখ করে নিয়ে তবেই কিনবেন। যদিও এখন সকলে অনলাইনেই যাবতীয় জিনিস কিনতে বাধ্য হচ্ছেন। সে ক্ষেত্রে নতুন কোনও ডিও নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা না করে, যাতে আপনি অভ্যস্ত, তাই ব্যবহার করুন। রোল-অন ডিও কিনতে পারেন। এগুলো দারুণ কাজ করে।

ট্যালকম পাউডার ঘাম নিয়মন্ত্রণ করার সহজ উপায় ট্যালকম পাউডার লাগানো। এবং পকেটেও খুব বেশি টান পড়ে না। স্নান করে উঠে গায়ে লাগাতে পারেন। এতে ঘামের দুর্গন্ধ কমে হবে।

শাওয়ার জেল প্যারাবেন বা অন্য কোনও ক্ষতিকর রসায়ন নেই, এমন শাওয়ার জেল ব্যবহার করুন। সাধারণ সাবানের তুলনায় এর সুগন্ধ আরও বেশি সময় গায়ে থাকে। শরীরে ঘামও তুলনামূলক ভাবে কম হয়।

ডায়েট কী খাচ্ছেন সেটা খেয়াল রাখাও প্রয়োজন। অনেক ধরনের খাবার হজম হতে দেরি হয় এবং শরীরের তাপমাত্রা বাড়িয়ে দেয়। তাই স্যালাড বা হালকা খাবারই এই সময় খাওয়া ভাল। ঘামের দুর্গন্ধ অনেক সময় আমাদের খাবার থেকেই হয়। ক্যাফিনও হাত-পা ঘামিয়ে দেয়। তাই অতিরিক্ত ঘামের সমস্যা থেকে মুক্তি চাইলে বেশি কফি না খাওয়াই ভাল।

হালকা সুতির পোশাক এই সময়ে হালকা সুতির পোশাকের বিকল্প হয় না। সুতি, লিনেন, মলমলের মতো হালকা কাপড়ের পোশাক পরুন যাতে শরীরের সহজেই হাওয়া-বাতাস খেলতে পারে এবং ঘাম কম হয়। গায়ের সঙ্গে আঁটা পোশাক একদম চলবে না।

কোভিড থেকে সেরে ওঠার পরেও নষ্ট হতে পারে চোখ,

কোভিডের কারণে পরবর্তী কালে নানা ধরনের সমস্যার কথা জানান বহু রোগীই। কিন্তু কোভিড সংক্রমণের ফলে কি দৃষ্টিশক্তি চলে যেতে পারে? একেবারে চলে না গেলেও কিছুটা ক্ষতি হতে পারে কি? হালের পরিসংখ্যান থেকে উঠে এসেছে এমনই তথ্য।

কোভিডের ফলে হৃদযন্ত্রের ক্ষতি থেকে শ্রবণশক্তি হ্রাস অনেক সমস্যার কথাই একের পর এক উঠে এসেছে। কিন্তু দৃষ্টিশক্তি নষ্ট হওয়ার কথা এখনও পর্যন্ত খুব বেশি শোনা যায়নি। কিন্তু হালে বানুলি বাজপেয়ী নামে দিল্লির এক চিকিতসক এমনই জানিয়েছেন সংবাদমাধ্যমকে। পরিসংখ্যান-সহ তিনি জানিয়েছেন, দিল্লি বা তার আশপাশের এলাকায় এমন বহু বয়স্ক কোভিড আক্রান্ত রয়েছেন, যাঁদের দৃষ্টিশক্তি কমে গিয়েছে সংক্রমণের ফলে। পরে সংক্রমণ সেরে গেলেও সেই হারিয়ে যাওয়া দৃষ্টিশক্তি আর ফিরে আসেনি। কোভিডের কারণে স্নায়ুর ক্ষতি হতে পারে। তার ফলে যে কোনও ইন্দ্রিয়েরই কিছুটা ক্ষতি হওয়ার আশঙ্কা থাকে। চোখের ক্ষেত্রে সেই আশঙ্কা কিছুটা কম হলেও একেবারে অসম্ভব নয়। পাশাপাশি মিউকরমাইকোসিসের মতো ছত্রাকের সংক্রমণের ফলেও দৃষ্টিশক্তি হ্রাস পেতে পারে বলে জানিয়েছেন ওই চিকিতসক। তবে এই দাবির কতটা ঠিক, তা নিয়ে এখনও সন্দেহ রয়েছে। ভবিষ্যতে আরও বেশি সংখ্যায় রোগীর মধ্যে এমন সমস্যা দেখা গেলে তা নিয়ে চিকিতসাবিজ্ঞান কোনও সিদ্ধান্তে পৌঁছতে পারবে এমনই বলছেন অন্য চিকিতসকেরা।

দুর্গন্ধ এড়াতে মাউথওয়াশ ব্যবহার করছেন ? ক্যানসারের ডেকে আনছেন না তো

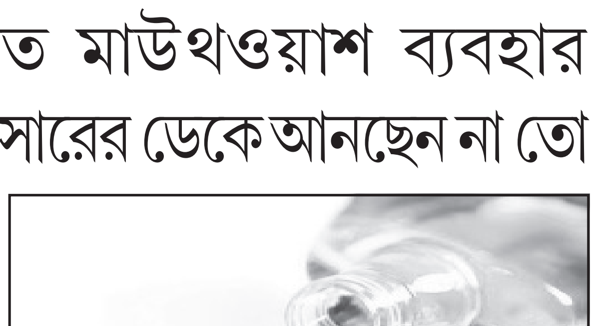

মুখে দুর্গন্ধের অন্যতম কারণ জীবাণু। তাই দুর্গন্ধ তাড়াতে অনেকেই নিয়মিত মাউথওয়াশ ব্যবহার করেন। অনেকেরই এটা রোজকার অভ্যাস। কিন্তু এর ফলে ঘটে যেতে পারে বড় বিপদ। এমনই দাবি গবেষণায়।

হালে ''থেরাপিউটিক অ্যাডভানসেস ইন ড্রাগ সেফটি'' নামক চিকিতসাবিজ্ঞানের জার্নালে মাউথওয়াশ নিয়ে একটি গবেষণাপত্র প্রকাশিত হয়েছে। সেখানে বলা হয়েছে রোজ এই তরলটি ব্যবহার করলে শরীরের বড় ক্ষতি হয়ে যেতে পারে।

কেন এমন হয়? মাউথওয়াশে মেথানল, অ্যালকোহল, ইউক্যালিপটলের মতো অ্যান্টিসেপটিকের পাশাপাশি ক্লোরেক্সিডাইন গ্লুকোনেট নামক রাসায়নিক থাকে। এটিই যত নষ্টের গোড়া। এমনই বলছেন চিকিতসকেরা। এটির ফলে মুখের ভিতর ক্ষত তৈরি হয়। যা ক্রমশ স্বাদ নেওয়ার ক্ষমতা কমিয়ে দিতে থাকে। কিন্তু এখানেই শেষ নয়। রোজ মাউথওয়াশ ব্যবহারের ফলে সমস্যা এর চেয়েও বাড়তে পারে। করোনাকালে মুখের জীবাণু তাড়াতে বেড়েছে এই তরলটির ব্যবহার। কিন্তু আমেরিকান ডেন্টাল অ্যাসোসিয়েশন বলছে, এটির কারণে মুখের ক্যানসার পর্যন্ত হতে পারে। ক্লোরেক্সিডাইন গ্লুকোনেটের কারণে মুখের ভিতর তৈরি হওয়া ক্ষতগুলি পরবর্তীতে ক্যানসারে পর্যবসিত হতে পারে। এই সব কারণে শিশুদের মাউথওয়াশ ব্যবহার করতে বারণ করছেন বহু চিকিতসক।

তা হলে কি মাউথওয়াশ একেবারেই বাতিল? তা নয়। চিকিতসকের পরামর্শ নিয়ে প্রয়োজন মতো ব্যবহার করা যেতে পারে এটি। কিন্তু টানা দীর্ঘ দিন ধরে নয়। সে ক্ষেত্রে লাভের চেয়ে ক্ষতিই হবে বেশি।

বিশেষ নিবেদন

এই প্রবন্ধে প্রকাশিত বিভিন্ন লেখার বক্তব্য, পরামর্শ ও ব্যবস্থাপত্রের কোনওটারই দায়িত্ব সংশ্লিষ্ট লেখকের অথবা প্রকাশকের নয়। চিকিৎসা করান নিজের মত অনুযায়ী। সংশ্লিষ্ট বিষয়ের উপযুক্ত বিশেষজ্ঞদের মতামত অতি অবশ্যই গ্রহণ করুন।

সকালে এই পাঁচটা খাবার ভুলেও খাবেন না !

বেশির ভাগ সময়ই বাড়িতে বন্দি, তাই ওজন ঠিক রাখাটাই মুশকিলের বিষয় হয়ে পড়ছে। বাড়িতে যেটুকু শরীরচর্চা করা যায়, সেটাও করছেন। আবার সকালে প্রাতরাশে রাখছেন স্বাস্থ্যকর খাবার। কিন্তু তাতেও ওজন বশে আসছেই না! তাহলে সরষের মধ্যেই ভূত লুকিয়ে নেই তো! সকালে খালি পেটে যে সব খাবার খাচ্ছেন, সেগুলোই ওজন বাড়াচ্ছে না তো? হতেই পারে। তাই যদি ওজন নিয়ন্ত্রণে রাখতে চান, এই ৫টা জিনিস বাদ দিন আপনার সকালের খাদ্যতালিকা থেকে। দেখুন তো না জেনেই আপনি এইসব খাবার খেয়ে ফেলছেন কি না! সাইট্রা-জাতীয় ফল সকালে খাবার টেবিলে ফল খাওয়ার অভ্যেস আছে অনেকেরই। কিন্তু এই সাইট্রাস-জাতীয় ফল খেলে পেটও ভার হয়ে যায়। তাই সকালের খাদ্যতালিকায় আপেল, কমলালেবু, আঙুর, রাঙা আলু রাখবেন না। ভাজাভুজি একই রকম জলখাবার খেতে খেতে মুখের স্বাদ বদলাতে ইচ্ছে করে ঠিকই। কিন্তু তার জন্য ভাজাভুজি খাবেন না যেন! এতে বাড়বে বদহজমের সমস্যাও। ঠান্ডা জল সকালে ঘুম থেকে উঠেই ঠান্ডা জল খেয়ে নিচ্ছেন? হজমের সমস্যা থেকে আটকায় কে! দিন শুরু করুন হালকা গরম জল দিয়ে। গরম জলে আদা আর লেবু মিশিয়ে খান। ওজন তো কমবেই, সেই সঙ্গে হজমের গোলমালও হবে না। কলা কলা পুষ্টিকর খাবার। কিন্তু সকালের খাবারের তালিকায় কলা রাখবেন না। ম্যাগনেশিয়াম ও পটাশিয়ামে ভরপুর এই ফল সকালে খেলে শরীরের রক্তের ভারসাম্যে প্রভাব ফেলতে পারে। স্যান্ডউইচ সকালে চটজলদি প্রাতরাশ হিসেবে স্যান্ডউইচ বেশ পছন্দের খাবার। কিন্তু মাখন ও ফ্যাটের যে পরিমাণ থাকে এই খাবারে, তা শরীরের ওজন বাড়াতে পারে। তাই সকালের খাবারের তালিকা থেকে স্যান্ডউইচ একেবারেই বাদ দেওয়া ভাল!

মানকাচরের ভারত-বাংলা সীমান্ত পরিদর্শন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের

মানকাচর (অসম), ৯ মে (হি.স.) : পূর্বনির্ধারিত কার্যসূচি অনুযায়ী আজ সোমবার রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব শর্মা সহ কয়েকজন মন্ত্রী ও শীর্ষ আধিকারিকদের সঙ্গে নিয়ে নিম্ন অসমের মানকাচরে ভারত-বাংলাদেশ সীমান্ত এলাকা পরিদর্শন করেছেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। গুয়াহাটি থেকে হেলিকপ্টারে মানকাচরের অসম-মেঘালয় সীমান্তবর্তী কামাখ্যাবাড়ি হেলিপ্যাডে বেলা ১১টা নাগাদ অবতরণ করেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী।

এখানে অবতরণ করে সোজা মা-কামাখ্যা মন্দিরে যান তিনি। দেবী কামাখ্যার পুজো করে ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তবর্তী সাহাপাড়ায় সীমান্ত সুরক্ষা চৌকির পাশে কালো নদী সেতুর ওপর দিয়ে যান জি-১ টাওয়ার পরিদর্শনে। এর পর ভারত-বাংলাদেশ সীমান্ত পরিদর্শন করে বিএসএফ অফিসারদের সঙ্গে কথা বলে পরিস্থিতির খোঁজখবর নেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী।

বেলা ১২ নাগাদ কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ এখান থেকে চলে যান অসম-মেঘালয় সীমান্তে মেঘালয়ের ভূখণ্ডে অবস্থিত মানকাচর বিএসএফ ক্যাম্পে। সেখানে বিএসএফ-এর শীর্ষ আধিকারিকদের সঙ্গে মতবিনিময় করেন। বিএসএফ ক্যাম্পে মধ্যাহ্ন ভোজন করে হেলিকপ্টারে চলে যান তামুলপুরে। তামুলপুর জেলার ভুটান সীমান্তবর্তী নাগ্রিজুলি পুলিশ ফাঁড়ির অন্তর্গত কালচেনিতে উত্তর-পূর্বাঞ্চলের মধ্যে বিএসএফ-এর যে সর্ববৃহৎ অস্ত্রভাণ্ডার নির্মাণের প্রস্তুতি চলছে, তার ভূমিপূজন ও শিলান্যাস করবেন।স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের সঙ্গে রয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব শর্মা, অসামরিক সরবরাহ দফতরের মন্ত্রী রঞ্জিতকুমার দাস সহ কয়েকজন মন্ত্রী-বিধায়ক এবং রাজ্যের সাধারণ ও পুলিশ প্রশাসনিক এবং বিএসএফ-এর শীর্ষ আধিকারিকগণ।

সপ্তাহের প্রথম দিনেই শেয়ার বাজারে ধস, পড়ল সূচক

মুম্বই, ৯ মে (হি. স.) : শেয়ার বাজারে ফের ধস। সোমবার সপ্তাহের প্রথম দিনেই সূচক এক ধাক্কায় ৭০০ পয়েন্টের ওপরে পড়ে যায়। সূচক পড়ে নিফটিরও। নিফটির সূচক ৫০ পয়েন্ট পড়ে যায়। সকালে মুম্বই শেয়ার বাজারের সূচক দাঁড়িয়ে রয়েছে ৫৪,৪৪২.৩৬ পয়েন্টে। পতন হয়েছে ৭৩৬.০৭ পয়েন্ট। আর নিফটির সূচক ২১৮ পয়েন্ট পড়ে দাড়িয়েছে ১৬, ২৯৬.৩০ পয়েন্টে। নিফটি ব্যাঙ্কের শেয়ার ৩৬৫.৫৫ পয়েন্ট ৫০টি সংস্থার শেয়ারের দাম এতটাই কমে গিয়েছে, যা দেখে বিনিয়োগকারীদের কপালে চিন্তার ভাজ। টেক মাহিন্দ্রা, রিলায়্যান্স ইন্ডাস্ট্রিজ, ইন্ডাসইন্ড ব্যাঙ্কের শেয়ারের দাম বাজার খোলার সঙ্গে সঙ্গে পড়তে শুরু করে। ফোরেক্স রিজার্ভের ক্ষেত্রেও ঘটেছে ভয়াবহ পতন। এক ধাক্কায় ছ শো বিলিয়ন ডলার পড়ে গিয়েছে।

তাইওয়ানে ৬.৩ তীব্রতার ভূমিকম্প

তাইপেই, ৯ মে (হি.স.): জোরালো তীব্রতার ভূমিকম্পে কেঁপে উঠল পূর্বাঞ্চলীয় তাইওয়ানের উপকূল। সোমবার দুপুর ২.৩০ মিনিটের (স্থানীয় সময়) ঠিক আগে ভূমিকম্প অনুভূত হয়। রিখটার স্কেলে ভূমিকম্পের তীব্রতা ছিল ৬.৩। ভূমিকম্পের তীব্রতায় তাইওয়ানের রাজধানী তাইপেই-তে বহুতল কেঁপে ওঠে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের জিওলজিক্যাল সার্ভে জানিয়েছে, ২৭ কিলোমিটার (১৭ মাইল) গভীরতায়, ওকিনাওয়ার ইয়োনাকুনি দ্বীপের প্রায় ৭০ কিলোমিটার দক্ষিণ-পশ্চিমে, তাইওয়ান থেকে খুব বেশি দূরে নয়, ভূমিকম্প অনুভূত হয়।

জোরালো তীব্রতার ভূকম্পন সত্ত্বেও ক্ষয়ক্ষতির কোনও খবর পাওয়া যায়নি। নিউ তাইপেই সিটির মেয়র হাউ ইউ-ই ফেসবুকে পোস্ট করেছেন, 'আশা করছি সবাই সুস্থ আছেন।....আফটারশক অনুভূত হতে পারে, সবাই সাবধান ও সতর্ক থাকুন।' তাইওয়ানে অনুভূত হওয়া ভূমিকম্প টের পাওয়া যায় জাপানেও। জাপানেও তীব্রতা যথেষ্ট ছিল।

গত ২৪ ঘন্টায় দক্ষিণ কোরিয়ায় নতুন করে করোনায় সংক্রমিত ২০,০০০ জন

সিওল, ৯ মে (হি. স.): দক্ষিণ কোরিয়া করোনা ভাইরাসের সংক্রমণ ক্রমশ উর্ধমুখী। গত ২৪ ঘন্টায় নতুন করে আক্রান্ত হয়েছে ২০,০০০ জন। এই নিয়ে মোট আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে দাড়িয়েছে ১.৭ কোটি। স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের রির্পোটি অনুসারে, নতুন করে করোনা আক্রান্তদের মধ্যে ১৯ জন বিদেশি নাগরিক। করোনায় আক্রান্ত বিদেশীদের মোট সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৩২,১৮২ জন। গত ২৪ ঘন্টায় করোনায় মৃত্যু হয়েছে ৪০ জনের। মোট মৃতের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ২৩,৪০০ জন। প্রসঙ্গত, দেশটির মোট জনসংখ্যার ৮৬.৬ শতাংশই প্রতিষেধকের দু'টি ডোজ পেয়েছেন। এমনকি বুস্টারও পেয়েছেন ৬৩.২। তা সত্ত্বেও সংক্রমণ পরিস্থিতি এই গুরুতর দিকে মোড় নেওয়ায় চিন্তার ভাঁজ পড়েছে বিশেষজ্ঞদের কপালে। হিন্দুস্থান সমাচার / সোনালি

দক্ষিণ দিল্লিতে বিল্ডিং ভাঙার বিরুদ্ধে সিপিএমের আবেদন গ্রহণ করতে অস্বীকার শীর্ষ আদালতের

নয়াদিল্লি, ৯ মে (হি.স.) : সুপ্রিম কোর্ট সোমবার শাহিনবাগ এলাকা সহ দক্ষিণ দিল্লিতে বিল্ডিং ভাঙার বিরুদ্ধে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি (মার্কসবাদী) আবেদন গ্রহণ করতে অস্বীকার করেছে। উচ্ছেদ-কাণ্ডে হস্তক্ষেপে রাজি নয় সুপ্রিম কোর্ট। শীর্ষ আদালত জানাল, ভুক্তভোগীদের কোনও পক্ষই আদালতে কোনও আবেদন করেনি। একটি রাজনৈতিক দলের তরফে সুপ্রিম কোর্টে আবেদন করা হয়েছে। সুপ্রিম কোর্ট আবেদনকারীদের উদ্দেশে বলে, দয়া করে আদালতকে এসবের মঞ্চ করে তুলবেন না। আদালতের এই পর্যবেক্ষণের পরই সিপিএম আবেদন প্রত্যাহার করে নেয়। শীর্ষ আদালতও আবেদনটি খারিজ করে দিয়েছে। সুপ্রিম কোর্ট বলেছে, তারা প্রয়োজন মনে করলে হাইকোর্টে যেতে পারে। আবেদনকারীর পক্ষে উপস্থিত হয়ে আইনজীবী পিভি সুরেন্দ্রনাথ শীর্ষ আদালতকে বোঝানোর চেষ্টা করে বলেন, এটি জনস্বার্থে, দলের স্বার্থে নয়। তবে আদালত বলেছে, আদালত কোনও রাজনৈতিক দলের নির্দেশে এই বিষয়ে হস্তক্ষেপ করতে পারে না কারণ এটি সেই প্ল্যাটফর্ম নয়। সলিসিটর জেনারেল তুষার মেহতা বলেন, এখানে তথ্যগুলিকে ভুলভাবে উপস্থাপন করা হচ্ছে কারণ এটি এমন একটি প্রক্রিয়া যা নোটিশ দেওয়ার পরে এর কাজ করা শুরু হয়েছে।

তাজিন্দর বগ্গা দিল্লির বাইরে, আজ বিবৃতি রেকর্ড করা গেল না আদালতে

নয়াদিল্লি, ৯ মে (হি.স.) : বিজেপি নেতা তাজিন্দর পাল সিং বাগ্গা দিল্লিতে উপস্থিত না থাকায় সোমবার আদালতে তাঁর বক্তব্য রেকর্ড করা যায়নি। দিল্লি পুলিশ জানিয়েছে, তিনি শহরে ফিরে আসার পরে তার বক্তব্য রেকর্ড করার জন্য একটি আবেদন পাঠাবে।

বাগ্গার পক্ষে আইনজীবীরা এদিন মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট নীতিকা কাপুরের সামনে হাজির হয়ে আবেদন জমা দিয়েছেন। বাগ্গা এবং তার বাবার দুটি মোবাইল ফোন ফেরত পাওয়ার জন্য একটি আবেদন করেন। ওই মোবাইলগুলো শুক্রবার সকালে অজ্ঞাত ব্যক্তিরা ছিনিয়ে নিয়েছিল বলে অভিযোগ।

আইনজীবী সংকেত গুপ্তা এবং ওয়াইপি সিং আরও আবেদন করেছেন, তারা এমন আশঙ্কার মধ্যে ছিলেন যে এই ধরনের ঘটনা আবার ঘটতে পারে, তাই আদালত দিল্লি পুলিশকে বাগ্গা এবং তার পরিবারকে নিরাপত্তা দেওয়ার নির্দেশ দিতে পারে। আদালত বাগ্গার কেঁসুলিদের এবিষয়ে যথাযথ আবেদন করতে বলেছে। আইনজীবীদ্বয় বলেন, পঞ্জাবে নথিভুক্ত এফআইআর বাতিল করার জন্য একটি আবেদন মুলতুবি রয়েছে এবং তা মঙ্গলবার শুনানি হবে।

বিপিএসসি পেপার ফাঁসকে "দুর্ভাগ্যজনক", দোষীদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়ার আশ্বাস সুশীল মোদীর

নয়াদিল্লি, ৯ মে (হি.স.) : বিহার পাবলিক সার্ভিস কমিশনের পেপার ফাঁসকে একটি 'দুর্ভাগ্যজনক' ঘটনা বলে অভিহিত করে সোমবার বিহারের প্রাক্তন উপ-মুখ্যমন্ত্রী তথা রাজ্যসভার সাংসদ সুশীল মোদি দোষীদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়ার আশ্বাস দিয়েছেন।

বিহার পাবলিক সার্ভিস কমিশনের ৬৭ তম কমবাইন্ড (প্রিলি) প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষা রবিবার প্রশ্নপত্র ফাঁসের কারণে স্থগিত করা হয়। এরপর এই ঘটনার তদন্তটি ইকোনমিক ওফেন্স ইউনিটে (ইইউ) স্থানান্তর করা হয়েছে। তিনি বলেন, 'যা হয়েছে তা দুর্ভাগ্যজনক কারণ লক্ষ লক্ষ শিক্ষার্থী এই পরীক্ষায় উপস্থিত হয়েছিলেন। পরীক্ষা বাতিল হওয়ায় তাদের আবার উপস্থিত হতে হবে। কীভাবে পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁস হয়েছিল তা নিয়ে সরকার তদন্তের নির্দেশ দিয়েছে এবং অবশ্যই কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে। দোষীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে।'তিনি আরও বলেছিলেন যে ভবিষ্যতে এই ধরনের ঘটনার পুনরাবৃত্তি এড়াতে বিপিএসসিকে সতর্ক থাকতে হবে।

বিধানসভায় খলিস্তানি পতাকা, হিমাচল রাজ্যের সীমান্ত সিল

সিমলা, ৯ মে (হি.স.) : হিমাচলের বিধানসভার গেটে খলিস্তানি পতাকা টাঙানোর ঘটনায় এবার হিমাচল রাজ্যের সীমান্ত সিল করার পাশাপাশি হাই অ্যালার্ট জারি করল হিমাচল সরকার। হিমাচলের রাজ্য সীমান্ত রবিবার রাত থেকে হিমাচল পুলিশ সিল করে দিয়েছে এবং প্রতিটি দর্শনার্থীর জন্য কঠোর চেকিং করা হচ্ছে। হিমাচল পুলিশের তরফে জানানো হয়েছে, কোনও সন্দেহ বা আপত্তিজনক উপাদান নিয়ে হিমাচল সীমান্তে ঢুকতে না পারে সেজন্য সীমান্তে নিরাপত্তা বাড়ানো হয়েছে।

এই ঘটনার পর হিমাচল প্রদেশ পুলিশ একটি এসআইটি গঠন করেছে। পুলিশ রাজ্যে জায়গায় জায়গায় ঘুরে বেড়াচ্ছে যাতে কোনও সন্দেহজনক কার্যকলাপ অবিলম্বে সনাক্ত করা যায়। এছাড়া হোটেলগুলোতেও নজরদারি করা হচ্ছে।

এদিকে মুখ্যমন্ত্রী জয়রাম ঠাকুর খলিস্তানি পতাকা টাঙানোর ঘটনায় জড়িতদের বিরুদ্ধে কড়া ব্যবস্থা নেওয়ার হুঁশিয়ারি দিয়েছিলেন। ওই ঘটনায় নিষিদ্ধ একটি শিখ সংগঠনের হাত রয়েছে বলে জানিয়েছে পুলিশ। শিখ ফর জাস্টিস নামে ওই সংগঠনের নেতা গুরপতওয়ান্ত সিং পান্নুনের বিরুদ্ধে তাই বেআইনি কার্যকলাপ প্রতিরোধ আইনে মামলা দায়ের করা হয়েছে। ভারত বিরোধী নানা কার্যকলাপের অভিযোগে ২০১৯ সালে তাঁর সংগঠনকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করে দিল্লি।

'নোবেল দিয়ে অপমান করা হয়েছিল রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে', বিতর্কিত মন্তব্য তৃণমূল বিধায়কের

ভাতার, , ৯ মে (হি স)। নোবেল দিয়ে অপমান করা হয়েছিল রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে। সোমবার, রবি ঠাকুরের ১৬১ তম জন্মবার্ষিকীতে এমনই বিতর্কিত মন্তব্য করলেন পূর্ব বর্ধমানের ভাতারের তৃণমূল বিধায়ক মানগোবিন্দ অধিকারী। তিনি বলেন, 'রবীন্দ্রনাথের (রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর) নোবেলটা চুরি হয়ে গিয়েছে একটা কারণেই, নোবেল দিয়ে তাঁকে অপমান করা হয়েছিল বলেই আমাদের বাংলার ছেলেরা নোবেলটা চুরি করে নিয়েছে।' অর্থাৎ বিধায়ক পরোক্ষে নোবেল চুরিকে সমর্থন জানাচ্ছেন বলেই রাজনৈতিক মহলের দাবি। কবিগুরুর জন্মদিনে তাঁর নোবেল নিয়ে এই মন্তব্য যে নতুন বিতর্কের জন্ম দিল তা বলা বাহুল্য। রবি ঠাকুরের চুরি যাওয়া নোবেল সিবিআই খুঁজে বের করতে পারেনি। তবে বাংলার পুলিশ সেটা খুঁজে বের করবে বলেও দাবি জানিয়েছেন বিধায়ক। জানা গিয়েছে, সোমবার সকালে ভাতার ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের তরফে ওই এলাকায় রবীন্দ্র জয়ন্তীর একটি অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। সেই অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি ছিলেন ভাতারের তৃণমূল বিধায়ক। অনুষ্ঠানে বক্তব্য দিতে গিয়েই বিস্ফোরক মন্তব্য করেন তিনি।

দিল্লিতে ৩ দিন দাবদাহের সম্ভাবনা, পশ্চিমী ঝঞ্ঝায় ১৩ মে থেকে কমবে গরমে

নয়াদিল্লি, ৯ মে (হি.স.): রাজধানী দিল্লিতে ফের তাপপ্রবাহের সতর্কতা। আগামী ১১ মে থেকে ৩ দিন তীব্র দাবদাহে জ্বলতে পারে দিল্লি ও সন্নিহিত রাজ্যগুলি। রোদের তাপে ফের অনুভূত হতে পারে দাবদাহ। আগামী ৩ দিন গরমে জ্বলতে হবে রাজধানী দিল্লিকে, তবে ১৩ মে থেকে পাল্টে যেতে পারে আবহাওয়া। পশ্চিমী ঝঞ্ঝার সৌজন্যে ১৩ মে-র পর থেকে কমতে পারে গরম।

তবে, এপ্রিল মাসের মতো গরম হয়তো আর সহ্য করতে হবে না দিল্লিকে। ভারতীয় আবহাওয়া দফতর সোমবার জানিয়েছে, আগামী ১১, ১২ ও ১৩ এই তিনদিন দিল্লি ও সন্নিহিত অঞ্চলে দাবদাহের মতো পরিস্থিতি হতে পারে। ১১ থেকে ১২ মে ৪৩ থেকে ৪৪ ডিগ্রি পর্যন্ত পৌঁছতে পারে তাপমাত্রা। বর্তমানে উত্তর ভারতের কোনও রাজ্যে দাবদাহের মতো পরিস্থিতি নেই, তেমন গরম নেই পঞ্জাব, উত্তর প্রদেশ অথবা হরিয়ানায়। তবে, ১১-১৩ মে বাড়তে পারে গরম।

মোদীজির নেতৃত্বে পরিবর্তন এসেছে ভারতীয় রাজনীতিতে : জে পি নাড্ডা

আম্বালা, ৯ মে (হি. স.) : প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে পরিবর্তন এসেছে ভারতীয় রাজনীতিতে। বললেন বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি জগৎ প্রকাশ নাড্ডা। নাড্ডার কথায়, 'আগেকার নেতারা জাতপাত, পরিবারতন্ত্র, আঞ্চলিকতার নামে রাজনীতি করতেন। কিন্তু এখন নেতারা নিজেদের কাজের রিপোর্ট কার্ড রাখেন। প্রধানমন্ত্রী মোদীর নেতৃত্বে রাজনীতিতে এই পরিবর্তন এসেছে।' সোমবার হরিয়ানার আম্বালায় অটল ক্যান্সার কেয়ার সেন্টার দেশকে উৎসর্গ করেছেন বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি জগৎ প্রকাশ নাড্ডা। পরে নিজের ভাষণে নাড্ডা বলেছেন, 'অটল ক্যান্সার কেয়ার সেন্টার, যা আজ দেশকে উৎসর্গ করা হয়েছে, তাতে অনেক আধুনিক সুবিধা প্রদান করা হয়েছে। হরিয়ানা, পঞ্জাব, উত্তরাখণ্ড এবং অন্যান্য রাজ্যের মানুষজন এই হাসপাতালের সুবিধা পাবেন।' নাড্ডা বলেছেন, দেশের সবথেকে বড় ক্যান্সার হাসপাতাল হরিয়ানার ঝাজ্জরে স্থাপন করা হয়েছে। প্রায় ২,০৩৫ কোটি টাকা ব্যয়ে নির্মিত ৭১০ শয্যা বিষয়টি বৃহত্তম ক্যান্সার হাসপাতাল এটি।' জে পি নাড্ডা এদিন আরও বলেছেন, 'অটলজির সরকার আসার আগে পর্যন্ত দেশে মাত্র একটি এইমস ছিল। অটলজির সরকার আসার পর, সমগ্র দেশে ৬টি এইমস তৈরি করা হয়েছিল। কিন্তু এরপর ১০ বছরে ইউপিএ সরকারের আমলে একটিও এইমস তৈরি হয়নি। এরপর মোদী সরকার ক্ষমতায় আসার পর আবার ১৬টি এইমস তৈরি করা হয়েছে। তাই যাঁরা কাজ করতে চাইছেন, তাঁদের কাজ করতে দিন। যাঁরা কাজ করতে ইচ্ছুক নন, তাঁদের বিশ্রাম করতে দিন।'

চণ্ডীপুরে দরবারে বিধায়ক অনুষ্ঠানের আয়োজন সোহমের

চণ্ডীপুর, ৯ মে (হি. স.) : পূর্ব মেদিনীপুরের চণ্ডীপুরের বিধায়ক হিসেবে এক বছর পূর্ণ হয়েছে তৃণমূলের তারকা বিধায়ক সোহম সরকারের। এলাকার উন্নয়নের পাশাপাশি এলাকার বাসিন্দাদের সঙ্গেও নিবিড় যোগাযোগ গড়ে তুলতে তিনি আগ্রহী। আর তার জন্যই সোমবার বিকালে চণ্ডীপুর ফুটবল ময়দানে সোহম আয়োজন করেছেন 'দরবারে বিধায়ক' অনুষ্ঠানের। এই দরবারে হাজির হতে চণ্ডীপুর বিধানসভা এলাকার বাসিন্দাদের আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে। পাশাপাশি জেলার সমস্ত দলীয় বিধায়ক, দুই সাংগঠনিক জেলা সভাপতি এবং জেলা পরিষদ ও পঞ্চায়েত সমিতির কর্তাদেরও উপস্থিত থাকার কথা বলা হয়েছে। মূলত এলাকার মানুষের বিভিন্ন দাবি-দাওয়া শোনার পাশাপাশি দলের বিভিন্ন বিষয়ে মতামত শোনার জন্য 'জনতার দরবার' করতে উদ্যোগী হয়েছেন সোহম বলে জানা যাচ্ছে। আপাতত সোহম কতটা জনসংযোগ করতে গড়ে তুলতে পারেন 'দরবারে বিধায়ক' এর মাধ্যমে, সেটাই দেখার।

জামাইকা যাচ্ছেন রাষ্ট্রপতি, সফরের প্রস্তুতি নিয়ে কামিনা স্মিথের সঙ্গে কথা জয়শঙ্করের

নয়াদিল্লি, ৯ মে (হি. স.) : দ্বীপ রাষ্ট্র জামাইকা সফরে যাচ্ছেন রাষ্ট্রপতি রামনাথ কোবিন্দ। রাষ্ট্রপতি রামনাথ কোবিন্দের জামাইকা সফরের প্রস্তুতি নিয়ে সোমবার সেদেশের বিদেশমন্ত্রী কামিনা জে স্মিথের সঙ্গে কথা বলেছেন ভারতের বিদেশমন্ত্রী ডঃ এস জয়শঙ্কর। কমনওয়েলথের মহাসচিব পদে তাঁর প্রার্থীপদকে ভারত সমর্থন করেছে বলেও এস জয়শঙ্কর জানিয়েছেন।আগামী ১৫ থেকে ২১ মে জামাইকা, সেন্ট ভিনসেন্ট ও গ্রেনাডাইনস সফরে যাচ্ছেন রাষ্ট্রপতি রামনাথ কোবিন্দ।এই প্রথম এই দ্বীপরাষ্ট্রে যাচ্ছেন ভারতের রাষ্ট্রপতি। রাষ্ট্রপতির জামাইকা সফরের প্রস্তুতি নিয়ে সোমবার সেদেশের বিদেশমন্ত্রী কামিনা জে স্মিথের সঙ্গে কথা বলেছেন ভারতের বিদেশমন্ত্রী ডঃ এস জয়শঙ্কর। টুইট করে জয়শঙ্কর জানিয়েছেন, 'জামাইকার বিদেশমন্ত্রী কামিনা জে স্মিথের সঙ্গে দারুণ কথা হয়েছে। ভারতের রাষ্ট্রপতির ঐতিহাসিক সফরের প্রস্তুতি নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে।' কমনওয়েলথের মহাসচিব পদে তাঁর প্রার্থীপদকে ভারত সমর্থন করেছে বলেও এস জয়শঙ্কর জানিয়েছেন।

উকাপা স্বশাসিত পরিষদের সিইও দেবোলালের হাতে উদ্বোধিত ডিমাসা সাহিত্য সভার নতুন কার্যালয় ভবন

হাফলং (অসম), ৯ মে (হি.স.) : ডিমাসা সাহিত্য সভার নতুন কার্যালয় ভবনের উদ্বোধন করলেন উত্তর কাছাড় পার্বত্য স্বশাসিত পরিষদের মুখ্য কার্যনির্বাহী সদস্য দেবোলাল গারলোসা। আজ সোমবার বেলা ১১টা নাগাদ হাফলঙে ডিমাসা সাহিত্য সভার নতুন কার্যালয় ভবনের উদ্বোধন করেছেন দেবোলাল।

১৯৯৯ সালে ডিমাসা সাহিত্য সভা গঠন হলেও এতদিন তাদের কোনও স্থায়ী কার্যালয় ছিল না। তবে এবার উত্তর কাছাড় পার্বত্য স্বশাসিত পরিষদের উদ্যোগে ডিমাসা সাহিত্য সভা নতুন স্থায়ী কার্যলয় ভবন পেয়েছে। কাছাড়, হোজাই, লংকা সহ রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আগত ডিমাসা সাহিত্য সভার প্রতিনিধিদের উপস্থিতিতে আজ কার্যলয় ভবনের উদ্বোধন করা হয়েছে।

এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন উত্তর কাছাড় পার্বত্য স্বশাসিত পরিষদের কার্যনির্বাহী সদস্য দেবজিৎ বাটারি, নজিত কেম্প্রাই, ডিমাসা সাহিত্য সভার কেন্দ্রীয় কমিটির সভাপতি রমেশ থাওসেন, সাধারণ সম্পাদক কুমুদ কেম্প্রাই সহ সাহিত্য সভার পদাধিকারীরা। এ উপলক্ষ্যে আয়োজিত অনুষ্ঠানে ডিমাসা সাহিত্য সভার কেন্দ্রীয় কমিটির সভাপতি রমেশ থাওসেন বলেন, ১৯৯৯ সালে ডিমাসা সাহিত্য সভা গঠন হলেও এতদিন সাহিত্য সভার কোনও স্থায়ী কার্যালয় না থাকায় কাজকর্ম করতে বিভিন্ন সমস্যার সৃষ্টি হত। তবে এবার সাহিত্য সভার নতুন কার্যালয় ভবন হওয়ায় এ সব সমস্যার সমাধান হয়েছে। এখন থেকে ডিমাসা সাহিত্যের প্রচার ও প্রসারে সাহিত্য সভা আরও ভালোভাবে কাজ করতে পারবে। কারণ ডিমাসা সাহিত্যের সঙ্গে ডিমাসা জনগোষ্ঠীর কৃষ্টি কলা সংস্কৃতি জীবনশৈলী ও সমাজের নিয়মনীতি জড়িত। তাই নতুন প্রজন্মের মধ্যে সাহিত্য সংস্কৃতি নিয়ে উৎসাহ যোগাতে ডিমাসা সাহিত্য সভা কাজ করে যাচ্ছে। এবার নবপ্রজন্মের লেখকদের নিয়ে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা সহ ডিমাসা সাহিত্য সভার অধিবেশন অনুষ্ঠিত করা হবে বলে গোষণা করেন রমেশ থাওসেন।

সৃষ্টির প্রেরণায় নতুন প্রতিশ্রুতি

উন্নত মুদ্রণ

সাদা, কালো, রঙিন
নতুন ধারায়

রেণ্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস

জাগরণ ভবন, (লক্ষ্মীনারায়ণ মন্দির সংলগ্ন), এন এল বাড়ি লেইন
প্রভুবাড়ী, বনমালীপুর, আগরতলা, ত্রিপুরা পশ্চিম - ৭৯৯০০১
ফোন - ০৩৮১-২৩৮ ৪৯৮৪
ই-মেল ঃ rainbowprintingworks@gmail.com

ত্রিপুরায় আগর শিল্পের সম্ভাবনা দেখতে লাওস থেকে এসেছেন বিনিয়োগকারিরা। মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেবের সাথে বিনিয়োগকারিরা সৌজন্য সাক্ষাৎ করেছেন।

রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায় কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জন্মজয়ন্তী পালিত

নিজস্ব প্রতিনিধি কল্যাণপুর/বিলোনীয়া, ৯ মে।। চির নতুনের দিল ডাক পঁচিশে বৈশাখ। বিশ্বকবি কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ১৬১ তম জন্মজয়ন্তী উদযাপন করা হল কল্যাণপুরে নানান অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে। সোমবার গোটা রাজ্যের সাথে কল্যাণপুরে তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তর এর উদ্যোগে এবং কল্যাণপুর কালচারাল কমিটির ব্যবস্থাপনায় বিভিন্ন অনুষ্ঠান উদযাপিত হয়। এদিন সকালে কল্যাণপুর দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয় অনুষ্ঠিত হয় কচিকাঁচাদের মধ্যে বসে আঁকো প্রতিযোগিতা। এতে বিভিন্ন এলাকা থেকে ছাত্রছাত্রীরা প্রতিযোগিতায় অংশ নেয়া। সন্ধ্যায় লোটাস কমিউনিটি হলে এক মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হয়। ছিল সমবেত গান সমবেত নৃত্য কবিতা পাঠ একক গান একক নিত্য সহ নানান অনুষ্ঠান। আলো শব্দ তরঙ্গের মধ্য দিয়ে এক অপূর্ব অনুষ্ঠান হয় যা সবার নজর কাড়ে। শুরুতেই রবি ঠাকুরের প্রতি ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন অসীম দেবরায় তাপস দেবরায় সহ অন্যান্য বিশিষ্ট জনেরা। শেষে দেয়া হয় পুরস্কার। রবীন্দ্র নৃত্যের ঢালি নিয়ে বিভিন্ন সংস্থা আসে। অত্যন্ত আনন্দ এবং উৎসবের মেজাজে কচিকাঁচারা বড়রা অংশ নেই অনুষ্ঠানে। শেষে বক্তব্য রাখেন বিধায়ক পিনাকি দাস চৌধুরী এবং ব্লক চেয়ারম্যান সোমেন গোপ। বিধায়ক বলেন কবিগুরু রবি ঠাকুরের আদর্শ সবাইকে উদ্বুদ্ধ হতে হবে। পাশাপাশি সুস্থ সংস্কৃতির বাতাবরণ ছড়িয়ে দিতে হবে।

এদিকে, দু এক ফোটা বৃষ্টি মাথায় নিয়ে তথ্য সংস্কৃতি দপ্তরের উদ্যোগে বিলোনিয়া শিশু উদ্যানে চির নতুনেরে দিল ডাক ২৫ শে বৈশাখ, কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ১৬১ তম জন্মজয়ন্তী পালন করা হয়। সহায়তায় বিলোনীয়া পুরপরিষদ্ব এদিনের অনুষ্ঠাননে উপস্থিত অতিথি দের হাত দিয়ে প্রদীপ প্রজ্বলন ও রবি ঠাকুরের মর্মর মূর্তিতে পুষ্প স্তবক দিয়ে শ্রদ্ধা জানিয়ে পালন করা হয় রবি ঠাকুরের ১৬১ তম জন্মজয়ন্তী অনুষ্ঠান। অনুষ্ঠানে রবি ঠাকুরের জীবনীর উপর আলোকপাত করেন অনুষ্ঠানের উপস্থিত অতিথিগণ। শ্রদ্ধানলী অনুষ্ঠানে ছিলেন বিধায়ক অরুন চন্দ্র ভৌমিক, বিলোনীয়া পুরপরিষদের চ্যায়রম্যান নিখিল চন্দ্র গোপ, কাউন্সিলর অনুপম চক্রবর্তী , বিশ্বনাথ দাস,ও ভাইস চেয়ারপারসন শিখা নাথ সহ অন্যান্যরা।রবীন্দ্র জয়ন্তী অনুষ্ঠানে সানীয় শিল্পিরা নাচ গান পরিবেশন করে।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ **(টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ **(পি বি এক্স), আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

কামারেড্ডিতে লরি ও অটো ট্রলির সংঘর্ষে মৃত ৯, আহত ১৭ জন, শোকস্তব্ধ প্রধানমন্ত্রী

কামারেড্ডি ও নয়াদিল্লি, ৯ মে (হি.স.): তেলেঙ্গানার কামারেড্ডি জেলায় লরি ও অটো ট্রলির সংঘর্ষে প্রাণ হারালেন ৯ জন। ভয়াবহ দুর্ঘটনায় আহত হয়েছেন আরও ১৭ জন। হতাহতরা ইয়েল্লারেড্ডিতে একটি অনুষ্ঠান থেকে ফিরছিলেন। কামারেড্ডি জেলার নিজামসাগরের হাসানপল্লি গেটে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে অটো ট্রলিতে ধাক্কা মারে একটি লরি, তাতেই ৯ জনের মৃত্যু হয়েছে। কামারেড্ডির পুলিশ সুপার শ্রীনিবাস রেড্ডি জানিয়েছেন, এই দুর্ঘটনায় মামলা দায়ের করা হয়েছে ও লরির চালককে চিহ্নিত করা হয়েছে।

রবিবার সন্ধ্যায় নিজামসাগরের হাসানপল্লি গেটে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে অটো ট্রলিতে ধাক্কা মারে একটি লরি। সংঘর্ষের তীব্রতা এতটাই জোরালো ছিল যে অটো ট্রলিটি ভেঙে দুমড়ে মুচড়ে যায়। দুর্ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় ৬ জনের, পরে আরও ৩ জনের মৃত্যু হয়েছে। পুলিশ জানিয়েছে, ইয়েল্লারেড্ডিতে একটি অনুষ্ঠান থেকে পিটলামে ফিরছিলেন হতাহতরা। সেই সময় নিজামসাগরের দিকে যাচ্ছিল লরিটি। ভয়াবহ এই দুর্ঘটনায় মৃত্যু হয়েছে মোট ৯ জনের।

তেলেঙ্গানার কামারেড্ডি জেলার এই দুর্ঘটনায় গভীর দুঃখপ্রকাশ করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। মৃতদের পরিজনদের প্রতি সমবেদনা জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী। পাশাপাশি প্রধানমন্ত্রী ত্রাণ তহবিল থেকে মৃতদের পরিজনকে দুই লক্ষ টাকা করে দেওয়ার কথা ঘোষণা করা হয়েছে। দুর্ঘটনায় আহতদের দেওয়া হবে ৫০ হাজার টাকা করে।

মুখ্যমন্ত্রী

● আটের পাতার পর

প্রতিবাদে তিনি ব্রিটিশদের দেওয়া নাইট উপাধি পরিত্যাগ করেছিলেন। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের আদর্শের মধ্যে দিয়েই আমাদের সংস্কৃতি আরও বিকশিত হবে এবং এগিয়ে যাবে। যতদিন গদ্য, কবিতা, নাটক থাকবে ততদিন আমাদের মাঝে চির স্মরণীয় হয়ে থাকবেন বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের সচিব প্রশান্ত কুমার গোয়েল। তিনি তাঁর বক্তব্যে রবীন্দ্র জয়ন্তী পালনের প্রেক্ষাপট তুলে ধরেন। এর পাশাপাশি রাজন্য আমলে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের এই রাজ্যে আগমনের বিষয়বস্তু আলোকপাত করেন। তিনি বলেন, মহারাজা বীরচন্দ্র কিশোর মাণিক্য বাহাদুর থেকে শুরু করে মহারাজা বীরবিক্রম কিশোর মাণিক্য বাহাদুর পর্যন্ত সময়কালে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বহুবার এই রাজ্যে এসেছেন। মুকুট, রাজর্ষি, বিসর্জন — কাব্যগ্রন্থগুলি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরেরই অমর সৃষ্টি।

অনুষ্ঠানে বিশিষ্ট অতিথিদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন আগরতলা পুর নিগমের মেয়র দীপক মজুমদার, রাজ্য উচ্চশিক্ষা পর্ষদের চেয়ারম্যান ড় অরুনোদয় সাহা, শিক্ষা দপ্তরের সচিব ব্রিজেশ পান্ডে, অধিকর্তা রতন বিশ্বাস, রাজ্যভিত্তিক সাংস্কৃতিক উপদেষ্টা কমিটির ভাইস চেয়ারম্যান সুভাষ দেব প্রমুখ। দুইদিনব্যাপী কবি প্রণাম অনুষ্ঠানকে ঘিরে অনুষ্ঠিত হয়েছে বসে আঁকো প্রতিযোগিতা, সমবেত আবৃত্তি প্রতিযোগিতা, সমবেত সঙ্গীত প্রতিযোগিতা, আকস্মিক বক্তৃতা প্রতিযোগিতা সহ একাধিক কর্মসূচি। সমাপ্তি অনুষ্ঠানে প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণকারী বিজয়ীদের হাতে পুরস্কার তুলে দেন মুখ্যমন্ত্রী, শিক্ষামন্ত্রী, তথ্য ও সংস্কৃতি মন্ত্রী, পুর নিগমের মেয়র সহ অন্যান্য অতিথিগণ। কবি প্রণাম ও পুরস্কার বিতরণী পর্বের পর অনুষ্ঠিত হয় মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান।

ভারতে ১৯০.৩৪ কোটি টিকাকরণ সম্পন্ন, ফের নিম্নমুখী কোভিড-টেস্ট

নয়াদিল্লি, ৯ মে হি.স.): কোভিড টিকাকরণ অভিযানের আওতায় ১৯০.৩৪-কোটির মাইলফলক অতিক্রম করে ফেলল ভারত। দেশব্যাপী টিকাকরণ অভিযানের আওতায় বিগত ২৪ ঘন্টায় ভারতে করোনার ভ্যাকসিন পেয়েছেন ১৩ লক্ষ ৫০ হাজার ৬২২ জন প্রাপক, ফলে ভারতে সোমবার সকাল আটটা পর্যন্ত ১,৯০,৩৪,৯০,৩৯৬ জনকে কোভিড টিকা দেওয়া হয়েছে। দেশে এখনও পর্যন্ত, ৩.০৫ কোটিরও বেশি (৩,০৫,০৭,৯৭৪) কিশোর-কিশোরীদের টিকার প্রথম ডোজ দেওয়া হয়েছে।

ভারতে ফের অনেকটাই কমে গিয়েছে করোনা-পরীক্ষার সংখ্যা। ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অফ মেডিক্যাল রিসার্চ (আইসিএমআর) জানিয়েছে, ৮ মে সারা দিনে ভারতে ৩,৩৬,৭৭৬ জনের শরীর থেকে নমুনা সংগ্রহ করে করোনা-স্যাম্পেল টেস্ট করা হয়েছে। সবমিলিয়ে ভারতে করোনা-টেস্টের সংখ্যা ৮৪,১০,২৯,৮৫৮-এ পৌঁছে গিয়েছে। পরীক্ষিত ৩,৩৬,৭৭৬ জনের মধ্যে বিগত ২৪ ঘন্টায় ভারতে কোভিড-১৯ ভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন ৩,২০৭ জন।

চাকদহে দুষ্কৃতীদের গুলিতে জখম তৃণমূল নেতা আততায়ীদের খোঁজে পুলিশ

নদিয়া, ৯ মে (হি.স.): নদিয়া জেলার চাকদহে দুষ্কৃতীদের গুলিতে জখম হলেন স্থানীয় এখন তৃণমূল কংগ্রেস নেতা। গুলিবিদ্ধ তৃণমূল নেতার নাম নারায়ণ দে। রবিবার রাতে বাড়ি ফিরছিলেন নারায়ণ। রাত তখন ৯.৩০ মিনিট হবে, বাড়ির অদূরে দুষ্কৃতীরা তাঁকে লক্ষ্য করে গুলি করে। একটি গুলি এসে লাগে তৃণমূল নেতার গলায়। গুলিবিদ্ধ হয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়েন নারায়ণ। সঙ্গে সঙ্গেই আততায়ীরা এলাকা থেকে চম্পট দেয়।

গুরুতর জখম অবস্থায় তৃণমূল নেতাকে চাকদহ স্টেট জেনারেল হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। পরে তাঁর শারীরিক অবস্থার অবনতি হলে তাঁকে কল্যাণী জেএনএম হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়। গলায় গুলি লেগে থাকায় তাঁর শারীরিক অবস্থা অত্যন্ত সঙ্কটজনক বলে জানা গিয়েছে। নারায়ণের গলায় অস্ত্রোপচার করা হতে পারে। পরিবারের অভিযোগের ভিত্তিতে ইতিমধ্যেই ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে চাকদহ থানার পুলিশ। খোঁজ চলছে আততায়ীদের।

লাউডস্পিকার বিবাদ এবার বেঙ্গালুরুতে, মন্দিরে যাওয়ার পথে আটক কয়েকজন শ্রীরাম সেনা কর্মী

বেঙ্গালুরু, ৯ মে (হি.স.): মহারাষ্ট্রের গণ্ডি পেরিয়ে লাউডস্পিকার বিবাদ এবার পৌঁছে গেল কর্ণাটকের রাজধানী বেঙ্গালুরুতে। বেঙ্গালুরুর শান্তি নগর এলাকায় অবস্থিত হনুমান মন্দিরে হনুমান চালিসা পাঠ করতে যাওয়ার আগে কয়েকজন শ্রীরাম সেনা কর্মীকে আটক করেছে বেঙ্গালুরু পুলিশ। সোমবার সকালে আটক করা হয়েছে শ্রীরাম সেনার কমপক্ষে ১৮ জন কর্মীকে।

প্রসঙ্গত, এর আগে শ্রীরাম সেনা হুঁশিয়ারি দিয়েছিল, লাউডস্পিকারে হনুমান চালিসা পাঠ করবেন তাঁরা। এদিকে, এদিনই কর্ণাটকের হুবলি জেলায় লাউডস্পিকারে মাধ্যমে ”সুপ্রভাত আরতি” ও পূজার্চনা করেছেন শ্রীরাম সেনা কর্মীরা। এদিন সকাল পাঁচটা নাগাদ হুবলির দিদ্দি হনুমান মন্দিরে ”সুপ্রভাত আরতি” ও পূজার্চনা করেছেন শ্রীরাম সেনা কর্মীরা।

তেলিয়ামুড়ায় পুড়ল বসতঘর

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ৯ মে।। বৈদ্যুতিক শর্ট সার্কিটে ফলে ভস্মীভূত এক উপজাতির রমণীর বসতঘর। অল্পতেই রক্ষা পেল ঘনবসতি গোটা এলাকা। ক্ষতি প্রায় কয়েক লাখ টাকা। ঘটনা তেলিয়ামুড়া থানাধীন জারুইলং বাড়ি এলাকায় সোমবার সন্ধ্যা নাগাদ। সংবাদে জানা যায়, তেলিয়ামুড়া থানাধীন জারুইলং বাড়ি এলাকা বাসিন্দা তথা ধনস্মতি দেববর্মার বাড়িতে বৈদ্যুতিক শর্ট সার্কিট হয়। এর ফলে ধীরে ধীরে এই বৈদ্যুতিক শর্ট সার্কিট এর ফলে বসতঘরে আগুন লেগে যায়। নিমিষেই ধাও ধাও করে আগুন ছড়িয়ে পড়ে গোটা বসতঘরে। দমকলকর্মীদের দেওয়ার আগে একমাত্র বসতঘর পুড়ে ছাই হয়ে যায়। এলাকাবাসীদের প্রচেষ্টায় গোটা এলাকা অল্পেতে রক্ষা পেল বড়সড় অগ্নিকান্ডের থেকে। ঘরের মালিক জানান, ঘরের সর্বস্ব পুড়ে ছাই হয়ে যায়। ক্ষয়ক্ষতি আনুমানিক কয়েক লাখ টাকা।

জনসাধারণ

● আটের পাতার পর

ডি ডাব্লিউ এস দপ্তরে মেরামতের অনুরোধ করেও কাজের কাজ কিছুই হচ্ছেনা। ফলে বাধ্য হয়ে জলের জন্য এলাকাবাসীর ছুটতে হচ্ছে দুস্কি বাজার সংলগ্ন জলের রিজার্ভভার ফিল্টারে। সেই রিজার্ভভার ফিল্টারের অবস্থাও একপ্রকার করুন। যা দিয়ে নিত্যদিনের প্রয়োজন মেটান কষ্টকর তাদের জন্য। দাবী উঠছে অতিদ্রুত যেন তাদের সমস্যা সমাধান করে দেওয়াহয় দপ্তরের তরফ থেকে।

গ্রেপ্তার ছয়

● প্রথম পাতার পর

কর্তব্যরত পুলিশ অফিসার জানিয়েছেন। এ ধরনের নৃশংস হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে যুক্তদের বিরুদ্ধে আইনানুগ কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে বলেও পুলিশ জানায়।

সোমবার সিপিআই রাজ্য কার্যালয়ের সামনে দলের পক্ষ থেকে বিজয় দিবস পালন করা হয়েছে। ছবি নিজস্ব।

পালিত

● প্রথম পাতার পর

বিশ্বে যেখানেই বাঙালীরা রয়েছেন সেখানে আজ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ১৬১তম জন্মজয়ন্তী যথাযোগ্য মর্যাদায় পালন করা হচ্ছে। কবিগুরু ছিলেন একাধারে কবি, সাহিত্যিক, লেখক ও বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী। ১৮৬১ সালে তিনি কলকাতার জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়িতে জন্মগ্রহণ করেন। কবিগুরু তাঁর প্রতিটি লেখনীর মাধ্যমে, কবিতার মাধ্যমে, গানের মাধ্যমে, সাহিত্য ও সংস্কৃতির মাধ্যমে বাঙালী জাতিকে পৃথিবীর মধ্যে শ্রেষ্ঠ জাতিতে রূপান্তর করার প্রচেষ্টা নিলেও তিনি ছিলেন সবার কবি। তাই তিনি বিশ্বকবি।

তথ্য ও সংস্কৃতি মন্ত্রী আরও বলেন, রবীন্দ্রনাথ ভারতবর্ষকে একটা নতুনরূপ দিতে চেয়েছিলেন। জীবদ্দশায় জালিয়ানওয়ালাবাগ হত্যা লীলার প্রতিবাদে তিনি নাইট উপাধি পরিত্যাগ করেন। বিশ্বকবির আদর্শ, চিন্তাধারায় আজ নতুন প্রজন্ম উৎসাহিত হচ্ছে। আজকের প্রভাতী অনুষ্ঠানে শিশু শিল্পীদের রবীন্দ্র নৃত্য, রবীন্দ্র সংগীত ও আবৃত্তি সেই সাক্ষ্যই বহন করে। তিনি বলেন, ত্রিপুরার সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের আত্মিক সম্পর্ক ছিল। ত্রিপুরার মহারাজাদের আমন্ত্রণে তিনি ত্রিপুরায় এসেছিলেন। প্রভাতী কবি প্রণাম অনুষ্ঠানে আগরতলা শহর ও শহরতলীর বহু সাংস্কৃতিক সংস্থার শিশু শিল্পীরা রবীন্দ্র সংগীত, নৃত্য ও আবৃত্তি পরিবেশন করে।

এদিকে, আজ দুপুরে রবীন্দ্র শতবার্ষিকী ভবনের ২নং প্রেক্ষাগৃহে তাৎক্ষণিক বক্তৃতা প্রতিযোগিতা, ওপেন ক্যুইজ প্রতিযোগিতা এবং সমবেত নৃত্য প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তর এবং শিক্ষা দপ্তর যৌথভাবে এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। তাৎক্ষণিক বক্তৃতা প্রতিযোগিতায় এমবিবি বিশ্ববিদ্যালয়, এমবিবি কলেজ, বিবিএমসি ও হাঁপানীয়ার মহিলা পলিটেকনিক কলেজের ৩১ জন ছাত্রছাত্রী ও ৩ জন সাধারণ নাগরিক অংশ নেন।রবীন্দ্র বিষয়ক ওপেন ক্যুইজ প্রতিযোগিতায় বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় ও মহাবিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীগণ অংশ নেন। ক্যুইজটি পরিচালনা করেন ড় সায়ন চৌধুরী। সমবেত রবীন্দ্র নৃত্য প্রতিযোগিতায় বিভিন্ন বিদ্যালয় ও বিভিন্ন সাংস্কৃতিক সংস্থার ১৩টি দল অংশ নেন। অনুষ্ঠানে ত্রিপুরা রাজ্য সাংস্কৃতিক উপদেষ্টা কমিটির সদস্য-সদস্যাগণ, বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়, মহাবিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রী, অধ্যাপক, অধ্যাপিকাগণ ও দর্শকগণ উপস্থিত ছিলেন।

জ্বলছে শ্রীলংকা

● প্রথম পাতার পর

কলম্বো। পরিস্থিতি অত্যন্ত খারাপ হয়ে যাওয়ায় সোমবার থেকে শ্রীলঙ্কার রাজধানীতে অনির্দিষ্টকালের জন্য কারফিউ জারি করেছে পুলিশ। সরকারি সমর্থকদের সঙ্গে বিক্ষোভকারীদের খণ্ডযুদ্ধে গুরুতর আহত হয়েছেন কমপক্ষে ২০ জন।

রক্তাক্ত হয়েছে শ্রীলঙ্কার রাজধানী। শ্রীলঙ্কায় অস্থির পরিস্থিতির জন্য দীর্ঘদিন ধরেই আন্দোলন করছেন সেখানকার নাগরিকরা। সোমবার শ্রীলঙ্কার প্রেসিডেন্ট গোতাবায়া রাজাপাকসের পদত্যাগের দাবিতে আন্দোলন করেন সাধারণ নাগরিকরা। তখনই পুলিশ ও সরকারি সমর্থকদের সঙ্গে খণ্ডযুদ্ধ বাধে তাঁদের। এই দ্বীপরাষ্ট্রে অনির্দিষ্টকালের জন্য কারফিউ জারি করেছে প্রশাসন। এক বিক্ষোভকারীকে গুলি করে মেরে আত্মঘাতী হলেন মাহিন্দা রাজাপক্ষের শীর্ষস্থানীয় সাংসদ। জানা গিয়েছে, আত্মহত্যা করেছেন অমরাকীর্থি আথুকোরালা। সোমবার ঘটনাটি ঘটেছে নিতামবুয়া শহরে।

সাংসদ এদিন গাড়ি করে যাচ্ছিলেন। গাড়ি নিতামবুয়া শহরে ঢুকলে তাঁর গাড়ি ধরে দুজন বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করেন। ধৈর্য হারিয়ে অমরাকীর্থি গাড়ি থেকে বেরিয়ে এক বিক্ষোভকারীকে লক্ষ্য করে গুলি করেন। ঘটনাস্থলেই তাঁর মৃত্যু হয়। গুরুতর আহত হন দ্বিতীয়জন। এরপর ক্ষিপ্ত জনতা সাংসদ অমরাকীর্থিকে তাড়া করলে কাছাকাছি একটি বাড়িতে আশ্রয় নেন তিনি। বাড়ির বাইরে পা রাখলে মৃত্যু নিশ্চিত, সেটা বুঝতে পেরেই অমরাকীর্থি ওই বাড়িতেই কপালে বন্দুক ঠেকিয়ে তিনি আত্মহত্যা করেন। খবর পেয়ে বিশাল পুলিশবাহিনী সেখানে পৌঁছয়। কিন্তু ওই জনস্রোত দেখে তারা আর এগিয়ে যাওয়ার সাহস দেখায়নি। শেষ পাওয়া খবর পর্যন্ত এখনও দেহ উদ্ধার করা যায়নি।

দামছড়ায়

● প্রথম পাতার পর

স্থানীয় কিছু মানুষ সব্জি সংগ্রহে গিয়ে তাঁর মৃতদেহ দেখতে পান। সঙ্গে সঙ্গে তাঁরা পুলিশে খবর দেন। পুলিশ গিয়ে মৃতদেহ সনাক্ত করে পানিসাগর মহকুমা অধিকারিককে অবগত করেছে।

পুলিশ জানিয়েছে, মৃতদেহের পাশে কিছু নেশা সামগ্রী পাওয়া গিয়েছে। তাই, পুলিশের প্রাথমিক অনুমান অত্যাধিক নেশগ্রস্ত হওয়ার কারণেই তাঁর মৃত্যু হয়েছে। তিনি ওই সময় সাদা পোশাকে ছিলেন। পুলিশ মৃতদেহ উদ্ধার করে পানিসাগর হাসপাতালে ময়না তদন্তের জন্য পাঠিয়ে দিয়েছিল। আজ ময়না তদন্তের পর সমস্ত আইনি প্রক্রিয়া শেষে মৃতদেহ পরিবারের হাতে তুলে দিয়েছে ত্রিপুরা পুলিশ। ওই সময় উপস্থিত ছিলেন পানিসাগর মহকুমা পুলিশ আধিকারিক সৌভিক দে, মিজোরাম পুলিশের অ্যাসিস্টেন্ট কমান্ডেন্ট এফ লালনিলিআনা এবং খেদাছড়া থানার ওসি ইন্সপেক্টর ধীরাজ দেববর্মা সহ তদন্তকারি পুলিশ আধিকারিক সাব ইন্সপেক্টর শচীন্দ্র রিয়াং।এদিকে, ওই পুলিশ কর্মী সীমান্ত ডিঙ্গিয়ে ত্রিপুরায় কিভাবে এসেছেন, সেই প্রশ্ন জনমনে ঘুরপাক খাচ্ছে। ত্রিপুরা ও মিজোরাম পুলিশ তাঁর মৃত্যুর কারণ অনুসন্ধানে তদন্ত অব্যাহত রেখেছে।

বনকর্মীদের

● প্রথম পাতার পর

এবং কর্মীরা বনজ সম্পদ রক্ষার জন্য গত বেশ কিছুদিন ধরেই ব্যাপক তৎপরতা শুরু করেছেন। বনদপ্তর এর তৎপরতার ফলে বিপাকে পড়েছে বনদস্যুরা। সে কারণেই বন দপ্তরের কর্মীদের ওপর হামলা সংগঠিত করেছে তারা। বনদপ্তর সূত্রে জানানো হয়েছে এভাবে হামলা চালিয়ে বনদপ্তরের কাজকর্ম স্তব্ধ করা যাবে না। বনজ সম্পদ রক্ষা করার জন্য বনদস্যুদের বিরুদ্ধে আরও কঠোর মনোভাব গ্রহণ করা হবে বলে বনদপ্তর সূত্রে জানানো হয়েছে। এ ব্যাপারে দপ্তর এর তরফ থেকে স্থানীয় জনগণের সার্বিক সহযোগিতা চাওয়া হয়েছে।

একই পরিবারের

● প্রথম পাতার পর

ওইদিন প্রসেনজিত দাস, দিলীপ দাস এবং অমল দাসকে পুলিশ জালে তুলেছিল। আজ বিকাশ দাস, স্বাগতম দাস, ধীরেন্দ্র দাস এবং শিখারানি দাসকে পুলিশ গ্রেফতার করেছে। তাদেরকে আজ আদালতে সোপর্দ করা হয়েছিল। তাদের মধ্যে বিকাশ দাস ও স্বাগতম দাসের একদিনের পুলিশ রিমান্ডের আবেদন জানানো হয়েছিল। আদালত পুলিশের আবেদন মঞ্জুর করেছে। বাকি দুজনকে ২০ মে পর্যন্ত জেল হেফাজতে পাঠিয়েছে আদালত।

মেয়রের

● প্রথম পাতার পর

অগ্নিকাণ্ডের খবর পেয়ে সোমবার সকালে ঘটনাস্থলে যান এলাকার বিধায়ক সুরজিৎ দত্ত, পুর নিগমের মেয়র দীপক মজুমদার ও ওই এলাকার কাউন্সিলর দিবাস দাস। তারা সম্পূর্ন বাড়িটি ঘুরে দেখেন। ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলোকে ব্যক্তিগতভাবে আর্থিক সাহায্য করেন নেতৃত্বরা। ক্ষতিগ্রস্থ পরিবারের পাশে থাকার আশ্বাস দেন বিধায়ক সহ নেতৃত্বরা।

চানমারিতে

● প্রথম পাতার পর

পুলিশে খবর দেওয়া হয়েছিল। মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য হাসপাতালে পাঠিয়েছে। হঠাৎই দুই সন্তানের জননীর মৃত্যুকে কেন্দ্র করে রহস্য দানা বাঁধছে এলাকাবাসীদের মধ্যে।

ধর্মনগর

● প্রথম পাতার পর

ব্যাগে করে পাশ্ববর্তী রাজ্য অসম সহ অন্যান্য রাজ্যে গাঁজা পাচার করছে। অপরদিকে আইএসবিটি এলাকার সানীয়দের প্রাথমিক ধারনা, হয়তবা পাচারকারীরা পরিসিতি বেসামাল দেখে গাঁজা ফেলে গা ঢাকা দিয়েছে।

অঙ্গন

রাকেশের ভেলকিতে কুপোকাৎ রাজ্য সেরা পশ্চিম জোন

পশ্চিম জোন:২০৭ ও ৯৬/৫ (ডি:)
উত্তর জোন: ১০০ ও ৯৬

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ৯ মে।। অনূর্ধ-১৪ আসরের পর অনূর্ধ-১৫ আসরেও। রাজ্য সেরা হলো পশ্চিম জোন। রবিবার প্রথম দিনই রাজ্য সেরা হওয়া অনেকটা নিশ্চিত হয়ে গিয়েছিলো সুজিত রায়ের দলের। দেখার ছিলো উত্তর জোনের ক্রিকেটাররা দ্বিতীয় দিনে কতটা লড়াই ছুড়ে দিতে পারে। কার্যত তা হলো না। প্রথম ইনিংসে লিড নিয়ে নয়, সরাসরি জয় পেয়ে অপরাজিত ভাবে রাজ্য সেরা হলো পশ্চিম জোন। এম বি বি স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত ম্যাচে পশ্চিম জোন ১০৮ রানে পরাজিত করে উত্তর জোনকে। দ্বিতীয় দিনে পশ্চিম জোনকে জয় এনে দিতে মূখ্য ভূমিকা নেয় রাকেশ রুদ্র পালের বিষাক্ত স্পিনের ভেলকি। পশ্চিম জোনের ২০৭ রানের জবাবে উত্তর জোন প্রথম ইনিংসে মাত্র ১০০ রান করতে সক্ষম হয়। ১০৭ রানে এগিয়ে থেকে দ্বিতীয় ইনিংসে ঝড়ো ব্যাট করে ৯৬ রানে ৫ উইকেট হারানোর পর ইনিংসের সমাপ্তি ঘোষনা করে পশ্চিম জোন। জয়ের জন্য ২০৫ রানের লক্ষ্যমাত্রা নিয়ে খেলতে নেমে উত্তর জোন মাত্র ৯৬ রান করতে সক্ষম হয়। পশ্চিম জোনের রাকেশ রুদ্র পাল ৫ উইকেট পেয়েছে। প্রথম দিনের ৫ উইকেটে ৬৮ রান নিয়ে খেলতে নেমে এদিন আরও ৩২ রান যোগ করার ফাঁকে শেষ ৫ টি উইকেট হারায় পশ্চিম জোন। এদিন উত্তর জোনের হয়ে ফিদা রহমান ৯২ বল খেলে ২ টি বাউন্ডারির সাহায্যে ১৭ এবং অভিক পাল ১৮ বল খেলে ১ টি ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে ১০ রান করে। পশ্চিম জোনের পক্ষে আকাশ রায় (৫/১২), রাকেশ রুদ্র পাল (৩/২২) এবং রিয়াদ হুসেন (২/৩০) সফল বোলার। ১০৭ রানে এগিয়ে থেকে পশ্চিম জোন দ্বিতীয় ইনিংসে ঝড়ো ব্যাট করে ২৮ ওভারে ৫ উইকেট হারিয়ে ৯৭ রান করে। দলের পক্ষে আয়ুষ দেবনাথ ৭৫ বল খেলে ৩ টি বাউন্ডারির সাহায্যে ৩২,রাকেশ রুদ্র পাল ৪৯ বল খেলে ৩ টি বাউন্ডারির সাহায্যে ২১ এবং বেদাব্রত ভট্টাচার্য ১৫ বল খেলে ৪ টি বাউন্ডারির সাহায্যে ২০ (অপ:) রান করে। উত্তর জোনের পক্ষে রেজাউল ইসলাম (২/১৯) সফল বোলার। ২০৫ রানের লক্ষ্যমাত্রা নিয়ে খেলতে নেমে পশ্চিম জোনের বোলারদের আটোসাটো বোলিংয়ের সামনে ২২ গজে তেমন মাথা তুলে দাড়াতে পারেনি উত্তর জোনের ব্যাটসম্যানরা। বিশেষ করে রাকেশ রুদ্র পালের ভেলকির সামনে মুখ থুবড়ে পড়ে উত্তর জোন। দলের পক্ষে অভিক পাল ৩০ বল খেলে ১ টি বাউন্ডারির সাহায্যে ১৮,বিজয় শীল ২১ বল খেলে ৪ টি বাউন্ডারির সাহায্যে ১৭,শৌভিক চক্রবর্তী ২৯ বল খেলে ১ টি বাউন্ডারির সাহায্যে ১১ এবং ফিদা রহমান ১২ বল খেলে ২ টি বাউন্ডারির সাহায্যে ১০ রান করে। দল অতিরিক্ত খাতে পায় ১৩ রান। পশ্চিম জোনের পক্ষে রাকেশ রুদ্র পাল (৫/৩১) এবং রিয়াদ হুসেন (২/৪) সফল বোলার। খেলা শেষে মাঠেই হয় পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান। রাজ্য সেরা হয়ে খুশি পশ্চিম জোনের কোচ সহ ক্রিকেটাররা। জয়ের পুরো কৃতিত্ব ক্রিকেটারদের দিলেন কোচ সুজিত রায়। তিনি স্পষ্টভাবেই বলেন, 'ছেলেরা পরিশ্রমের ফল পেলো। যেভাবে বলেছি সেভাবেই খেলেছে ছেলেরা। আর এতেই সাফল্য'।

"জাগরণ" পত্রিকায় খেলাধুলার পাতায় সাংবাদিকদের বিনোদন মূলক ক্রীড়া সংবাদ পরিবেশনের স্বীকৃতিস্বরূপ "জার্নালিস্ট রিক্রিয়েশন ক্লাব"-এর পক্ষ থেকে শুভেচ্ছা স্মারক প্রদানের মধ্য দিয়ে অভিনন্দন জ্ঞাপন। সোমবার সন্ধ্যায় জাগরণ ভবনে তোলা ছবি নিজস্ব।

সঞ্জয়, সম্রাটের ব্যাটিং তান্ডব, জয় অব্যহত রাখলো উদয়পুর

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ৯ মে।। সঞ্জয় মজুমদারের ব্যাটিং তান্ডব থামতেই বরুন দেবতার কৃপা। তাতে একসময় আদৌ ম্যাচটি শেষ হবে কীনা তা নিয়ে দেখা দিয়েছিলো সন্দেহ। শেষ পর্যন্ত ওভার কমিয়ে দেওয়া হয়। অমরপুরের সামনে লক্ষ্য ছিলো ২২ ওভারে ১৩১ রান করার। যা তাড়া করতে নেমে ৮৭ রানে গুটিয়ে যায় অমরপুর। প্রত্যাশিতভাবেই জয় পায় শক্তিশালী উদয়পুর মহকুমা। ৪৩ রানে পরাজিত করলো অমরপুর মহকুমাকে। রাজ্য সিনিয়র ক্রিকেটে। মহকুমার শহীদ কাজল ময়দানে অনুষ্ঠিত ম্যাচে উদয়পুর টসে জয়লাভ করে প্রথমে ব্যাট নিয়ে ২৬৬ রান করেছিলো। পরে বৃষ্টি হওয়ায় ওভারের পাশাপাশি রানও কমে যায়। এদিন সকালে টসে জয়লাভ করে প্রথমে ব্যাট নিয়ে বৃষ্টি আসার আগে পর্যন্ত ৪১ ওভারে ৯ উইকেট হারিয়ে ২৬৬ রান করে উদয়পুর। ত্রিপুরা দলের দুই ক্রিকেটারের ব্যাটিং তান্ডবে একসময় দিশেহারা হয়ে পড়েন অমরপুরের বোলাররা। দলের হয়ে ৯ নম্বরে ব্যাট করতে নেমে সঞ্জয় মজুমদারের চওড়া ব্যাট কার্যত শাসন করতে থাকেন অমরপুরের বোলারদের। তবে দুর্ভাগ্য অলরাউন্ডার সঞ্জয়ের। বৃষ্টির জন্য নিজের শতরান করা থেকে বঞ্চিত থাকতে হয়েছে। সঞ্জয় ৬৭ বল খেলে ৬ টি বাউন্ডারি ও ১০ টি ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে ৯৬ (অপ:), ওপেনার সম্রাট সূত্রধর ৬২ বল খেলে ১০ টি বাউন্ডারি ও ৩ টি ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে ৭২, রিয়াজ উদ্দিন ৪৭ বল খেলে ৫ টি বাউন্ডারির সাহায্যে ৩৭ রান করেন। দল অতিরিক্ত খাতে পায় ২৫ রান। অমরপুরের পক্ষে রীতেশ দাস (৪/৪৫) এবং গোপাল দাশগুপ্ত (২/৩৬) সফল বোলার। বৃষ্টি থামার পর অমরপুরের সামনে জয়ের লক্ষ্যমাত্র দাড়ায় ২২ ওভারে ১৩১ রান। যা তাড়া করতে নেমে ১৭.১ ওভারে ৮৭ রানে গুটিয়ে যায় ইনিংস। দলের পক্ষে রাজেশ সাহা ২৭ বল খেলে ২ টি বাউন্ডারি ও ৩ টি ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে ৩০,রতন জমাতিয়া ১৪ বল খেলে ২ টি বাউন্ডারি ও ১ টি ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে ১৬ এবং মনোজ দাশগুপ্ত ৩৫ বল খেলে ১ টি ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে ১৫ রান করেন। উদয়পুরের পক্ষে সৌরভ দাস (৪/৭) এবং রিতায়ন দে (২/১৪) সফল বোলার।

রাজ্য সিনিয়র ক্রিকেট : বল হাতে দুরন্ত হেমেন্দ্র রোমাঞ্চকর ম্যাচে ২ রানে জয়ী লংতরাইভ্যালি

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ৯ মে।। রোমাঞ্চকর ম্যাচ। শেষ পর্যন্ত জয় ২ রানে। রাজ্য সিনিয়র ক্রিকেটে। তাতে জয় পেলো ধলাই জেলার লংতরাইভ্যালি মহকুমা। পরাজিত করলো উত্তর জেলার কাঞ্চনপুর মহকুমাকে। সোমবার ওই রোমাঞ্চকর ম্যাচটি হয় কৈলাসহরের রামকৃষ্ণ মহাবিদ্যালয় মাঠে। তাতে লংতরাইভ্যালির গড়া ১৩৩ রানের জবাবে কাঞ্চনপুর মহকুমা ১৩১ রান করতে সক্ষম হয়। ম্যাচে বিজয়ী দলের হেমেন্দ্র রূপিনী ১০ ওভার বল করে ৪ টি মেডেন সহ ৯ রান খরচ করে বিপক্ষের ৩ টি উইকেট তুলে নেন। সঙ্গত কারনেই ম্যাচের সেরা ক্রিকেটার বেছে নেওয়া হয় হেমেন্দ্রকে।

পর পর দুই ম্যাচে পরাজিত হয়ে ছিটকে গেলো কাঞ্চনপুর মহকুমা। অপরদিকে দ্বিতীয় ম্যাচে প্রথমন জয়ের স্বাদ পেলো লংতরাইভ্যালি মহকুমা। এদিন সকালে টসে জয়লাভ করে প্রথমে ব্যাট নিয়ে লংতরাইভ্যালি ৩২.৩ ওভারে সবকটি উইকেট হারিয়ে ১৩৩ রান করে। দলের পক্ষে ওপেনার অমৃত দাস ৫৬ বল খেলে ৫ টি বাউন্ডারি ও ৩ টি ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে ৪৩, কাজল সূত্রধর ২৯ বল খেলে ২ টি বাউন্ডারি ও ১ টি ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে ২০, অর্জু দেববর্মা ১৫ বল খেলে ১ টি বাউন্ডারি ও ১ টি ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে ১৪ এবং তাপস কুমার রিয়াং ২১ বল খেলে ২ টি বাউন্ডারির সাহায্যে ১০ রান করেন। দল অতিরিক্ত খাতে পায ২৩ রান। কাঞ্চনপুরের পক্ষে সুদীপ্ত নাথ (৪/২১),মিহির লাল নাথ (২/২২), মাতনব বরুয়া (২/২৮) এবং প্রীতম বরুয়া (২/৪২)সফল বোলার। জবাবে খেলতে নেমে কাঞ্চনপুর ১৩১ রান করতে সক্ষম হয়। হেমেন্দ্র রূপিনীর কৃপন বোলিং কাঞ্চনপুরকে বেকায়দায় ফেলে দেন। দলের পক্ষে শুভ্রজিৎ নাথ ৯৯ বল খেলে ৪ টি বাউন্ডারির সাহায্যে ৩১,রাহুল চন্দ ৬৮ বল খেলে ৪ টি বাউন্ডারির সাহায্যে ২৯,নেলশন চাকমা ৪০বল খেলে ২ টি বাউন্ডারির সাহায্যে ১৮ এবং দলনায়ক সুদীপ্ত নাথ ১২ বল খেলে ১ টি বাউন্ডারি ও ১ টি ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে ১২ রান করেন। দল অতিরিক্ত খাতে পায় ২০ রান। লংতরাইভ্যালির পক্ষে হেমেন্দ্র রূপিনী (৩/৯) এবং কাজল সূত্রধর (৩/৪৬) সফল বোলার।

জাতীয় সাবজুনিয়র বালিকাদের হকি, রওয়ানা হলো ত্রিপুরা দল

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ৯ মে।। রওয়ানা হলো রাজ্যদল। মনিপুরের ইম্ফলের উদ্দেশ্যে। সোমবার সকালের ট্রেণে। ওই রাজ্যে অনুষ্ঠিত হবে হকি ইন্ডিয়া জাতীয় সাব-জুনিয়র বালিকাদের হকির আসর। ১২তম ওই আসর শুরু হবে ১১মে থেকে। প্রতিযোগিতা চলবে ২২ মে পর্যন্ত। এদিন সকালে রেলস্টেশনে খেলোয়াড়দের অগ্রিম শুভেচ্ছা জানাতে উপস্থিত ছিলেন রাজ্য অলিম্পিক সংস্থার সচিব রূপক দেবরায়, রাজ্য সংস্থার সহসভাপতি জয়ন্ত ভৌমিক, রাজ্য মহিলা হকির চেয়ারপার্সন গীতশ্রী ভৌমিক, মৃণাল বিশ্বাস। আসরে ভালো ফলাফল করা নিয়ে আশাবাদী খেলোয়াড়রাও। তেলিয়ামুড়াতে ৭ দিনের বিশেষ প্রশিক্ষণ হয় রাজ্যদলের। ১৪ মে ত্রিপুরার প্রথম প্রতিপক্ষ পাঞ্জাব এবং ১৬ মে গ্রুপে ত্রিপুরার শেষ পরতিপক্ষ হিমাচল প্রদেশ।

ত্রিপুরা দল:তুয়া ভট্টাচার্য (অধিনায়িকা), অনন্যা সূত্রধর ও তানিয়া মজুমদার, অনামিকা দত্ত, বিউটি সূত্রধর, বিজয়া শীল, দেবস্মিতা দেবনাথ, জয়া শীল, প্রিয়াঙ্কা গিরি, নোবালী পাল, আশা দাস, বিপাশা বিশ্বাস, চন্দনা সূত্রধর, মনিকা বিশ্বাস, জুয়েল দাস, প্রিয়াংকা বিশ্বাস, পূজা দেবনাথ এবং রুম্পা দাস। রাজ্য দলের কোচ তপা বিশ্বাস এবং ম্যানেজার দিলীপ দাস।

রজতের অপরাজিত সেঞ্চুরি : জয়ের ধারা অব্যাহত রেখে এগুচ্ছে সদর

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ৯ মে।। জয়ের ধারা অব্যাহত রেখে এগুচ্ছে সদর মহকুমা দল। সিনিয়র রাজ্য ক্রিকেটে সদর মহকুমা দ্বিতীয় ম্যাচে আজ, সোমবার ১৭৮ রানের ব্যবধানে বিলোনিয়াকে পরাজিত করেছে। প্রথম ম্যাচে তেলিয়ামুড়া বিরুদ্ধে ৯ উইকেটে জয়ের পর আজ দ্বিতীয় জয় সদর মহকুমার দলকে কোয়ার্টার ফাইনাল অর্থাৎ নকআউটের লক্ষ্যে অনেকটা এগিয়ে দিয়েছে। আগরতলার পুলিশ ট্রেনিং একাডেমি গ্রাউন্ডে সকাল নটায় ম্যাচ শুরুতে টস জিতে বিলোনিয়া প্রথমে বোলিংয়ের সিদ্ধান্ত নেয়। সদর মহকুমা দল প্রথমে ব্যাটিংয়ের সুযোগ পেয়ে নির্ধারিত ৫০ ওভারে ৩৫১ রানের বিশাল স্কোর গড়ে নেয়। দলের পক্ষে রজত দে-র অপরাজিত শতরান এবং কৌশল আচার্যের ৭৫ রান বেশ উল্লেখযোগ্য। রজত ৯৪টি বল খেলে তিনটি বাউন্ডারি এবং নটি ওভার বাউন্ডারি হাঁকিয়ে অপরাজিত ভূমিকায় ১১৭ রান সংগ্রহ করার মধ্য দিয়ে দলকে পাহাড় প্রমাণ রান গড়তে সাহায্য করে এবং ম্যান অব দ্য ম্যাচের খেতাবও জিতে নেয়। কৌশল ৫১ বল খেলে ৭ টি বাউন্ডারি ও চারটি ওভার বাউন্ডারি হাঁকিয়ে ৭৫ রান পায়। বিলোনিয়ার তাপস চৌধুরী দুটি উইকেট পেয়েছে। জবাবে ব্যাট করতে নেমে বিলোনিয়া মহকুমা ৩৭.৪ ওভার খেলে ১৭৩ রানে ইনিংস গুটিয়ে নেয়।দলের পক্ষে নীলাদ্রি ভৌমিকের ৪৯ রান সর্বাধিক ছিল। বোলিংয়ে সদরের তথাগত চক্রবর্তী ও বিল্লাল মিয়া তিনটি করে এবং অর্জুন দেবনাথ দুটি উইকেট পায়।

অনূর্ধ-৮ জাতীয় দাবা, দুরন্ত শুরু আরাধ্যা-র

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ৯ মে।। দুর্দান্তভাবে আসর শুরু করলো মেট্রিক্স চেস আকাদেমির দাবাড়ু আরাধ্যা দাস। জাতীয় অনূর্ধ-৮ দাবা প্রতিযোগিতায়। বিশাখাপত্তনমে সোমবার থেকে শুরু হয়েছে আসর। প্রথম দিনে হয় দুই রাউন্ডের খেলা। বালিকা বিভাগে তৃতীয় বাছাই আরাধ্যা দাস প্রথম দুই রাউন্ডেই জয়লাভ করেছে। সকালে অন্ধ্রপ্রদেশের মেঘনা এমকে পরাজিত করার পর বিকেলে ওই রাজ্যেরই জয়াশ্রী ডি কে পরাজিত করে আরাধ্যা। দুই রাউন্ড শেষে আরাধ্যার পয়েন্ট দুই। বালক বিভাগে মেট্রিক্স চেস আকাদেমির দাবাড়ু তথা রাজ্য সেরা রোদ্র মজুমদার সকালে তামিলনাড়ুর অখিল রেড্ডি বি-কে অনেকটা অনায়াসেই পরাজিত করে। গাইকো পিয়ানো ওপেনিং খেলে ২৪ চালে জয় পেয়েছিলো রোদ্র। বিকেলে চন্ডিগড়ের অদ্বিত রঙ্গনাথন এর সঙ্গে প্রায় আড়াই ঘন্টা ৬৪ ঘরে লড়াই করে পরাজয় বরণ করে। দুই রাউন্ড শেষে রোদ্র-র পয়েন্ট ১। যতটুকু খবর রাজ্যের অপর বালক দাবাড়ু অভ্রনীল দে এদিন দুই রাউন্ডেই পরাজিত হয়েছে। আজ তৃতীয় এবং চতুর্থ রাউন্ডের খেলা হবে।

ফরোয়ার্ড ক্লাবের নতুন কমিটি গঠিত

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ৯ মে।। গঠিত হলো নতুন কমিটি। আগামী ৩ বছরের জন্য। রাজ্যের ঐতিহ্যবাহী ফরোয়ার্ড ক্লাবের। ২১ সদস্যের কমিটির সভাপতি কৃষ্ণ কমল বনিক, সচিব পার্থ সারথি গুপ্ত এবং কোষাধ্যক্ষ নির্বাচিত হয়েছেন ব্রজ গোপাল চৌধুরি। ঘরোয়া ফুটবলে ফরোয়ার্ড ক্লাবের অবদান প্রচুর। প্রতিবছরই ওই ক্লাব ভিন রাজ্যের বেশ কয়েকজন প্রতিভাবান ফুটবলারের পাশাপাশি বিদেশী ফুটবলারদের নিয়ে আসেন। গেলো মরশুমে রাখাল শিল্ড নকআউট ফুটবলে সেরার সম্মান পেয়েছিলো ওই ক্লাব। দায়িত্ব নিয়েও ক্লাব সচিব পার্থ সারথি গুপ্ত বলেন,'এবারও ভালো দল গড়া হবে। সেই লক্ষ্যে দলগঠনের প্রস্তুতি শুরু হয়ে গেছে। ভিনরাজ্যের বেশ কয়েকজন ফুটবলারকে এবারও আমরা দলে নেবো। যাতে রাজ্যের ফুটবলের উন্নতি হয়।'

NOTICE INVITING E-TENDER

DNIT.No.F.4(1)-H&SC/DDH/W/TENDER/ 2022-23/ 433 /Dated 06.05.2022.

The Deputy Director of Horticulture, West Tripura, Agartala invites e-tender in single Bid system (Technical & Financial) for determining single rate of Arecanut Seedling for supply during the year 2022-23 in West District from the individual nursery man having valid license issued by the State Govt. under Tripura Nursery Regulation Act, 2013.

Sl.	Name of Work	Tender value/ Estimated cost	EMD & Tender Fee	Completion Period	Document Download & Bid Submission End Date & Time	Bid Opening Date
1	Supply of 278720 Nos. of Arecanut seedlings under different scheme as per following breakup:- MGNREGA-152000 Nos. CMSPY- 126720 Nos.	Rs.19,51,040/-	EMD : Rs.39000/- (Rupees Thirty nine thousand) Tender fee- Rs.500.00	15 days	18.05.2022 & 01.06.2022 upto 05:00 PM	02.06.2022 at 12:00 Noon

Last date & time for BID submission:-01.06.2022 upto 5 PM.
Date & time for opening BID:- 02.06.2022 at 12 Noon
Submission of Bids physically is not permitted.
Earnest Money Deposit (EMD) & Tender Fee (TF) is to the made as online mode only through Net Banking.
For details related to e-tender may be visited and obtained from website:- http// tripuratenders.gov.in
Eligible Bidders shall apply in bidding, only in online mode, through website https: // tripuratenders.gov.in.

(GOPAL MALLA)
Dy. Director of Horticulture
West Tripura district

ICA-C-453/2022-23

প্রথম জয়ের স্বাদ পেয়ে শেষ আটের আশা জিইয়ে রেখেছে খোয়াই দল

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ৯ মে।। প্রথম জয়ের স্বাদ পেয়েছে খোয়াই মহকুমা দল। হারিয়েছে কমলপুরকে ১৭ রানের ব্যবধানে। টিসিএ আয়োজিত সিনিয়র রাজ্য স্তরীয় ক্রিকেটে খোয়াই মহকুমা দল নিজেদের দ্বিতীয় ম্যাচে কমলপুরকে পরাজিত করেছে। প্রথম ম্যাচে মোহনপুরের কাছে ২১০ রানে পরাজয়ের পর আজ ঘুরে দাঁড়িয়ে জয়ে ফিরতেই কোয়ার্টার ফাইনালের আশা জিইয়ে রেখেছে। কমলাপুরে কালীবাড়ি প্লে গ্রাউন্ডে সকাল ন'টায় ম্যাচ শুরুতে টস জিতে খোয়াই প্রথমে ব্যাটিংয়ের সিদ্ধান্ত নেয়। নির্ধারিত ৫০ ওভারে ৯ উইকেট হারিয়ে খোয়াই ২৩৮ রান সংগ্রহ করে। দলের পক্ষে পার্থ স্বরের ৬০ রান, সুমন দেববর্মার ৫৭ রান এবং নিশিকান্ত দেবনাথের ৫০ রান উল্লেখযোগ্য। পার্থ ৫৮ বলে চারটি বাউন্ডারি ও পাঁচটি ওভার বাউন্ডারি হাঁকিয়ে ৬০ রান এবং সুমন ৬৩ বল খেলে ৫টি বাউন্ডারি ও ৪টি ছক্কা মেরে ৫৭ রান সংগ্রহ করে। কমলপুরের বোলার প্রানতোষ দাস ৪৪ রানে ৪টি উইকেট তুলে নেন। এছাড়া, আবদুল কালাম পেয়েছে তিনটি উইকেট ৩৪ রানের বিনিময়ে। জবাবে ব্যাট করতে নেমে কমলপুর ৪৭.৫ ওভার খেলে সবকটি উইকেট হারিয়ে ২২১ রান সংগ্রহ করতে সক্ষম হয়। দলের পক্ষে বিজন শুক্লবৈদ্য ৪৮ বল খেলে ৯টি বাউন্ডারি ও তিনটি ওভার বাউন্ডারি মেরে ৬৪ রান সংগ্রহ করলেও অন্যদের ব্যর্থতায় শেষরক্ষা সম্ভব হয়নি। খোয়াই-এর দেবজিত পাল ৩৩ রানে ৩টি উইকেট পেয়েছে। নিশিকান্ত পেয়েছে একটি উইকেট। ব্যাটে-বলে অলরাউন্ড পারফরম্যান্স দেখিয়ে নিশিকান্ত দেবনাথ ম্যান অব দ্য ম্যাচের খেতাব পেয়েছে।

NIT NO: e-PT-04/EE/RD/MNU/D/2022-23, dt. 06-05-2022

On behalf of the Governor of Tripura, the Executive Engineer, R D Manu Division, Government of Tripura invites percentage rate separate e-tender (both Technical and Financial bid) for Const. & Electrification work (2" call) under RD Manu Division from the eligible bidders in PWD form-9 Up to 20/05/2022 at 2.00 PM as per following terms condition as well as DNIT. For details visit website- https:// tripuratenders.gov.in and contact at M- 9436124338. Any subsequent corrigendum will be available in the website only.

NO NEGOTIATION WILL BE CONDUCTED WITH THE LOWEST BIDDER

For and on behalf of Governor of Tripura
Er. Binoy Jamatia
Executive Engineer
RD Manu Division, Dhalai

ICA-C-456/2022-23

PNIT NO: e-PT-VIII/EE/RD/ABS/2022-23 DATED-06/05/2022

On behalf of the 'Governor of Tripura' the Executive Engineer, R.D Ambassa Division, Ambassa, Dhalai District, Tripura invites e-tender from eligible bidders up to 3.00 P.M. on 19/ 05/2022 for 03(Three) nos. of Construction work at different site under RD Ambassa Division. For details visit website https://tripuratenders.gov.in and contact at M-08732042622 (during office hours only). Any subsequent corrigendum will be available in the website only.

[Er. B. Sutradhar]
Executive Engineer
R.D. Ambassa Division

ICA-C-444/2022-23

সোমবার সকালে আগরতলায় রবীন্দ্র কাননে রবীন্দ্র জয়ন্তী উপলক্ষে কবিগুরুর মূর্তিতে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন তথ্য ও সংস্কৃতি মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী। ছবি নিজস্ব।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের আদর্শ অনুসরণ করে আগামী প্রজন্মকে এগিয়ে যেতে হবে : মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৯ মে।। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের আদর্শ ও ভাবধারা এখনও সমান প্রাসঙ্গিক। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের আদর্শ অনুসরণ করে আগামী প্রজন্মকে এগিয়ে যেতে হবে। আমাদের সংস্কৃতি ভারতবর্ষকে একসূত্রে বেঁধে রেখেছে। ভারতবর্ষ বহু মুনি ঋষিদের দেশ। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মতো বিদ্বান ব্যক্তিরা এই দেশে জন্মেছিলেন। আজ আগরতলা রবীন্দ্র শতবার্ষিকী ভবনের ১নং প্রেক্ষাগৃহে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ১৬১তম জন্মজয়ন্তী উপলক্ষে আয়োজিত কবি প্রণাম ও পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে একথা বলেন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব।

তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তর এবং শিক্ষা দপ্তরের যৌথ উদ্যোগে এদিন কবি প্রণাম ও পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানের শুরুতে কবিগুরুর প্রতিকৃতিতে ফুল দিয়ে শ্রদ্ধার্ঘ্য অর্পণ করেন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব, শিক্ষামন্ত্রী রতনলাল নাথ, তথ্য ও সংস্কৃতি মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী সহ অতিথিগণ। কবি প্রণাম অনুষ্ঠানে রবীন্দ্র সংগীত ও আবৃত্তি পরিবেশনায় অংশগ্রহণ করেন পশ্চিমবঙ্গের প্রথিতযশা রবীন্দ্র সংগীত শিল্পী জয়তী চক্রবর্তী, মনোময় ভট্টাচার্য ও বাচিক শিল্পী দেবেশ ঠাকুর। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে মুখ্যমন্ত্রী আরও বলেন, কলা, সাহিত্য, সংস্কৃতি, কবিতার কথা মনে পড়লে উঠে আসে সেই একটিই নাম। তিনি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। ত্রিপুরার সাথে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ছিল আত্মিক সম্পর্ক। রাজন্য আমলে বহুবার তিনি ত্রিপুরায় এসেছেন। ত্রিপুরা নিয়ে রচনা করেছেন একাধিক বিখ্যাত উপন্যাস ও নাটক। পরাধীন ভারতবর্ষেও রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কবিতা, সাহিত্য ও ভাবধারা মানুষের মনে ভারতীয় কৃষ্টি, সংস্কৃতি সম্পর্কে যথেষ্ঠ প্রভাব ফেলেছিল। স্বাধীনতা সংগ্রামেও রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের চিন্তাধারা ও ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি জনমানসে প্রভাব ফেলেছিল। ভারতবর্ষে মোঘলরা ৬০০ বছর ও ইংরেজরা ২০০ বছর শাসন করেছিল। তবুও আমাদের কৃষ্টি ও সংস্কৃতিকে বিনষ্ট করতে পারেনি।

অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির ভূয়সী প্রশংসা করেন। তিনি বলেন, নরেন্দ্র মোদি একজন সম্পূর্ণ ভারতীয়। তাঁর মধ্যে রয়েছে বিভিন্ন গুণাবলী। প্রধানমন্ত্রীর প্রচেষ্টাতেই দেশে জনধন অ্যাকাউন্টের মত উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ নেওয়া সম্ভব হয়েছে। প্রধানমন্ত্রীর চেষ্টাতেই জল জীবন মিশন, ত্রিপুরায় মহিলাদের চাকুরি ক্ষেত্রে ৩৩ শতাংশ আসন সংরক্ষণ, বিভিন্ন ক্ষেত্রে মহিলাদের এগিয়ে নিয়ে যাওয়া সম্ভব হচ্ছে। বিগত ৪০ বছরে পূর্বেকার সরকার রাজ্যে যে কাজ করতে পারেনি, সেই কাজ প্রায় ৪ বছরের মধ্যে করে দেখিয়েছে বর্তমান সরকার।

এদিন অনুষ্ঠানে রাজ্যে আগর শিল্পের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ নিয়েও আলোচনা করেন মুখ্যমন্ত্রী। তিনি বলেন, ত্রিপুরাতে আগর শিল্পের সম্ভাবনা নিয়ে আলোচনা করতে আজ ভিয়েতনামের লাওস থেকে এক প্রতিনিধি দল রাজ্যে এসেছেন। আগামীতে তারা ত্রিপুরাতে আগর শিল্পের জন্য বড় ধরণের অর্থ বিনিয়োগ করবে। আগামী কয়েকবছরের মধ্যেই ত্রিপুরাতে আগর বিক্রির মধ্যদিয়ে ২/৩ হাজার কোটি টাকার অর্থনীতি তৈরি হবে। ত্রিপুরা ছোট রাজ্য হলেও কাজ করে দেখানোর মানসিকতা রয়েছে।

অনুষ্ঠানে সম্মানিত অতিথি শিক্ষামন্ত্রী রতনলাল নাথ বলেন, আজকের দিনেও রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রাসঙ্গিকতা অপরিসীম। রবীন্দ্র ভাবনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে আগামী প্রজন্মকে আরও এগিয়ে যেতে হবে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ছিলেন যথার্থ অর্থেই মানবপ্রেমী। রবীন্দ্র রচনাগুলিতে সমাজের অনেক কিছু ইতিবাচক দিক খুঁজে পাওয়া যায়। রবীন্দ্র রচনা পড়লে নেতিবাচক চিন্তাভাবনা মনে আসবে না। ত্রিপুরার মহারাজাদের সঙ্গেও কবিগুরুর আত্মিক সম্পর্ক ছিল। বর্তমানে ত্রিপুরা যে পর্যটন ক্ষেত্রে এগিয়ে চলেছে সেটা অনেক আগেই বলে গিয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

কবি প্রণাম ও পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করে তথ্য ও সংস্কৃতি মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী বলেন, কবিগুরু, বিশ্বকবি, গুরুদেব — এই তিন নামে আমরা যাকে চিনি তিনি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। গতকাল থেকে সারা রাজ্যে রবীন্দ্র জন্মজয়ন্তী পালনের কর্মসূচি শুরু হয়েছে। আগরতলাতে কেন্দ্রীয়ভাবে জন্মজয়ন্তীর আয়োজন করা হয়েছে। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের চিন্তা ভাবনা, আদর্শ, ভাবধারা, নীতিকে পাথেয় করে এগিয়ে যেতে হবে আমাদের। স্বাধীনতা সংগ্রামেও কবিগুরুর উল্লেখযোগ্য অবদান ছিল। জালিয়ানওয়ালাবাগ হত্যাকান্ডের ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

ভারতে কোভিড-সংক্রমণ ও মৃত্যু নিম্নমুখী আক্রান্তের সংখ্যা ৩-হাজারের ঊর্ধ্বেই

নয়াদিল্লি, ৯ মে (হি.স.): ভারতে দৈনিক করোনা-আক্রান্তের সংখ্যা আরও খানিকটা কমে গিয়েছে, দৈনিক মৃত্যুর সংখ্যাও নিয়ন্ত্রণের মধ্যে রয়েছে। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রক জানিয়েছে, বিগত ২৪ ঘন্টায় ভারতে নতুন করে করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন ৩ হাজার ২০৭ জন, এই সময়ে মৃত্যু হয়েছে ২৯ জনের। ভারতে দৈনিক সংক্রমণের হার এই মুহূর্তে ০.৯৫ শতাংশ।

বিগত ২৪ ঘন্টায় ভারতে চিকিৎসাধীন করোনা-রোগীর সংখ্যা কমে ২০,৪০৩-এ পৌঁছেছে, শেষ ২৪ ঘন্টায় সক্রিয় রোগীর সংখ্যা কমেছে ২৩২ জন। এই মুহূর্তে শতাংশের নিরিখে ০.০৫ শতাংশ রোগী চিকিৎসাধীন রয়েছেন। ভারতে বিগত ২৪ ঘন্টায় করোনাভাইরাসের টিকা পেয়েছেন ১৩ লক্ষ ৫০ হাজার ৬২২ জন প্রাপক, ফলে ভারতে সোমবার সকাল আটটা পর্যন্ত ১,৯০,৩৪,৯০,৩৯৬ জনকে কোভিড টিকা দেওয়া হয়েছে। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রকের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, বিগত ২৪ ঘন্টায় ২৯ জনের মৃত্যুর পর ভারতে কোভিড-১৯ ভাইরাসে মৃতের সংখ্যা বেড়ে হল ৫,২৪,০৯৩ জন (১.২২ শতাংশ)। রবিবার সারা দিনে ভারতে সুস্থ হয়েছেন ৩,৪১০ জন। সোমবার সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে মোট সুস্থ হয়েছেন ৪,২৫,৬০,৯০৫ জন করোনা-রোগী, শতাংশের নিরিখে ৯৮.৭৪ শতাংশ।

নতুন দুই বিচারপতি পেল সুপ্রিম কোর্ট, শীর্ষ আদালতে বিচারকের সংখ্যা বেড়ে ৩৪

নয়াদিল্লি, ৯ মে (হি.স.): নতুন দুই বিচারপতি পেল দেশের সর্বোচ্চ আদালত। সোমবার সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি হিসেবে শপথবাক্য পাঠ করেছেন বিচারপতি জে বি পারদিওয়ালা ও বিচারপতি সুধাংশু ধুলিয়া। সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি এন ভি রামানা এই দুই বিচারপতিকে শীর্ষ আদালতের বিচারপতি হিসেবে শপথবাক্য পাঠ করিয়েছেন।

এর আগে গুয়াহাটি হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি ছিলেন বিচারপতি সুধাংশু ধুলিয়া ও গুজরাট হাইকোর্টের বিচারপতি ছিলেন বিচারক জামশেদ বুরজোর পারদিওয়ালা। নতুন দুই বিচারপতি শপথ নেওয়ার পর সুপ্রিম কোর্টের মোট বিচারপতির সংখ্যা বেড়ে হল ৩৪। তবে, তা ১০ মে পর্যন্ত। ১০ মে অবসর নেওয়ার কথা বিচারপতি বিনীত সরনের। বিচারপতি ধুলিয়া হলেন উত্তরাখণ্ড হাইকোর্ট থেকে পদোন্নতি হওয়া দ্বিতীয় বিচারপতি। অপরদিকে, বিচারপতি পারদিওয়ালা হলেন চতুর্থ পার্সি যিনি সুপ্রিম কোর্টের বেঞ্চে উন্নীত হলেন।

তেলিয়ামুড়ায় ভবঘুরেদের মধ্যে খাদ্য সামগ্রী বিতরণ

নজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ৯ মে।। সমাজসেবা এবং মানুষের জন্য কিছু করার ইচ্ছা থাকলে মানসিকতা থাকলে সবকিছু সম্ভব। আর সেই মানসিকতার পরিচয় দিল আট দশ জন যুবক মিলে। ঘটনা তেলিয়ামুড়া মহাকুমার হাসপাতালে ভবঘুরে এবং তেলিয়ামুড়া বাজারে ভবঘুরেদের মধ্যে রবিবার উদার মানসিকতা নিয়ে খাবার বিতরণ করা হয় রবিবার রাতে।

খবরে জানা যায়, গরিব মানুষদের পাশাপাশি ভবঘুরদের জন্য নৈশকালীন ভোজন দিয়ে থাকে কয়েকজন যুবক।তেলিয়ামুড়া মহকুমা হাসপাতাল থেকে শুরু করে ফুটপাত ভবঘুরে মানসিকতা পরিচয় দিয়েছে আট দশটি যুবক।জানা গিয়েছে, গতকাল তথা দুপুরে এক ভবঘুরে মহিলা কোন এক গাড়ির ধাক্কায় গুরুতর আহত হয়েছে। সেই খবর শুনতে পেয়ে ওই আট দশজন যুবক তেলিয়ামুড়া মহকুমার হাসপাতলে ছুটে যান। চিকিৎসা খরচ পাতি সহ খাবারের ব্যবস্থা করেছে সেই সকল যুবকরা। আর মানসিকতার পরিচয় নিয়ে থাকেন তারা।

সংবাদে জানা যায় ভবঘুরে সেই মহিলাকে খাবার-দাবার চিকিৎসা সব খরচ বহন করেছে আট দশজন যুবক এও নিজেদের পারিশ্রমিক এর টাকা ব্যায় করে। সেই সময় সেই ভবঘুরে গুরুতর আহত মহিলার পাশে কেউই দাঁড়ায়নি। তেলিয়ামুড়া শহরে অনেক অনেক সামাজিক সংস্থা রয়েছেন যারা নাম কামানোর জন্য কাজ করে যাচ্ছে।তারপরেও আট দশ জন যুবক মিলে যারা খাবার পাইনি, যারা অসুস্থ অবস্থায় হাসপাতলে রয়েছেন তাদের সাহায্যার্থে কাজ করবেন বলে জানিয়েছে সেই আট দশ যুবকরা। বিভিন্ন সংবাদকর্মীদের সহযোগিতায় কারণে সাহায্য করা সম্ভব হয়েছে ভবঘুরে আক্রান্ত সেই মহিলার। তেলিয়ামুড়া শহরের বিভিন্ন এলাকা ঘুরে ভবঘুরে এবং কুকুরদের মধ্যে খাবার বিতরণ করেন ওই যুবকরা।

দপ্তরের উদাসীনতায় দুর্ভোগে জনসাধারণ

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ৯ মে।। ডিডাব্লিউ এস দপ্তরের চরম উদাসীনতায় দুর্ভোগ পোহাতে হচ্ছে সাধারণ জনগণের। দীর্ঘ প্রায় ছয় মাস ধরে পানীয় জলের সমস্যায় ভোগছেন এলাকাবাসী। দপ্তরে বার বার জানিয়েও সমস্যা সমাধান হচ্ছেনা এমনটাই অভিযোগ এলাকাবাসীর। উত্তর পুলিনপুর এ ডি সি ভিলেজের অন্তর্গত খাকাচান পাড়া গ্রামে জনজাতি অংশের মানুষের বসবাস। এলাকায় জলের সংযোগ রয়েছে, কিন্তু কেবলমাত্র সামান্য সারাইয়ের জন্য দীর্ঘ ছয় মাস ধরে জল সমস্যায় ভোগছেন সংশ্লিষ্ট এলাকার প্রায় ২০- ২৫ টি পরিবার। অভিযোগ জলের মূল পাইপ লাইনে ফাঁটলের জন্য ওই এলাকায় জল পৌছুচ্ছে না। বার কয়েক তেলিয়ামুড়া ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

কোন জাদুর কাঠি নয়, চিন্তন শিবিরের বার্তা একতা ও সংকল্পের হওয়া উচিত: সোনিয়া গান্ধী

নয়াদিল্লি, ৯ মে (হি.স.)।। নির্বাচনী সাফল্যের জন্য কোন জাদুর কাঠি নেই। একমাত্র নিঃস্বার্থ কাজ, শৃঙ্খলা এবং লাগাতার যৌথ দায়িত্ব নিয়ে দলকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে। সোমবার দলীয় নেতাদের প্রতি একতা ও সংকল্পের আহ্বান জানিয়েছেন কংগ্রেস সভাপতি সোনিয়া গান্ধী। উদয়পুরে দলের তিন দিনের আসন্ন চিন্তন শিবির থেকে দলকে পুনরুজ্জীবিত করার শপথ নিতে হবে বলে ঘোষণা করলেন তিনি। সোমবার বিকেলে দিল্লিতে কংগ্রেসের ওয়ার্কিং কমিটির বৈঠকে চিন্তন শিবিরের প্রস্তুতি এবং কর্মসূচির বিস্তারিত ব্যাখ্যা দেন সোনিয়া। তিনি বলেন, উদয়পুরের ওই চিন্তন শিবির আগেকার শিবিরগুলোর মতো গতানুগতিক পদ্ধতিতে হবে না। এই শিবির থেকে আমাদের দলকে আরও ঐক্যবদ্ধ, মজবুত এবং পুনর্গঠিত করার শপথ নিতে হবে।

আগামী ১৩ থেকে ১৫ মে পর্যন্ত রাজস্থানের উদয়পুরে অনুষ্ঠিত হতে চলেছে কংগ্রেসের চিন্তন শিবির। গত ওয়ার্কিং কমিটির বৈঠকে এই চিন্তন শিবির করার প্রস্তাব নেওয়া হয়েছিল। ইতিমধ্যেই চিন্তন শিবিরের জন্য ছ'টি কমিটি গঠন করে দিয়েছেন কংগ্রেস সভানেত্রী। রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক ন্যায়বিচার ছাড়াও কৃষক, যুব সমাজ এবং সাংগঠনিক বিষয় নিয়ে ওই কমিটিগুলি গঠন করা হয়েছে। প্রতিটি কমিটিতে একজন করে শীর্ষ নেতৃত্বকে আহ্বায়কও করা হয়েছে। তাঁর নেতৃত্বে কমিটিগুলিতে একাধিক সদস্য রয়েছে।

চড়িলামে হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু মাদ্রাসা শিক্ষকের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৯ মে।। রবিবার রাতে হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে মর্মান্তিক মৃত্যু হয়েছে এক মাদ্রাসা শিক্ষকের। মৃত শিক্ষকের নাম পেরা মিয়া। বাড়ি বিশালগড় থানা এলাকার চড়িলামের রাজিব কলোনি এলাকায়। জানা যায় ওই মাদ্রাসার শিক্ষক তার শ্বশুর বাড়িতে বেড়াতে গিয়েছিল।

রবিবার রাতে শ্বশুর বাড়িতেই হৃদরোগে আক্রান্ত হয় ওই মাদ্রাসা শিক্ষক। শ্বশুরবাড়ির লোকজন তাকে আশঙ্কাজনক অবস্থায় সোনামুড়া হাসপাতালে নিয়ে যান। হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। হৃদরোগে আক্রান্তহয়ে মাদ্রাসা শিক্ষকের মৃত্যুর সংবাদ ছড়িয়ে পড়তেই এলাকাবাসী এবং সহকর্মীদের মধ্যে গভীর শোকের ছায়া নেমে আসে। জানা যায় তিনি প্রমোদনগর সিনিয়র মাদ্রাসার শিক্ষক ছিলেন। তার মৃত্যুতে গভীর শোক ব্যক্ত করেছে অল ত্রিপুরা মাদ্রাসা শিক্ষক অ্যাসোসিয়েশনসহ অন্যান্য সংগঠন। প্রয়াত মাদ্রাসা শিক্ষকের মৃতদেহটি ময়নাতদন্তের পর আত্মীয় পরিজনদের হাতে তুলে দেওয়া হয়। সোমবার ধর্মীয় রীতিনীতি অনুযায়ী তার দেহ কবরস্থ করা হয়।

ধৃত চোরের স্বীকারোক্তিতে মিলল চুরি যাওয়া মালপত্র

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৯ মে।। খোয়াইয়ের অফিস টিলায় আটক চোরকে জিজ্ঞাসাবাদ চালিয়ে পুলিশ পাঁচটি গ্যাস সিলিন্ডার উদ্ধার করতে সক্ষম হয়েছে। আটক চোরকে জিজ্ঞাসাবাদ অব্যাহত রেখেছে পুলিশ। জানা যায় অফিস টিলা এলাকার একটি মুদি দোকানে চুরি করার সময় তাকে আটক করা হয়েছিল। তার বিরুদ্ধে পুলিশ সুনির্দিষ্ট মামলা গ্রহণ করেছে। তাকে আটক করে জিজ্ঞাসাবাদ করে পুলিশ চোর চক্রের হদিশ পেয়েছে। গোটা চক্রকে জালে তোলার জন্য পুলিশের তৎপরতা অব্যাহত রয়েছে। পুলিশ আশা ব্যক্ত করেছে তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করে বিভিন্ন চুরির ঘটনার সঙ্গে জড়িত আরও কয়েকজনকে হয়তো তারা জালে তুলতে সক্ষম হবেন। উল্লেখ্য খোয়াই শহর শহরতলী এবং আন্তর্জাতিক সীমান্তবর্তী এলাকা গুলিতে গত কয়েক মাস ধরে ঘটনা উপর্যুপরি বৃদ্ধি পেয়ে চলেছে। তাতে এলাকার মানুষজন রীতিমতো আতঙ্কগ্রস্ত।

ত্রিপুরা ল ক্লার্ক অ্যাসোসিয়েশনের ৫৩ তম প্রতিষ্ঠা দিবস পালিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৯ মে।। সোমবার ত্রিপুরা ল ক্লার্ক অ্যাসোসিয়েশনের ৫৩তম প্রতিষ্ঠা দিবস আগরতলা কোর্ট কমপ্লেক্সে অনুষ্ঠিত হয়েছে।এদিন সংগঠনের সম্পাদক প্রদীপ দেব জানান, ত্রিপুরা ল ক্লার্ক অ্যাসোসিয়েশন দীর্ঘদিন ধরে কাজ করে আসছে। মূলত এসোসিয়েশনের প্রত্যেক সদস্যকে সংঘবদ্ধ করার জন্যই এদিনের এই প্রতিষ্ঠা দিবসের অনুষ্ঠান বলে জানান তিনি।

তিনি বলেন, কাজ করার ক্ষেত্রে বেশ কিছু বিষয়ে অসুবিধার সম্মুখীন হতে হচ্ছে তাঁদের। সরকারের কাছে বিভিন্ন দাবি দাওয়া রয়েছে অ্যাসোসিয়েশনের। এদিনের এই প্রতিষ্ঠা দিবস থেকে বেশকিছু দাবি-দাওয়া তুলে ধরা হয়েছে।

এসোসিয়েশনের সম্পাদক বলেন, ত্রিপুরা ল ক্লার্ক এসোসিয়েশনের সদস্যদের ন্যূনতম ১৫ হাজার টাকা করে মাসিক বেতন ভাতা দিতে হবে। অ্যাসোসিয়েশনের সদস্যদের মধ্যে কারোও মৃত্যু হলে তার পরিবারের পাশে সরকারকে দাড়াতে হবে। এছাড়াও এসোসিয়েশনের সদস্যদের বসার কোন জায়গা নেই আদালত চত্বরে। ফলে কাজ করতে গেলে অনেক সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়। তাই তাদের জন্য একটি স্থায়ী বসার জায়গা করে দিতে হবে।সাথে তিনি যোগ করেন, বিগত চার বছরে তেমন কোনো সাহায্য পায়নি তাঁরা। তাই এই দাবিগুলো পূরণের জন্য রাজ্য সরকারের প্রতি কাতর আবেদন জানান সংগঠনের সদস্যরা।

সোমবার ত্রিপুরা ল ক্লার্কস এসোসিয়েশনের প্রতিষ্ঠা দিবস পালন করা হয়েছে আগরতলায়। ছবি নিজস্ব।

ড্রাগস সেবনকারীকে হাতেনাতে ধরে পুলিশে দিল জনতা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৯ মে।। খোয়াই থানা এলাকার লালটিলায় ড্রাগস সেবনকারী এক যুবককে হাতেনাতে আটক করেছেন স্থানীয় বাসিন্দারা। আটক নেশা সেবনকারী যুবকের নাম প্রসেনজিৎ সরকার। স্থানীয় বাসিন্দারা তাকে নেশা গ্রহণ করার সময় হাতেনাতে আটক করে উত্তম-মধ্যম দেন। তাকে আটকে রেখে খোয়াই থানার পুলিশকে খবর দেওয়া হয়। খবর পেয়ে খোয়াই থানার পুলিশ ছুটে এসে সেখান থেকে ওই নেশা সেবনকারীকে আটক করে থানায় নিয়ে যায়। তার বিরুদ্ধে নির্দিষ্ট ধারায় মামলা গ্রহণ করেছে পুলিশ। লালটিলা এলাকার বাসিন্দারা জানিয়েছেন গত বেশ কয়েক মাস ধরেই লালটিলা এলাকায় ড্রাগস সেবনকারীদের আড্ডাখানা পরিলক্ষিত হচ্ছে। এই ভয়াবহ প্রবণতায় এলাকার যুব সমাজ মারাত্মকভাবে আকৃষ্ট হতে শুরু করেছে। তাতে এলাকার পরিবেশ মারাত্মকভাবে কলুষিত হচ্ছে। নেশা সেবনকারীদের বিরুদ্ধে কঠোর মনোভাব গ্রহণ করার জন্য এলাকাবাসীর তরফ থেকে প্রশাসনের কাছে দাবি জানানো হয়েছে।

সংবাদের জেরে প্রতিবেশীর বাড়ির রাস্তার বেড়া তুলে দিল পুলিশ

নিজস্ব প্রতিনিধি, চুড়াইবাড়ি, ৯ মে।। অবশেষে জাগরণ পত্রিকার খবরের জেরে প্রতিবেশী কতৃক বাড়ির রাস্তার বেড়া তুলে দিল চুরাইড়াড়ি থানার পুলিশ। জনমনে স্বস্তির নিঃশ্বাস।ঘটনার বিবরণে জানা যায়,উত্তর ত্রিপুরা জেলার চুরাইবাড়ি থানাধীন ত্রিপুরা অসম সীমান্তের ফুলবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের দুই নম্বর ওয়ার্ডের পশ্চিম ফুলবাড়ী এলাকার হেকিম আলী নামের এক গরীব অসহায় পরিবারকে অমানবিক ভাবে ছয়দিন যাবৎ বাঁশের বেড়া দিয়ে রাস্তা আটকে রাখে তাঁর প্রতিবেশীরা।সানীয় পঞ্চায়েত ও থানায় অভিযোগ জানালেও কোন বিহীত হয়নি।তবে এই রাস্তা দিয়ে দীর্ঘ ষাঠ বছর ধরে গ্রামের সকল মানুষ যাতায়াত করলেও টানা ছয়দিন ধরে এই রাস্তা গরীব অসহায় পরিবারটির জন্য ছিল সম্পূর্ণরুপে বন্ধ।

কেটে দেওয়া হয় ওই রাস্তা দিয়ে যাওয়া বিদ্যুতের লাইনও।রাস্তা বন্ধ করার ফলে ওই পরিবারটি ছয়দিন ধরে নানান অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয়। বিদ্যুৎ, পানীয় জল সহ স্কুল, মাদ্রাসায় যেতে পারেনি পরিবারের কচিকাঁচারা।এ বিষয়ে পথ বন্ধ করে রাখা আব্দুল রব নামের এক প্রতিবেশী জানান,এই জায়গা তাদের,তাই তারা এই রাস্তায় বাঁশের বেড়া দিয়ে বন্ধ করে রেখেছেন। তাছাড়া হেকিম আলীর বাবা মৌখিক ভাবে তাদের কাছে প্রায় চল্লিশ বছর পূর্বে কিছু জায়গা বিক্রি করেছেন, যা এখন বিক্রি করতে গেলে হেকিম বাঁধা দিচ্ছেন।তাই তারা বাদ্য হয়ে এই রাস্তা বন্ধ করে রেখেছেন।

তবে প্রতিবেশীদের পেশি শক্তির বলে চুরাইবাড়ি থানা ও ফুলবাড়ি পঞ্চায়েতকে ম্যানেজ করে অন্যায় ভাবে হেকিম আলির জায়গা অবৈধ ভাবে হাতিয়ে নেওয়ার ছক কষছে প্রতিবেশীরা,বলেও সানীয়দের অভিযোগ।অপরদিকে অসহায় হেকিম আলীর পরিবারের অভিযোগ,পুলিশকে এ বিষয়ে অবগত করলেও লাভের লাভ কিছুই হয়নি। এমতাবস্থায় সুষ্ঠু বিচারের আশায় প্রশাসনের কাছে কাতর আবেদন জানিয়ে সংবাদ মাধ্যমের সামনে ন্যায় চান হেকিম।

তারপর এই সংবাদটি জাগরণ পত্রিকায় পরিবেশন হলে টনক নড়ে পুলিশ প্রশাসনের। অবশেষে খবরের জেরে সোমবার বিকেলে চুরাইবাড়ি থানার বিশাল পুলিশ বাহিনী হেকিম আলীর বাড়ির রাস্তা থেকে বাঁশের বেড়া তুলে তাদের যাতায়াতের জন্য উন্মুক্ত করে দেয়। পুলিশ জানায়,প্রথম পর্যায়ে বেড়া তুলে দিয়ে ঐ পরিবারকে যাতায়াতের ব্যবস্থা করে দেওয়া হয়েছে।সাথে হেকিম সহ তাঁর প্রতিবেশী আব্দুল রব সহ অন্যান্যদের থানায় এসে ঘটনাটি মিটমাটের জন্য বলা হয়েছে।তবে অবশেষে খবরের জেরে পুলিশের বোধগম্য উদয় হওয়াতে সানীয়দের মনে খানিকটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফিরে এসেছে।

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেন্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।